ভিষক্-দর্পণ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ রায়
কবিরঞ্জন দ্বারা সংগৃহীত।

২১ নং শঙ্কর হালদারের লেন হইতে
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

ভূমিকা।

এই বেদমূলক সনাতন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ইংরাজি চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে ভারতবর্ষ হইতে এককালীন লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, যে হেতু অধুনা ভারতবর্ষ বৃটিষ রাজ্যাধীন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বৃটিষ আচার ব্যবহার শিক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই বিজাতীয় রীতির অনুকরণে চালিত এবং তদ্দেশীয় চিকিৎসা প্রথা অন্য দেশে একাধারে পরিচালিত করণোদ্দেশে আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের দিকে দৃষ্টিপাত না করায় এতদ্দেশীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল। অনন্তর কতিপয় স্বদেশ হিতৈষী আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহোদয় সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এক এক মহাত্মা এক এক গ্রন্থ ব্যাখ্যা ও সরল অনুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রচার করিয়া দিয়া, পতনোন্মুখ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করেন। অধুনা ভারতবর্ষের যাবতীয় আর্য্য সন্তানগণ ক্রমশঃ বিজাতীয় ইংরাজি চিকিৎসার বিষময় ফল সন্দর্শনে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং সকলেই দেখিয়া বুঝিয়াছেন যে বিজাতীয় উগ্রবীর্য্য বিশিষ্ট ঔষধ ভারতবর্ষবাসীদিগের ধাতু প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাতেই আজ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি, আর্য্য সন্তান মাত্রে সকলেই আজ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য লালায়িত এবং দেশীয় ঔষধই আমাদের ধাতু প্রকৃতির উপযুক্ত ঔষধ ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সকলেই অনুরাগী, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; এখন যথা নিয়মে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন দ্বারা চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অনেকের পক্ষে দুরূহ। এই কারণে ভূরি ভূরি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রচার হইতেছে, কারণ আয়ুর্ব্বেদ যতই প্রচার হয় ততই ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গল জনক হইবে। এ পর্য্যন্ত যদিও অনেক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু সংক্ষেপে সমগ্র বিষয় অর্থাৎ যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, এরূপ প্রকার গ্রন্থ অদ্যাপি বিরল দেখিতে পাওয়া

যায়। পরন্তু কতিপয় মহোদয়গণ যে সমস্ত মূল গ্রন্থ সরল অনুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান, সকলে তাদৃশ অর্থবান নহেন, সেই সমস্ত বিরাট গ্রন্থসমূহ তদুপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে সাধারণে অসমর্থ। অতএব অর্থহীন আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ব্যক্তিদিগের সেই অভাব দূরীকরণ জন্য তাঁহাদিগের সংক্ষেপে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের বিবরণ অবগত হইবার জন্য এই "ভিষক্-দর্পণ" নামক পুস্তক সংগৃহীত হইল। প্রথমতঃ ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে কহে? আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচার, চিকিৎসকের সমগ্র জ্ঞাতব্য বিষয়, নাড়ী পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, ঋতু বিবরণ, দোষ ও সপ্ত-ধাতুর বিবরণ, ষড়রসের বিবরণ, নিদানাদির বিবরণ, রোগোৎপত্তির বিবরণ, মৃত্যু লক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় এবং রোগাদির সংক্ষেপ লক্ষণ ও তৎসহ চিকিৎসা, পাচন, ঔষধ, তৈল, ঘৃত, সেক প্রভৃতি চিকিৎসার্থ প্রয়োগ ও তৎসমুদায় প্রস্তুত প্রণালী, পথ্যাপথ্য চিকিৎসা বিধি অর্থাৎ কোন্ কোন্ পীড়া অবস্থানুসারে কি প্রকার প্রণালীক্রমে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি এই প্রকার প্রণালী অনুসারে কতকগুলি প্রধান প্রধান রোগের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যদিও নিদানানুযায়ী সমস্ত রোগের বিষয় ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু যে সমস্ত রোগ দ্বারা সাধারণতঃ লোকে সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন, সেই সেই সমস্ত রোগের সংক্ষেপে সবিশেষ বৃত্তান্ত ও চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় উপদেশ সহ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মৎ-সংগৃহীত এই "ভিষক্ দর্পণ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক কিঞ্চিৎ মাত্র সাধারণের উপকারে আসিলে চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা সন ১৩০০ সাল।
১লা কার্ত্তিক।

কবিরাজ
শ্রীআশুতোষ রায় কবিরঞ্জন।

ভিষক্-দর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে কহে?

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

যাহাতে আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির আদিকারণ ও প্রশমন এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন। যেহেতু এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দ্বারা মুনিগণ স্বয়ং দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং অন্যের আয়ুও জানিতে পারেন। সেই জন্য এই শাস্ত্রকে আর্য্য ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচার।

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত মুনিকে উহার উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও আত্রেয়, ইঁহারা এক এক খানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন, উহাদিগের নাম এই যথা;—ব্রহ্ম সংহিতা, দক্ষ সংহিতা, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, ইন্দ্রসংহিতা, ও আত্রেয় সংহিতা। অগ্নি ও ভেড়, প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচার করেন, সে সমুদায়কে তন্ত্র কহে। প্রথম তন্ত্রকর্ত্তা অগ্নিবেশ। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়নকর্ত্তাদিগের প্রাদুর্ভাব কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা অথর্ব্ব বেদের সার সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ পূর্ব্বক নিজনামে লক্ষ শ্লোকময়ী সংহিতা প্রচার করেন। তদনন্তর তিনি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতিকে সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

দক্ষের প্রাদুর্ভাব।

এইরূপে কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ-বৈদ্য, বিদ্বান, সুরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যসম্ভূত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব।

অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া চিকিৎসকদিগের জ্ঞানলাভার্থে জগৎবিখ্যাত স্বীয় সংহিতা প্রণয়ন করেন। একদা রুদ্রাংশ ভৈরব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিলে পুনর্ব্বার তাহা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা উভয়েই যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। তৎপরে দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য কর্ত্তৃক যে দেবতাগণ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক তাহা বিমুক্ত হওয়ায় সকলে বিস্ময়াপন্ন হন। ইন্দ্র ভুজস্তম্ভ ব্যাধি হইতে চিকিৎসিত হইয়া এবং চন্দ্র সোমলোক হইতে পতিত হইলে তাহাদিগের দ্বারাই সুস্থ লাভ করিয়াছিলেন। সূর্য্যের দন্তরোগ, ভগ নামক আদিত্যের চক্ষুরোগ, ও চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য হইয়াছিল। কামুক ভৃগুপুত্র চ্যবন বৃদ্ধাবস্থায় বিকৃত শরীর হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক বলবীর্য্য বর্ণ স্বরাদিযুক্ত হইয়া পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্য ও অপরাপর অশেষবিধ কার্য্যের দ্বারা ভিষক শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্ত্তৃক অতীব পূজনীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন তাহাদের এই সমস্ত অসাধারণ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক যাচিত হইলে যথা পাঠোপযোগী আয়ুর্ব্বেদ শচীপতিকে

প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন।

আত্রেয় প্রাদুর্ভাব।

এক সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিক রোগাক্রান্ত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কিপ্রকারেই বা লোক সমস্ত রোগ মুক্ত হইবে, ইহাদিগের এতাদৃশ অবস্থা আর দেখিতে পারি না। আমার এই দয়ার্দ্র হৃদয়, রোগীদিগের দুঃখে আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে রোগ মুক্ত করণার্থ আমি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। অত্রিকুমার এই প্রকার চিন্তা করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়া ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে সর্ব্বদেবচূড়ামণি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ইন্দ্র সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জ দ্বারা দিগ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন। ইন্দ্র তৎপরে কৃশ মুনিবরকে দর্শনমাত্র সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে তাঁহার পূজা বিধান করিলেন, তদনন্তর কুশল প্রশ্নান্তে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর স্বীয় আগমন বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবরাজ! কেবলমাত্র এই স্বর্গই আপনার অধিকৃত এমন নহে, আপনি অস্মদাদিরও রাজা; যেহেতু আপনাকে বিধাতা যত্ন সহকারে ত্রিলোকের অধীশ্বররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি মানবকুল ব্যাধিপীড়িত; সুতরাং শোকাকুলচিত্ত হইয়া ভূতলে বাস করিতেছি, তাঁহাদের সেই সন্তাপ বিনাশার্থ কৃপাবলোকন করুন এবং মানবদিগের হিতার্থে কৃপাবধানপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদো-পদেশদ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্রেয় কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ঋষিবরকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

মুনিবর ইন্দ্রদেবের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদানান্তে ভূমণ্ডলে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে করুণানিধান মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান তন্নিবাদ মনুষ্যগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার স্বীয় নামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। অতঃপর অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ পরাশর ক্ষীরপাণি ও হারীত প্রভৃতি মুনিবরগণকেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অগ্নিবেশ স্বীয় শাস্ত্র প্রকাশ করেন। তদনন্তর ভেড়াদি মুনিগণও আপন আপন নামানুসারে শাস্ত্র প্রচার করিয়া মুনিবৃন্দবন্দিত অত্রিনন্দনকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ঋষিবর আত্রেয় তাহা

অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ঐ সমস্ত বিহিত বিধানে রচিত তন্ত্র সমস্ত শ্রবণ করিয়া অপরাপর ঋষিগণ, স্বর্গস্থ দেবর্ষিগণ এবং দেবতারাও পুলকিত হইয়া অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ প্রাদুর্ভাব।

কোন সময়ে হিমালয়ের পার্শ্বস্থস্থানে বহুসংখ্যক মুনি হঠাৎ আসিয়া একত্রিত হন। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ভরদ্বাজ মুনি উপস্থিত হন। অতঃপর অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্ত্য, অসিত, বসিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাংকৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাম্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, কৈকুবাগ, কুশিক, বদরায়ন, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষি, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস, বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মজ্ঞান, যম ও নিয়মের নিধিস্বরূপ এবং তপস্যার তেজে জলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান, অপরাপর বহুবিধ মুনিগণ সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক এই সমস্ত কথোপকথন হইতে লাগিল। মানবের দেহই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের একমাত্র মূল, অতএব দেহ সুস্থ থাকিলে এই ফল চতুষ্টয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপস্যা বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত এবং আয়ুর সংহারক রোগ সকল বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। রোগ কর্তৃক কি অনিষ্ট সাধন না হইয়া থাকে, রোগ শরীরকে কৃশ করে, বলক্ষয় করে, শরীরকে চেষ্টা বিহীন করিয়া ফেলে, ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিনাশ করে, সর্ব্বাঙ্গে রোগ উৎপন্ন হয়, ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের অতিশয় বিঘ্নকারী। ইহার প্রভাবে প্রাণ বিনাশ হয়, এই প্রকার হইলে জীবের মঙ্গলের কোন আশা নাই। আপনারা পণ্ডিত ও যোগ্য ব্যক্তি, অতএব তাহাদিগের রোগ মুক্তির কোন উপায় বিধান করুন। সভাস্থ মুনিগণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া, তাঁহারা সকলে ভরদ্বাজ মুনিকে কহিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ আপনিই যোগ্য ব্যক্তি; আপনি শচীপতি ইন্দ্রদেবের নিকট আয়ুর্ব্বেদ প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রোগ মুক্ত হইতে পারিব। তখন মহামুনি ভরদ্বাজ বিনয়ান্বিত এবং যোগ্য মুনিগণ কর্তৃক উক্ত প্রকারে প্রার্থিত হইয়া স্বর্গবাসে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ভরদ্বাজ ইন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত সভামধ্যে দেবর্ষিগণ মধ্যস্থ দেদীপ্যমান ইন্দ্রদেবকে দর্শন করিলেন। ভগবান শচীপতি মহামুনি ভরদ্বাজ ঋষিকে দর্শনপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পূজা করিলেন। অতঃপর মুনিবর তন্নিকটস্থ হইয়া দেবরাজকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া মুনিগণ কথিত বাক্য জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, রাজন্! সর্ব্বপ্রাণী দুঃসহ ব্যাধি সকল ভূতলে উপস্থিত হইয়াছে, কৃপাবিধানে তাহার শান্তির উপায় বিধান করুন। যাহা শ্রবণ করিলে জীব সহস্র বৎসর নিরাপদে জীবন ধারণ করিতে পারে। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজও সেই অসীম এবং ত্রিগুণ আয়ুর্ব্বেদ উৎপাদচিত্ত হইয়া বিধানপূর্ব্বক শীঘ্র বুঝিয়া লইলেন। তদ্দ্বারা মুনিবর আপনি স্বয়ং নিরাপদ লাভ করিয়া অপরাপর ঋষিদিগকে রোগ মুক্ত করিলেন। তদবধি ঋষিগণ এবং অন্যান্য মুনিগণ আয়ুর্ব্বেদ জনিত জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দ্রব্য, গুণ, ও কার্য্যের শুভাশুভ ফল বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ বিহিত নিয়মাদি প্রতিপালনপূর্ব্বক দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

চরক প্রাদুর্ভাব।

যৎকালে ভগবান মৎস্য অবতার হইয়া বেদোদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব সেইস্থানে সাঙ্গবেদ ও অথর্ব্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদও পাইয়াছিলেন। একদা তিনি পার্থিব কার্য্য সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চররূপে অবনীতে আগমন করিলেন, এবং তথায় প্রাণিগণকে ব্যাধিপীড়িত অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোগ শান্তির কারণ উদ্ভাবনে চিন্তিত হইলেন। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধস্বভাব এবং বেদ বেদাঙ্গ কর্ত্তা এক মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। চররূপে এবং অজ্ঞাতসারে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চরক নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন।

যে চরকাচার্য্য সর্ব্ববিধ রোগ শান্তি করিয়াছেন, সহস্রবদন অনন্তের অংশোৎপন্ন সেই চরকাচার্য্য স্বর্গস্থ দেবাচার্য্যের ন্যায় অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছেন অর্থাৎ চরকগ্রন্থ প্রচার হেতু আজ অবধি তিনি জীবিতবৎ রহিয়াছেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি অপরাপর ঋষিগণ আত্রেয় মুনির শিষ্য ছিলেন। তাহারাও এক এক জন নিজ নিজ তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। চরক ঋষি শেষ

সমস্ত তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া সংস্করণপূর্ব্বক নিজনামে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি প্রাদুর্ভাব।

একদা শচীপতি ইন্দ্রদেবের পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত হইলে দেখিলেন যে মর্ত্ত্যবাসী মানবগণ ব্যাধিতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া আছে, তখন কৃপালু হৃদয় ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে কহিলেন হে সুরশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরে! আপনার প্রতি নিবেদন এই, আপনি যোগ্য ব্যক্তি মহীতলে গমন করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধন করুন। পুরাকালে জন সমূহের উপকারার্থে কোন্ মহাত্মা কি না করিয়াছিলেন? দেখুন ত্রৈলোক্যাধিপতি নারায়ণ সময়ে লোকের হিত কামনায় মৎস্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি ভূমণ্ডলে গমন করিয়া কাশীধামে রাজা হইয়া প্রাণিগণের হিতার্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন। এই সমস্ত কহিয়া ইন্দ্রদেব তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ভূতলে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে কোন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দিবোদাস নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইলেন। এবং বাল্য অবস্থাতেই সংসারাশ্রমে বীতরাগ হইয়া কঠোর তপস্যারম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অতিযত্নে দিবোদাসকে কাশীধামে রাজা করিলেন। সেইপর্য্যন্ত লোকে ধন্বন্তরি দিবোদাসকে কাশীরাজ বলিতে লাগিলেন এবং উক্ত ধন্বন্তরিই লোক হিতার্থে স্বনামে সংহিতা প্রচার করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে নিজ সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

সুশ্রুত প্রাদুর্ভাব।

একদা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ তপোবলে অবগত হইলেন যে, ধন্বন্তরি দিবোদাস নামে কাশীধামে কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র মুনি স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, তুমি বিশ্বেশ্বরপ্রিয় কাশীধামে গমন কর। সেথায় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব দিবোদাস কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাদিগের সর্ব্বপ্রধান। অতএব তুমি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রাণি দয়াস্বরূপ তীর্থে পরোপকাররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। পিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশ্রুত কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত অনেক

অনেক মুনিপুত্রও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থ গমন করিলেন। তাহারা বান-প্রস্থাশ্রমস্থিত, মুনিগণ পূজিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ধন্বন্তরিকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। যশোধন দিবোদাস ঋষিকুমারদিগকে স্বাগত প্রশ্নান্তে কুশল বার্ত্তা ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সুশ্রুত কহিলেন, হে ভগবান সুরশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরে! মনুষ্যদিগকে ব্যাধি প্রপীড়িত রোরুদ্যমান ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের রোগ শান্তির জন্য উপায় জানিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করুন, কাশীরাজ মুনিকুমারদিগের এবম্বিধ বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর মুনিপুত্রগণ যত্ন সহকারে তাহার নিজ ব্যাখ্যা মর্ম্ম অবগত হইয়া কাশীরাজকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্তে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া স্বয়ং এক তন্ত্র প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সমপাঠী মুনিগণও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। সুশ্রুত কৃত তন্ত্র অনেকে যত্ন সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত নামে জগতে চিরবিখ্যাত রহিয়াছে।

পুরুষ অথবা আত্মা।

দেহ পঞ্চভূত বিশিষ্ট। এই দেহের সহিত যে চেতনা শক্তি মিলিত হয়, তাহাকে পুরুষ অথবা আত্মা কহিয়া থাকে। সেই পুরুষেই চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতা। লোক দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম, বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি এই সমস্তকে স্থাবর কহে এবং পশু, পক্ষী, কীট, মনুষ্য প্রভৃতি অর্থাৎ যাহারা গমন করিতে পারে, তাহাদিগকে জঙ্গম কহে। সেই স্থাবর জঙ্গমরূপ লোকদ্বয়, উষ্ণ, শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। সেই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার, স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ডিম্ব হইতে উৎপন্ন, পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন এবং জরায়ু হইতে উৎপন্ন। সেই চারি প্রকার শরীর সকল সেই পুরুষের ক্রিয়া করণের উপায় মাত্র। সেই জন্য পুরুষই এই সমস্ত শরীরের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সেই পুরুষে দুঃখ সংযোগ হইলেই

পীড়া কহে। পীড়া চারি প্রকার। আগন্তুক, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিক। তাহাদিগের মধ্যে আগন্তুক ব্যাধি অভিঘাত জন্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শরীরে কোন প্রকার আঘাতজন্য হইয়া থাকে। ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যের দ্বারা এবং বাত পিত্ত কফ শোণিত ও সন্নিপাত ইহাদিগের বিকৃতি ভাবের দ্বারা, শারীরিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষা, অনসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ, ইহারাই মানসিক ব্যাধি, ইচ্ছা দ্বেষবশতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতি। সেই সমস্ত ব্যাধি মনে এবং শরীরে অবস্থান করে। যাহা দ্বারা শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার করা হয়, তাহাকে সংশোধন দ্রব্য কহে। এবং যাহা দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থের স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাকে সংশমন দ্রব্য কহে। এই প্রকার শোধনী ও শমনী দ্রব্য সমস্ত বিধিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে এবং সেই প্রকার শোধনী ও শমনী ক্রিয়া সমস্ত বিধিপূর্ব্বক আচরিত হইলে সমস্ত ব্যাধির শান্তি হয়। আহার প্রাণিগণের দেহের বল, বর্ণ ও তেজের কারণ। সেই আহার, কটু তিক্ত কষায় মধুর অম্ল ও লবণ এই ছয় প্রকার রসের অধীন। এই ছয় প্রকার বল পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পদার্থ সমস্ত ওষধি নামে বিখ্যাত। সেই ওষধি সমস্ত দ্বিবিধ। স্থাবর ও জঙ্গম। তাহার মধ্যে স্থাবরগুলি চারি প্রকার বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ এবং ওষধি। যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া ফল হয় তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যাহার ফল পুষ্প দুই হয় তাহাকে বৃক্ষ কহে। যাহারা একত্রীকৃত তৃণের গোছার ন্যায় কিম্বা লতার ন্যায় তাহাদিগকে বীরুধ কহে। কেবল ফলের পরিপাক পর্য্যন্ত যাহার স্থিতি হয় অর্থাৎ ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়, তাহাকে ওষধি কহে।

জঙ্গম চারিপ্রকার জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, তাহাদিগের মধ্যে পশু মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ু স্থান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষী সর্প প্রভৃতি অণ্ড হইতে উদ্ভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে অণ্ডজ কহে। যাবতীয় প্রাণির মৃত দেহ ও মল ইত্যাদি পরিপাকে যে উষ্মা জন্মে তাহাকে স্বেদ কহে, ঐ স্বেদ হইতে ক্রিমি কীট পিপীলিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এজন্য তাহাদিগকে স্বেদজ কহিয়া থাকে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন রক্তবর্ণ সূতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট ইন্দ্রগোপ নামে ক্ষুদ্র কীট এবং ভেক প্রভৃতি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রকাশ, এনিমিত্ত ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ

কহা যায়। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর হইতে ছাল, পাতা, ফুল, শিকড়, কন্দ, আটা ও রস, ইহারা প্রয়োজনীয়, জঙ্গম হইতে চর্ম্ম, নখ, লোম ও রক্ত প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। পার্থিব বস্তু মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, হীরাকষি, মুক্তা, মনছাল, সোরা প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। কাল সম্বন্ধে প্রকৃত বায়ু নির্ব্বাত রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও সম্বৎসর ইহারা স্বভাবতই, বায়ু পিত্ত আদির সঞ্চয়ের প্রকোপের, প্রশমের ও প্রতিকারের কারণ হইয়াছে, অতএব ইহারাও প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে পূর্ব্বোক্ত পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও কাল শরীরস্থ বিকারের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ হইয়াছে। কিন্তু মানসিক ব্যাধি সমস্ত ভিন্ন প্রকার ও শারীরিক ব্যাধি সমস্তও ভিন্ন প্রকার। এবং তাহাদিগের ক্রিয়াও দ্বিবিধ। শরীরজাত ব্যাধি হইলে শরীর সহযোগে ক্রিয়া করিবে। মানসিক ব্যাধি হইলে অভিলষিত শব্দাদি সমস্ত রোগ নাশক হইয়া থাকে। এই পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও ক্রিয়া কাল চারিটি সংক্ষেপে কথিত হইল। সেই চারিটির মধ্যে যে পুরুষ শব্দ উক্ত হইল, তাহাতে মানসিক শক্তি, বল, পঞ্চভূত এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেদে ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই বুঝিতে হইবে। ব্যাধি কহাতে—শরীরে যে বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাত আছে, তাহাদিগের বিকৃতিভাব হইলে যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে। ঔষধ কহাতে—দ্রব্য, গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সমস্তই বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া কহাতে—ছেদনীয়াদি ক্রিয়া সমস্তকে এবং স্নেহাদি ক্রিয়া সকলকে বুঝিতে হইবে। কাল কহাতে,—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার ক্রিয়া যে যে কালে করিতে হয়, সেই সমস্ত কালকে বুঝিতে হইবে।

দোষ কাহাকে কহে?

তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীকে দোষ কহা যায়। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরকে নষ্ট করে এবং সমভাবে অর্থাৎ অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে শরীর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও হৃদয় ও নাভির মধ্য, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে অব

স্থিতি করিয়া থাকে; বয়স, দিবা ও রাত্রিতে তাহারা ক্রমে অধোগামী, মধ্যগামী ও উর্দ্ধগামী হয়।

দোষের বিবরণ।

বাত, পিত্ত ও কফের দ্বারা ধাতু ও মল দূষিত হয়, এই হেতু বাতাদিত্রয়কে দোষ কহা যায়। ইহারা দেহ ধারণ করিয়া আছে বলিয়া অনেকে বাতাদিত্রয়কে ধাতুও বলিয়া থাকেন। সুশ্রুত কহিয়াছেন, যেমন চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু ত্যাগ, গ্রহণ ও বিক্ষেপ দ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে, সেই প্রকার কফ, পিত্ত ও বায়ু ত্যাগাদি দ্বারা এই শরীরকে ধারণ করিতেছে, অতএব এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে, ত্যাগ ও গ্রহণ কেবল বায়ুরই জানিবে। বিক্ষেপ অর্থাৎ শীত ও উষ্ণাদির বিবিধ প্রকার প্রেরণ। রসাদিকে মলিন করে বলিয়া উহাদিগকে মলও কহিয়া থাকে।

বায়ুর বিবরণ, গুণ ও ক্রিয়া।

বায়ু দোষধাতু এবং মল প্রভৃতির নেতা, আশুকারী ও রজোগুণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতল এবং চলনশীল। নেতা অর্থাৎ তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যখন হৃদয়, ইন্দ্রিয় এবং চিত্তকে অধিকার করিয়া বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে অনুকূল বলা যায়। যেহেতু তৎকালে শরীরে উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা এবং বেগ প্রবৃত্তি জন্মায়, ধাতুর গতি ভাল হয় এবং ইন্দ্রিয়ের পটুতা সম্পাদন করে। বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু, চলনশীল, প্রখর অথবা মৃদু এবং যোগবাহী বলিয়া বায়ু তেজ সহকারে শরীরকে দাহ এবং শৈত্যসংযোগে শীতল করিয়া থাকে। পক্বাশয়, কটিদেশ, সক্থি, স্রোত, অস্থি এবং স্পর্শেন্দ্রিয় এই কয়টী বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্বাশয়ই প্রধান এবং বায়ুও পিত্তের ন্যায় নাম, স্থান এবং কর্ম্মভেদে পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে।

বায়ুদিগের নাম।

উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান এই সমস্ত নাম বায়ুর স্থানভেদে হইয়া থাকে। অতঃপর এই সকলের নাম লিখিত হইতেছে, কণ্ঠ, হৃদয়, কোষ্ঠ, বস্তির নিম্নদেশ, মলাশয় এবং সমস্ত শরীরে বায়ু অবস্থিতি করিয়া থাকে।

এক্ষণে উহাদিগের কর্ম্ম কথিত হইতেছে।

উদান নামক বায়ু যে সময়ে ঊর্দ্ধগামী হয়, তখন অত্যন্ত কথোপকথনে ও গীতাদিতে প্রয়াস জন্মে এবং কুপিত হইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রাণ নামক দেহস্থ বায়ু মুখে গমন কালে অন্নকে ভিতরে প্রবেশ করায় এবং প্রাণ সমূহকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

এই প্রাণ বায়ু কুপিত হইলে, হিক্কাশ্বাসাদি পীড়া উৎপন্ন হয়। সমান বায়ু আম ও পক্কাশয়ে অবস্থিতি করিয়া অগ্নিসংযোগে অন্নকে পরিপাক করে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুকে পৃথক্ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্নগত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক করে। কিন্তু সমান বায়ু দূষিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া জন্মিয়া থাকে। পক্কাশয়স্থ অপানবায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র এবং গর্ভস্থ আর্ত্তবকে অধোগামী করে। শুক্রদোষ, প্রমেহ প্রভৃতি যে সমস্ত গুহ্য সম্বন্ধীয় অতি-ভয়ানক ও উৎকট রোগ আছে, ব্যান এবং অপান বায়ুর দোষে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। দেহগত ব্যান-বায়ু বল সম্বাহকের কার্য্য করে। শোণিত স্রাব ও স্বেদোদ্গম করাইয়া উহা পঞ্চ প্রকার কার্য্য করে। গতি, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ প্রভৃতি প্রাণির যাবৎ ক্রিয়াই উহাতে আবদ্ধ। প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন, ধারণ এই পাঁচ প্রকার বায়ুর চেষ্টা উক্ত আছে। ঐ বায়ু ক্রুদ্ধ হইলে দেহে সমস্ত রোগ জন্মায় এবং সকল বায়ু এক সময়ে যদ্যপি কুপিত হয়, তাহা হইলে দেহ ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তাদির নাম ও স্থানগত কার্য্যাদির বিবরণ।

পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীত, নীল ও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, চঞ্চল, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত ও পাকে অম্ল। পিত্তের নাম স্থানভেদে পঞ্চবিধ। যথা; পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, স্থানভেদে পিত্তের এই সমস্ত নাম হইয়া থাকে। পিত্ত ক্রমান্বয়ে অগ্ন্যাশয়ে, যকৃৎ, প্লীহায়, হৃদয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, ত্বকে এবং সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করে।

পাচক পিত্ত, আহারীয় বস্তু পরিপাক এবং অগ্নির বল বৃদ্ধি করে। উহা নিত্য মল মূত্র বিরেচন করাইয়া দেয়। পাচক পিত্ত, পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ষড়্‌বিধ আহারীয়কে পরিপাক করে এবং দোষ রস মূত্র মলকে পৃথক্ করে। উহা অগ্ন্যাশয়স্থ হইলে নিজ বলে

রসবর্দ্ধন, হৃদয়স্থ কফরূপ তমো নিবারণ, রূপ গ্রহণ ও প্রভা প্রকাশন, অভ্যঙ্গলেপন ও পাচনাদি প্রভৃতি অগ্নিকার্য্য দ্বারা শেষ পিত্ত স্থানের উপকার সাধন করে। যে হেতু এই যে পাচক পিত্ত শেষ পিত্ত স্থানে, অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহাদিতে ভাগক্রমে গমন করিয়া রস রঞ্জনাদি কর্ম্ম দ্বারা সেই সেই স্থানের উপকার করিয়া থাকে। পাচক পিত্ত শেষাগ্নির অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতগণের বলবর্দ্ধক।

রঞ্জক নামক পিত্ত রসকে শোণিতরূপে পরিণত করে। সাধক নামক পিত্ত, বুদ্ধি, ধাতু ও স্মৃতিকে জন্মায়। আলোচক নামক ধৃতি ও রূপ গ্রহণের কারণ এবং ভ্রাজক পিত্ত কারক ও লেপাভ্যঙ্গাদির পাচক।

শ্লেষ্মাদির রূপ নাম ও স্থানগত কার্য্যাদির বিবরণ কথিত হইতেছে।

শ্লেষ্মা শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণান্বিত, স্বাদু, বিদগ্ধ, ও লবণবিশিষ্ট। শ্লেষ্মা ও পিত্তাদির স্থান ও কর্ম্মভেদে পাঁচ প্রকার নাম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার স্থানভেদে নাম যথা, ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মন কহিয়া থাকে। আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থল দেহের এই সমস্ত স্থানে শ্লেষ্মা অবস্থিতি করিয়া থাকে। দেহস্থ দোষ সমস্ত যদিও সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছে; তথাচ, একীকৃত দোষ সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত কয়টি তাহাদিগের স্থান। এই হেতু তাহাদিগের কর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। অতঃপর এই সমস্ত পদার্থ ক্ষয় হইলে যে সমস্ত লক্ষণ হয় কথিত হইতেছে। সংশোধনীয় এবং সংশমনীয় দ্রব্যের অতিমাত্রায় সেবন, বিষ্ঠা মূত্রের বেগধারণ, অসাত্ম্য অর্থাৎ অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক আহার, মনস্তাপ, শ্রম, অনশন ও অতিশয় মৈথুন, এই সমস্ত কারণে শারীরিক পদার্থ সমস্ত ক্ষয় হয়। তাহাদিগের মধ্যে বাত ক্ষয় হইলে মন্দ বেগ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বাকশক্তির অল্পতা, অপ্রফুল্লতা এবং জ্ঞানের মূঢ়তা সংঘটিত হইয়া থাকে।

পিত্ত ক্ষয় হইলে, অগ্নির অর্থাৎ পিত্তের উষ্ণতা মান্দ্য হয় এবং শরীর প্রভাহীন হয়। শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ, আমাশয়, পক্বাশয় এবং মস্তকের শূন্যতা অর্থাৎ ভারহীন, লঘু (যাহাকে খালি কহে), সন্ধি

সকলের শিথিলতা, তৃষ্ণার দৌর্ব্বল্য এবং নিদ্রাহীনতা ঘটে। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে, তাহা যে দ্রব্য দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এরূপ পদার্থের সেবনেই তাহার প্রতিকার হয়।

বাত, পিত্ত, কফ বৃদ্ধি হইলে এবং পরিমাণে অধিক হইলে যে প্রকার লক্ষণ হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। বায়ুর বৃদ্ধিকর আহার বিহারেই ইহারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে ত্বকের পারুষ্য অর্থাৎ কোমল ভাব রহিত হওয়া, কৃশতা, কৃষ্ণবর্ণতা; গাত্রে স্ফুরণ অর্থাৎ ঈষৎ কম্প, উষ্ণ দ্রব্যে ইচ্ছা, নিদ্রানাশ, দুর্ব্বলতা এবং মলের কঠিনতা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিত্ত বৃদ্ধি হইলে শরীরে পীতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা, বলহানি, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, বিষ্ঠামূত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে শরীরের শুক্লবর্ণতা, শীতলতা, স্থিরতা, গৌরব অর্থাৎ ভার বোধ হওয়া, অবসাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধিস্থানের অস্থির বিশ্লেষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

শরীরস্থ সপ্ত ধাতুর নাম, স্থান ও কার্য্য বিবরণ।

রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি শরীরস্থ ধাতু। যেহেতু ইহারা দেহে অবস্থানপূর্ব্বক দেহকে ধারণ করে। রস শরীরে প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং রক্তকে পোষণ করে। রক্ত দেহের বর্ণ বর্দ্ধিত করে, মাংসকে পোষণ করে এবং জীবিত রাখে। মাংস শরীর পুষ্টি করে, মেদো ধাতুকে পোষণ করে। মেদ হইতে ঘর্ম্ম হয়, শরীর চিক্কণ ও দৃঢ় হয় এবং অস্থি সকলের পুষ্টি সাধন করে। মজ্জা প্রীতিকারী, চিক্কণকারী, অস্থি সকলের পূরণকরী এবং বল ও শুক্রের পোষণকরা। শুক্র হইতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা, প্রীতি এবং প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। ইহাতেই জীবের বীজ নিহিত থাকে।

রস ক্ষয় হইলে হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শূন্যতা এবং তৃষ্ণা জন্মে। শোণিত ক্ষয় হইলে, ত্বকের রুক্ষভাব ও শিরা সমস্ত শিথিল হয় এবং অম্ল ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। মাংস ক্ষয়ে নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, ঊরু, বক্ষঃ, কক্ষ, নাভি, উদর এবং গ্রীবা ইহাদের শুষ্কতা, শরীরের রুক্ষতা এবং পীড়া, শরীরের অবসাদ এবং ধমনীর শৈথিল্য এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। মেদ ক্ষয় হইলে প্লীহা বৃদ্ধি, সন্ধিস্থানের শূন্যতা, রুক্ষতা এবং কোমল মাংসে অভিলাষ

এই সকল উপসর্গ উৎপন্ন হয়। অস্থিক্ষয়ে পীড়া, দন্ত ও নখভঙ্গ এবং দেহের রুক্ষতা জন্মিয়া থাকে। মজ্জা ক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, অস্থি নিস্তেজ অর্থাৎ অস্থি স্থানে বেদনা এবং অস্থি শূন্যতা ঘটিয়া থাকে। শুক্র ক্ষয়ে মেঢ্র এবং মুষ্কদেশে বেদনা ও মৈথুনে অশক্তি জন্মে অথবা বিলম্বে রেত পতন হয় এবং পতনকালে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দৃষ্টি হইয়া থাকে।

রস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে হৃদয়ের উৎক্লেদ ও প্রসেক অর্থাৎ লালা বা শ্লেষ্মা জন্মিয়া থাকে। রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে শরীর এবং চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শিরা সকলের পূর্ণভাব হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিমাণে মাংস বৃদ্ধি হইলে নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বাহু এবং জঙ্ঘা এই সমস্ত স্থান বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং দেহের গুরুত্ব জন্মে অর্থাৎ ভারবোধ হয়। মেদ বৃদ্ধি হইলে উদরের পার্শ্বভাগ বৃদ্ধি হয়, কাস শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়, শরীরে চিক্কণতা ও দৌর্গন্ধ হইয়া থাকে। অস্থি বৃদ্ধি হইলে অধ্যস্থি অর্থাৎ বৃহদস্থির নিকট ক্ষুদ্র অস্থি ও অধিদন্ত অর্থাৎ গজদন্ত হয়। মজ্জা বৃদ্ধি হইলে সমস্ত অঙ্গ এবং চক্ষু ভার বোধ হয়। শুক্র বৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী অর্থাৎ পাথরে রোগ এবং অত্যন্ত পরিমাণে শুক্র নির্গত হয়।

ঋতু বিবরণ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট এই ছয়টি ঋতু উক্ত আছে। ইহারাই দোষের সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ। অতএব সেই ছয় ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাসে হইয়া থাকে। যথা—ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট। এক দিবসের মধ্যেও ছয় ঋতুর ভোগ হইয়া থাকে, যথা—প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃটের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধ রাত্রে শরতের লক্ষণ এবং রাত্রি অবসানে হেমন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার সম্বৎসরের ন্যায় দিবারাত্রি মধ্যেও ছয় ঋতুর লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সেই সেই কালে বাত পিত্ত কফ, শ্লেষ্মার সঞ্চার প্রকোপ ও উপশমও হইয়া থাকে, এক্ষণে যে যে ঋতুতে যে যে লক্ষণ হইয়া থাকে তাহা কথিত হইতেছে। হেমন্তকালে উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবা-

হিত হয়। সকল দিক্ ধূলি ও ধূমে ব্যাপ্ত, দিবাকর হিমকণাতে আচ্ছন্ন থাকে ও জলাশয় সমস্ত হিমে আবৃত হয়। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তি প্রভৃতি পশুগণ বলবান্ হইয়া উঠে এবং লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও পুন্নাগ বৃক্ষ সমস্ত পুষ্পে শোভিত হইয়া থাকে। শিশিরকালে অতিশয় শীত হয়, বাত বৃষ্টিতে সকল দিক্ আকুলিত হয় এবং হেমন্তকালের সকল লক্ষণও একালে হইয়া থাকে। বসন্ত কালে দিক্ সকল নির্ম্মল হয়, পলাশ, পদ্ম, বকুল, আম্র এবং অশোকাদি পুষ্পে পরিপূর্ণ কানন সকলের দ্বারা এবং কোকিল ও ভ্রমর প্রভৃতি পক্ষিগণের গানের দ্বারা চতুর্দ্দিক শোভিত ও ও মনোহর হইয়া উঠে, দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সকল জলাশয়ই দৃষ্টি শোভন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ হয়, এবং নৈঋত কোণ হইতে সুখজনক বায়ু বহিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ভূমি উত্তপ্ত, নদ নদীতে অল্প জল, দিক্ সকল প্রজ্জলিত, প্রাণি, মৃগ সমস্ত পিপাসায় আকুল, তৃণ ও লতা সকল শুষ্ক এবং বৃক্ষ সমস্ত পত্রশূন্য হইয়া থাকে। প্রাবৃট কালে, পশ্চিম দিকস্থ বায়ু কর্ত্তৃক মেঘ আকৃষ্ট হইয়া আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করে এবং বিদ্যুৎ ও তুমুল গর্জ্জন সহকারে জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এই সময়ে কোমল শ্যামবর্ণ শস্যে এবং কদম্ব, কেলিকদম্ব, কুটজ, শাল ও কেতকী প্রভৃতি বৃক্ষে পৃথিবী সুশোভিত হয়। বর্ষাকালে সকল নদী জলে পূর্ণ হয়, নদীতীরস্থ সমস্ত বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া পড়ে, সরোবর সকল প্রফুল্ল কুমুদ এবং নীলপদ্মে শোভিত হয় এবং ভূমির উপরি-ভাগ জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে উচ্চ ও নিম্নভূমির কিছুই বিশেষ অনুমান করিতে পারা যায় না। পৃথিবী বহু শস্যে শোভিত হয়, মেঘ সমস্ত অল্প গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে থাকে এবং সূর্য্যদেব সর্ব্বদা আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। শরৎকালে সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকাতে আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল প্রায় হয়, সচরাচর সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং হংসগণ তাহাতে ক্রীড়া করে। এতদ্ভিন্ন, ভূমিও শুষ্ক হয় এবং তাহার সর্ব্ব স্থানেই ছাতিম, বাঁধুলি, কেশে, আসন প্রভৃতি বৃক্ষও উৎপন্ন হয়। এই প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, কোন ঋতুতে সেই সকল লক্ষণ অধিকতর হইলে অথবা বিপরীত হইলে বা কোন প্রকারে তাহার অন্যথা হইলে, প্রাণিগণের দেহে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা কুপিত হয়। অতএব শরীরে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা বিকৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহার

উপশম করিতে হইলে, বসন্তকালে শ্লেষ্মার শান্তি করিবে; শরৎকালে পিত্তের শান্তি করিবে এবং বর্ষাকালে বায়ুর শান্তি করিবে।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

বিশেষরূপে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত হইলে, কার্য্যাদি শিক্ষা দেখিলে ও শিক্ষিত হইলে এবং শাস্ত্রার্থ কহিতে সমর্থ হইলে রাজাকর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অল্প নখ ও লোম ধারণ পূর্ব্বক পবিত্র দেহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া ছত্রদণ্ড ও পাদুকা ধারণ করতঃ ধীর বেশে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অকপট চিত্তে সকলকে কল্যাণ বাক্যে সম্ভাষণ করিতে করিতে, সকল প্রাণির মিত্রস্বরূপ হইয়া বৈদ্য চিকিৎসক পথে গমন করিবেন। চিকিৎসক অগ্রে রোগীর রোগ নির্ণয় করিবেন, যেহেতু রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ-করিলে অনির্দ্দিষ্ট পদার্থে শর নিক্ষেপের ন্যায় চিকিৎসকের অভীষ্ট বিফল হইয়া যায়। অতএব রোগ পরীক্ষা করিয়া মনোযোগের সহিত ঔষধ দানাদিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসার্থ রোগীর পরীক্ষা।

দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই ত্রিবিধপ্রকারে রোগীকে পরীক্ষা করিতে হয়। যথা;—দর্শন দ্বারা রোগীর আয়ু এবং সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে এবং স্পর্শ দ্বারা দেহের শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা, কঠিনতা ও নাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা উদরের লাঘব বা ভার, তৃষ্ণা বা অতৃষ্ণা, ভোজনে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং রোগীর বলাবল প্রভৃতি পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতরূপে রোগ দর্শন বা অবস্থার বর্ণন অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণয় হয় না। দর্শন দ্বারা চক্ষু, জিহ্বা এবং মূত্রাদির পরীক্ষা করিতে হয়।

চক্ষু পরীক্ষা।

বায়ুর প্রকোপ হইলে চক্ষু রুক্ষ ও ধূম্র বা অরুণবর্ণ হয়, কোটরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং দৃষ্টি স্তব্ধ হয়। পিত্তের প্রকোপে চক্ষু রক্তবর্ণ, হরিত বা হরিদ্রা খণ্ডের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, দীপের আলোক সহ্য হয় না এবং দাহ উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্য হইলে চক্ষু স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ, হীন-জ্যোতি, বলান্বিত ও জলে আপ্লুত হয়। একবারে দুইটী দোষের আধিক্য হইলে উভয়েরই লাঘব প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোগী রক্ষা পায় না। ত্রিদোষ দূষিত হইলে চক্ষু অভ্যন্তরে বসিয়া যায়, অনবরত চক্ষু হইতে জল পড়ে এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ মাত্র উন্মীলিত হয়।

জিহ্বা পরীক্ষা।

বায়ুর প্রকোপ হইলে জিহ্বা রুক্ষ, স্ফুটন এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, পিত্তের প্রকোপে জিহ্বা রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কফের প্রকোপ হইলে আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ লেপ বিশিষ্ট হয়। ত্রিদোষের আধিক্য

হইলে জিহ্বাপরিদগ্ধ, খরস্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দুইটি দোষে দূষিত হইলে জিহ্বাগত উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মূত্র পরীক্ষা।

বায়ুর আধিক্য হইলে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তের আধিক্য হইলে রক্তবর্ণ এবং কফের আধিক্য হইলে মূত্র ফেনাযুক্ত ও শুভ্রবর্ণ হয়।

নাড়ী পরীক্ষা।

চিকিৎসক প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের বামহস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলবর্ত্তী নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা বিশেষ মনোযোগের সহিত নাড়ী স্পর্শ করিবে। সুদক্ষ বৈদ্য নাড়ীর গতি দেখিয়া রোগের শুভাশুভ সমস্ত জানিতে পারিবেন। সদ্যস্নাত, ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসাতুর, রৌদ্র তাপে তাপিত ও অতিশয় পরিশ্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী দেখিয়া শরীরের অবস্থা সম্যক্ প্রকারে অনুমান করা যায় না। বায়ুর আধিক্য হইলে তর্জ্জনী তলে, পিত্তের আধিক্য হইলে মধ্যমাঙ্গুলির নিম্নে এবং কফের আধিক্য হইলে তৃতীয় অঙ্গুলির নিম্নে নাড়ী প্রকাশ হয়। বাতপিত্তের আধিক্য হইলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যস্থলে, বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে অনামিকা ও তর্জ্জনীর মধ্যে এবং পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে মধ্যম ও অনামিকার মধ্যস্থলে নাড়ী লক্ষিত হয়। সান্নিপাতিকে তিন অঙ্গুলিদ্বারাই নাড়ী লক্ষিত হয়। দেহে বায়ু প্রবল হইলে নাড়ী বক্রগতি, পিত্ত প্রবল হইলে মন্দগতি ধারণ করে। সান্নিপাতিকে নাড়ী অতিশয় দ্রুতগামিনী হয়। বাতপিত্তের আধিক্য হইলে বক্র ও মন্দগতি এবং পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য হইলে নাড়ী মন্দ ও উৎপ্লুতগতি ধারণ করিয়া থাকে। কামাতুর ও ক্রুদ্ধ হইলে নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে এবং চিন্তিত ও ভীত ব্যক্তির নাড়ী ক্ষীণ হয়। নাড়ী যদি অতিশয় ক্ষীণ ও শীতল হয় অথবা কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্য হয় কিম্বা স্থানচ্যুত হয় তাহা হইলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। জ্বররোগে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী, অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে নাড়ী চঞ্চল, দেহ পরিতৃপ্ত হইলে নাড়ী স্থির এবং সুস্থ শরীরে নাড়ী স্থির ও বলবতী হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা রোগ নির্ণয় হয় তাহা কথিত হইতেছে।

হেতু, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও উপশয় এই পাঁচটি উপায় দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে।

এক্ষণে হেতুর বিষয় বলা হইতেছে।

যে ঘটনা না ঘটিলে অপর ঘটনা সংঘটিত হয় না তাহাকে সেই অপর ঘটনার হেতু কহা যায়। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে হেতুর ব্যবহার আছে বলিয়া উহার পর্য্যায় বা নামান্তর কথিত হইতেছে। হেতুকে নিদান, কারণ, নিমিত্ত, নিবন্ধন, মূল, প্রত্যয় এবং আয়তনও বলে। হেতু যে রোগ নির্ণয়ের কারণ তাহা বিশেষ প্রমাণীকৃত হইতেছে। যথা;—বর্ষা, কৃশতা, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, শোক, চিন্তা ও ভয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া বাতজরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং বর্ষাদি বাতজ রোগের হেতু, শরৎকাল, কটু, অম্ল, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অভিঘাত ও আতপ প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিকরোগ উৎপন্ন হয়। অতএব উহারা পৈত্তিক রোগের কারণ। বসন্তকাল মধুর ও স্নিগ্ধদ্রব্য এবং শীতাদি কারণে কফ প্রকুপিত হইয়া কফজ ব্যাধি উৎপন্ন হয়, অতএব বসন্তাদি কফজ রোগের হেতু।

সম্প্রাপ্তি লক্ষণ।

বাতাদিদোষ কারণ বিশেষে কুপিত হইয়া, ঊর্দ্ধ, অধঃ বা তির্য্যগাদি গতি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ উৎপন্ন হইলে সংপ্রাপ্তি জাতি বা আগতি কহা যায়।

পূর্ব্বরূপ।

যে কারণাদি কর্তৃক ভাবি ব্যাধির নিশ্চয়তা হয় অর্থাৎ ব্যাধি উৎপন্ন হইবে এরূপ অবগত হইতে পারা যায় তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহিয়া থাকে। পূর্ব্বরূপ দুই প্রকার সামান্য ও বিশিষ্ট। যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা কেবল মাত্র রোগ হইবে জানা যায় কিন্তু কোন্ দোষের প্রকোপ জন্য যে রোগ তাহার নিশ্চয় হয় না তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহে এবং যে ব্যক্ত লক্ষণ দ্বারা দোষ বিশেষের প্রকোপ স্থিরীকৃত হয় তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে। শ্রম, বাত, বিবর্ণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা জর হইবে এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় কিন্তু সে জর, বাতজ কি পিত্তজ তাহা স্থির নিশ্চয় জানা যায় না সুতরাং শ্রমাদিকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলিতে হইবে। জরোৎপত্তিসূচক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সত্ত্বে যদি হাই উঠে তাহা হইলে বাতজর, চক্ষু জ্বালা করে তাহা

হইলে পিত্তজ্বর এবং অন্নে অরুচি হয় তাহা হইলে শ্লেষ্মজ্বর হইবে বুঝিতে হইবে, সুতরাং হাই উঠা প্রভৃতিকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলিতে হইবে। অতএব ইহা দ্বারা এইটি প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বরূপ রোগ নির্ণয় করিবার একটী হেতু।

লক্ষণ।

বিশিষ্টরূপে সম্যক্‌ প্রকার প্রকাশিত হইলে তাহাকে লক্ষণ কহিয়া থাকে। লক্ষণের অপর নাম সংস্থাপন লিঙ্গ, চিহ্ন, ব্যঞ্জন, রূপ ও আকৃতি। ঘর্ম্মের অবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ যে রোগে এককালীন এ কয়টী লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহাকে জ্বর কহে অর্থাৎ এককালীন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রকাশ হইলে জ্বরের নির্ণয় সুতরাং লক্ষণ রোগ জ্ঞানের একটী প্রধান হেতু তাহা নিঃসন্দেহ।

উপশয়।

সুখাবহ অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর ঔষধ আহার ও বিহারের অপর নাম উপশয় বা সাত্ম্য।

বায়ুর উপশয়।

স্নিগ্ধ, মধুর, লবণ ও অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, প্রখর রৌদ্র, স্বেদ, সংমার্জ্জন, দেহকে উষ্ণকরণ, নস্যপ্রয়োগ, নিদ্রা, বস্তিকার্য্য, সন্তর্পণ, তৈলাদি দ্বারা অভ্যঙ্গ, দধি ও জল প্রভৃতি আহার, বিহার, পানীয় দ্রব্য ও ঔষধ সেবন দ্বারা প্রকুপিত বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

পিত্তের উপশয়।

তিক্ত, স্বাদু, কষায় ও শীতল দ্রব্য, ঘৃত, দুগ্ধ, শীতল বায়ু ছায়াযুক্ত স্থান, নিশার বায়ু, জ্যোৎস্না, ভূ-গৃহ, যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত জল, পদ্ম, স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ, বিরেচন, সেক, রক্তস্রাব ও প্রমেহাদি দ্বারা পিত্তের শান্তি হয়।

কফের উপশয়।

রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, নিষ্ঠীবন, ধূম সেবন, উষ্ণতা, শিরোবিরেচন, বমন, স্বেদ, উপবাস, স্ত্রীগমন, পথভ্রমণ, বায়ুসেবন, তৃষ্ণা, নিযুদ্ধ, জাগরণ ও জলক্রীড়া এই সমস্ত দ্বারা কফের শান্তি হইয়া থাকে।

বায়ু প্রকোপের কারণ।

নীবার, খেঁষারি, রাজশিম্বী, শ্যামাক, মুগ, অড়হর, ছোলা, কুকুন্দবীজ, নিষ্পাব, বনমুগ, মসুর ও কোদধান্য এবং কটু, তিক্ত, কষায়, শীতল, মধু ও রুক্ষ দ্রব্য, আহার অল্প বা বিষম ভোজন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে, পুনর্ব্বার আহার, পরিশ্রম, উষ্ণতা, রৌদ্র, সন্তরণ, উর্দ্ধদেশ হইতে পতন, অতিশয় পথ চলন, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত, ধাতুক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, মার্গের আবরণ, অতিরিক্ত মৈথুন, বাতাদির বেগরোধ, অতিশয় বমন, বিরেচন বা রক্তস্রাব, রোগপ্রযুক্ত শীর্ণদেহতা, কামে অতিশয় প্রবৃত্তি, চিন্তা, শোক বা ভয়, বর্ষা ও শীতকালে দিবস বা রাত্রির শেষ ভাগ, প্রত্যুষ সময়ের বায়ু সেবন, মেঘ ও হিম এই সমস্ত করিলে বায়ু প্রকুপিত হয়।

পিত্ত প্রকোপের কারণ।

কটু, উষ্ণ, অম্ল, বিদাহী, তক্র বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র সেবন, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অভিঘাত এবং পরিশ্রম বা মদ্যাদি সেবনদ্বারা, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, ভোজনের মধ্যে, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, এবং দিবসের মধ্যাহ্নে ও রাত্রে পিত্তের প্রকোপ হয়।

শ্লেষ্মা প্রকোপের কারণ।

গুরু পাক, কটু, মৎস্য, অম্ল বা স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, মাষকলাই, তিল, তরল দধি, দিবা নিদ্রা, শীত সেবন, ও নিশ্চেষ্টাদ্বারা, দিবস ও রাত্রির প্রথমভাগে ও বসন্তকালে এবং ভুক্তমাত্রে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বাতাদি প্রকোপের দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে।

দিবসের ও রাত্রির প্রথমভাগ বলিতে দিবস ও রাত্রিকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথমভাগ বুঝিতে হইবে। যদি এরূপ সংস্কার হয় যে, দুষ্ট দোষই সকল রোগের একমাত্র কারণ কি রোগের কারণান্ত আছে। এই সংস্কার নিবারণ করিবার জন্য চরক কহিয়াছেন একটি রোগও অপর রোগের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে। যথা ;—জ্বরের সন্তাপহেতু রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হয়, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে শ্বাস উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে প্লীহা বৃদ্ধি হইতে উদরী, উদরী হইতে শোথ, অর্শ হইতে ক্লেশজনক উদরী ও গুল্ম, পীনস হইতে উৎকাশ এবং কাশ হইতে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে।

রোগের হেতুর জন্য রোগের বৈচিত্র্য।

কোন রোগ রোগান্তরের কারণস্বরূপ হইলে স্বয়ং প্রশান্ত হয়। যেমন জ্বর রক্তপিত্তকে জন্মাইয়া স্বয়ং উপশম লাভ করে। যদি এরূপ বলা যায় যে যে দোষোৎপত্তিদ্বারা জ্বর রক্তপিত্তকে উৎপন্ন করিয়াছিল সেই দোষ সত্ত্বে সেই জ্বর আরোগ্য হয় কেন। এই প্রশ্নের মীমাংসা এই রোগের স্বভাব এই ইহার কারণ সুতরাং এ প্রকার হইবার বাধা কি? এই প্রকারে কোন কোন রোগ অপর রোগকে উৎপন্ন করে, কিন্তু স্বয়ং উপশম লাভ করে না। যেমন প্রতীশ্যায় কাশরোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু স্বয়ং উপশম লাভ করে না। অর্শ, জ্বরেও গুল্ম উৎপন্ন করে। গুল্ম স্বয়ং নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে বৃদ্ধ ও ক্ষীণ দোষ, ধাতু ও বলের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। স্থুল ও কৃশ উভয় প্রকারের মনুষ্যই কুৎসিত। সুতরাং উঁহারা চিকিৎসার পক্ষে সুখসাধ্য নহে, মধ্য শরীর মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। সুদৃশ্য চিকিৎসক স্থুল ও কৃশ ব্যক্তিকে যথাক্রমে কর্ষণ ও বৃংহনদ্বারা এবং মধ্য শরীর ব্যক্তিকে ঔষধাদিদ্বারা আরোগ্য করিবে। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে যতদিন না রোগান্বিত ব্যক্তির রোগ শান্তি হয় ততদিন পর্য্যন্ত বৈদ্য দোষ ধাতু ও মলকে ক্ষপন ও বৃংহন করিবে। অর্থাৎ যে সমস্ত আহার বিহার ও ঔষধ সেবন করিলে দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষীণতা হয় সেই সমস্ত আহার বিহার ও ঔষধাদিরদ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাস করত রোগের শান্তি করিবে এবং যে প্রকারে আহার বিহার ও ঔষধ সেবন করিলে দোষাদির বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার আহার বিহার ও ঔষধাদিরদ্বারা ক্ষীণ দোষাদিকে বর্জিত করত রোগ শান্তি করিবে।

সুস্থের লক্ষণ।

বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মল সমভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকিলে এবং যে প্রকার শরীর তদনুরূপ কার্য্য করিলে সুস্থ বলা যায়।

অতঃপর জ্বরাদি সমস্ত রোগের বিবরণ ও চিকিৎসাদির বিষয় লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জ্বররোগের বিষয় উক্ত হইতেছে। ইহা সকল রোগের রাজা, রুদ্র কোপানল সম্ভূত এবং সর্ব্বলোক প্রতাপন বাতিক পৈত্তিক প্রভৃতি

নামে অভিহিত। প্রাণীদিগের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায় শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহা সকল রোগের রাজা কহা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহা কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্মফলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত করে এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। অতএব দেহে দেবভাব থাকা প্রযুক্ত মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণীগণ ইহা দ্বারা বিপন্ন হইয়া থাকে।

স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা এইগুলি সমস্ত এককালে ইহাদের এক একটী পৃথক্‌ ভাবে কিম্বা দুই তিনটী একত্রভাবে দূষিত হইলে, অথবা আগন্তুক হইলে অষ্টবিধ জ্বর উৎপন্ন হয়। (যথা ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক) দোষ সকল স্ব স্ব কালে কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, যথা ;—প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা কুপিত হয়, মধ্যাহ্নকালে পিত্ত কুপিত হয় এবং অপরাহ্ণ বায়ু প্রকোপের কাল। যে দোষ জন্য জ্বর হয় সেই দোষের প্রকোপকালে জ্বরের উদয় হয়। বায়ু জন্য জ্বর প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে, পিত্ত জন্য জ্বর মধ্যাহ্নে বা অর্দ্ধরাত্রে, কফ জন্য জ্বর অপরাহ্ণে বা শেষ রাত্রে উদিত হয়। দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ দুইদোষ জ্বর হইলে উভয় কালের মধ্যবর্ত্তিকালে অথবা যে দোষ প্রবল সেই দোষের প্রকোপ কালে উদিত হয় উভয় দোষের কাল ব্যাপিয়া ভোগ করে। ত্রিদোষ জন্য হইলে যে দোষ বলবান সেই দোষের প্রকোপ কালে উদিত হইয়া যে দোষ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল সেই দোষের কালে মগ্ন হয় কিন্তু নাড়ীতে সম্যক্‌রূপ বিরাম হয় না। যে দোষ জন্য জ্বর হউক, রাত্রিকালে উদয় হইলে তাহাতে শ্লেষ্মার সংস্রব থাকা ও দিবাভাগ হইলে পিত্তের সংস্রব থাকা অনুমান হয়।

দোষ স্ব স্ব হেতুর দ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উষ্মতা সহযোগে রস ধাতুকে আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রসের দ্বারা স্বেদ ও রস বাহিনী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইলে উদয় হয়।

জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ত্বক মূত্র পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যাহার বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়ারদ্বারা বা অন্য রোগোৎপত্তি হেতু, বা শরীরের ব্রণাদির পাককালে, অথবা শ্রম ক্ষয় অবর্ণিতা বা কোন প্রকার বিষেরদ্বারা অথবা অভ্যস্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয়েরদ্বারা ওষধি বা পুষ্প গন্ধের দ্বারা, শোক, নক্ষত্র, পীড়া, অভিচার বা অভিশাপ হেতু, অথবা কাল্পনিক শঙ্কা হেতু এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হইলে জ্বর উৎপন্ন হয়। সেই উৎভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষের দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া বহির্ভাগে শরীরে ব্যাপ্ত হয় এবং পাক স্থানাতীত বায়ু রুদ্ধ হইলে সর্ব্বদেহ উষ্ণ হয় এবং সর্ব্বশরীরে এককালে ঘর্ম্ম হয় না।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি) বিবর্ণতা, মুখের বৈরস্য, চক্ষু ছল ছল করা, শীত, বায়ু ও রৌদ্রে মুহুর্মুহুঃ ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, (গাত্রের কামড়ানি) গুরুতা, রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি এবং অপ্রফুল্লতা, ও শীতানুভব, জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বে শশব্যস্ত এই সমস্ত লক্ষণ হয়। বিশেষতঃ বায়ু জন্য জ্বরে অতিশয় জৃম্ভণ (হাইতোলা) পিত্তজন্য জ্বরে নেত্র দাহ এবং কফ জন্য জ্বরে অন্নে অরুচি হইয়া থাকে। ত্রিদোষ জনিত জ্বরে সমস্ত লক্ষণ হয় এবং দ্বন্দজ জ্বরে দুই দোষ লক্ষণ হইয়া থাকে।

বাতিক জ্বর।

কম্প, বেগের বৈষম্য (অর্থাৎ নাড়ীর আঘাতকরণ ভাবে না হওয়া) কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখশোষ, নিদ্রানাশ, ক্ষবথু, গাত্রের স্তব্ধভাব ও রুক্ষতা, মস্তক হৃদয় ও গাত্র বেদনা, (অর্থাৎ গাত্র ও মস্তকাদিতে বেদনা) মুখের বৈরস্য, মলের অবরোধ, জৃম্ভণ, আধ্মান এবং শূল, বায়ু সেব্য জ্বরে এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

অতীব তীক্ষ্ণ বেগ, অতিসার, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকার পাক, স্বেদ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, মুখের কটুতা, পুরীষ, মূত্র ও নেত্রের পীড়া এবং ভ্রম পিত্ত জন্য জ্বরে এই প্রকার লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

কফজনিত জ্বরের লক্ষণ।

দেহের ভার, শীত, বমনেচ্ছা, রোমহর্ষ, অতি নিদ্রা, স্রোতোরোধ, অল্প বেদনা, মুখ নাসিকার স্রাব, মুখের মধুরতা, গাত্র অল্প উষ্ণতা, বমন,

অঙ্গের অবসাদ, অবিপাকতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি, কাস এবং দেহের শুক্লতা কফ জন্য জ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত জ্বরের লক্ষণ।

নিদ্রা নাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গের সুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্ত শ্যাব-বর্ণ, জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র রক্ত এবং আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দ শ্রবণ, প্রলাপ, মুখ নাসিকা প্রভৃতি [illegible] পাক কূজন, অচৈতন্য, স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অল্প পরিমাণে নিঃসরণ ত্রিদোষ জন্য এই সমস্ত লক্ষণ হয়। বিশেষতঃ অনতিউষ্ণ বা অনতিশীতল গাত্র, অল্প সংজ্ঞা, ভ্রান্ত দৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠ শুষ্ক, পুরীষ, মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সরক্ত ও নিস্তেজ, অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন, শ্বাস ও প্রলাপযুক্ত হয়। এই প্রকার হইলে অভিন্যাস অথবা হতৌজস নামক সান্নিপাতিক রোগ কহে; এই সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য। চরক শাস্ত্রের মতে সান্নিপাতিক ত্রয়োদশ প্রকার তাহাদিগের বিবরণ লিখিত হইতেছে। এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার যথা;—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও তিন প্রকার বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং আধিক্যভেদে ছয় প্রকার যথা;—অধিকবাত, মধ্যপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত্ত, মধ্যকফ এই ছয় প্রকার এবং তিন প্রকার দোষেরই সমভাবে উল্বণ এক প্রকার। এই ত্রয়োদশ প্রকার। ইহাদিগের নাম যথা;- বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, শীঘ্রকারী, ভগ্ন, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক এবং বৈদারিক একণে ইহাদিগের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

১। শ্বাস কাশ ভ্রম মূর্চ্ছা প্রলাপ মোহ কম্প পার্শ্ববেদনা জৃম্ভণ মুখের কষায়ত্ব এইগুলি বাতোল্বণ লক্ষণ। ইহার নাম বিস্ফারক।

২। অতিশয় ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দু, অত্যন্ত দাহ এইগুলি পিত্তোল্বণের লক্ষণ।

৩। দেহ ও বাক্যের জড়তা, রাত্রে ঘোর নিদ্রা নেত্রদ্বয় স্তব্ধ মুখের মধুরতা এইগুলি কফোল্বণের লক্ষণ, ইহার নাম কম্পন।

৪। সান্নিপাতে বাতপিত্ত অধিক হইলে জ্বর মদ তৃষ্ণা শোষ প্রলীমক আয়াস অরুচি তন্দ্রা, কাশ, শ্বাস, ভ্রম, ভ্রান্তি, এই লক্ষণগুলি হয় ইহার নাম বক্র।

৫। সন্নিপাতে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, শীত, জ্বর, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাব, পার্শ্ববেদনা শূল, স্বেদের অভাব, তন্দ্রা, স্রাব এই সমস্ত উপদ্রব হয়। এই সন্নিপাতের নাম শীঘ্রকারী, এই রোগ অসাধ্য।

৬। পিত্ত শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, অন্তর্দাহ, বহিঃ শীত, তৃষ্ণা, দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা, হৃদয় মস্তক ও গলদেশে বেদনা, কণ্ঠে পিত্ত শ্লেষ্মাযুক্ত ষ্ঠীবন, শরীরে কোঠ, (গাত্রে চাকা চাকা দাগ বাহির হওয়া) মল বদ্ধ, শ্বাস, হিক্কা ও প্রলীমক, এই লক্ষণ হয়। ইহার নাম ভল্লু।

৭। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে তিন দোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নেত্র স্তব্ধ, অঙ্গ স্তব্ধ, রোগের কেবল উচ্ছ্বাস মাত্র থাকে। এই রোগে তিনদিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। ইহার নাম কুটপাকল।

৮। সন্নিপাত রোগে অধিক বায়ু মধ্য পিত্ত হীনকফ হইলে, প্রলাপ আয়াস, সংমোহ মূর্চ্ছা, কম্প, অরুচি, ভ্রম, এক অঙ্গের অভিঘাত, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম সংমোহ।

৯। মধ্যবাত অধিক পিত্ত, হীনকফ হইলে, মোহ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মন্যস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, (মাথাধরা) কফ, শ্রাব, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞা নাশ, হৃদয়ে বেদনা, কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি হইতে রক্ত নিঃসৃত নেত্রদ্বয় সম্যক রক্তবর্ণ এবং স্তব্ধ। ইহাকে পাকল নাম সন্নিপাত কহে।

১০। হীনবাত অধিক পিত্ত, মধ্য কফ হইলে, হৃদয়ে দাহ, যকৃত প্লীহা ও ফুস্ফুসের অত্যন্ত পাক ঊর্দ্ধাধোভাগে পূয শোণিতের নিঃসরণ, দন্তশীর্ণ, এবং মৃত্যু এই সকল লক্ষণ হয়। ইহাকে যাম্যনামক সন্নিপাত বলে।

১১। অধিকবাত, হীন পিত্ত, মধ্যকফ হইলে প্রলাপ, আয়াস, মধু মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, অরতি, ভ্রম এবং মন্যাস্তম্ভ, উপদ্রবে মৃত্যু এই সকল লক্ষণ হয় ইহার নাম ক্রকচ।

১২। মধ্যবাত, হীনপিত্ত, অধিককফ হইলে, একপ্রকার অন্তর্দাহ হয়, তাহা রোগী বলিতে পারে না, মুখবর্ত্তন রক্তবর্ণ হয়, পিত্ত কর্ত্তৃক শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় না; পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধের ন্যায় ও হৃদয়দেশে খনিত্রের ন্যায় যাতনা হয়, প্রলীমক শ্বাস হিক্কা দিন দিন বৃদ্ধি হয়

জিহ্বাদগ্ধ ও খরস্পর্শ গলদেশে কণ্টক বিদ্ধের ন্যায়, অজ্ঞাত ভাবে মলমূত্রের নিঃসরণ, কপোতের ন্যায় কূজন, অত্যন্ত শ্লেষ্মা পূর্ণ, বক্ত্র, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক অতিশয় তন্দ্রা ও নিদ্রা, অগ্নির তেজ থাকে না। শরীর প্রভাহীন, অরুচি; বিপরীত ইচ্ছা, বহু আয়াস, অল্প রক্তষ্ঠীবন, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগের নাম কর্কটক ইহা অতি কঠিন।

১৩। হীনবাত, মধ্যপিত্ত অধিক কফ হইলে, অঙ্গশূল, কটিদেশে তোদ, দাহ, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি, শিরোমন্থা (মাথা যেন কেহ টেনে ধরিয়া আছে) বস্তিমন্থা (তলপেট টানিয়া থাকে) হৃদয়ে ও বাগিন্দ্রিয়ে বেদনা, প্রলাপক, শ্বাস, কাশি, হিক্কা জড়তা, সংজ্ঞাহীনতা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহার নাম বৈদারিক। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিবে না। কারণ সহসা নিবৃত্তি হইলে কর্ণমূলে দারুণ পীড়কা জন্মে ও কষ্টে আরোগ্য হয়। এ অবস্থা ঘটিলে তিন দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ করা বিধি। এতদ্ভিন্ন এই ত্রয়োদশ সন্নিপাতের বিবিধ নাম ও লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এ লক্ষণগুলি নিশ্চয় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অভিন্যাস রোগে, সংন্যাস সান্নিপাতিক নিদ্রা, ক্ষীণতা, ওজহানি ও গাত্র সংশান্ত, (নিস্পন্দ) হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিক রোগ বলে। পিত্ত ও বায়ুর বৃদ্ধি জন্য ওজ ধাতুর বিস্রংস ঘটিলে গাত্রস্তম্ভ ও শীতের দ্বারা রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা প্রলাপবিশিষ্ট, অঙ্গ রোমাঞ্চিত শিথিল অল্পতাপ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। এইটি ওজঃ ধাতুর বিয়োগ জন্য ঘটে। এই অবস্থায় সপ্তম বা দ্বাদশ দিবসে রোগ বৃদ্ধি হয়। তাহাতে এককালে রোগের শান্তি অথবা রোগীর মৃত্যু হয়। দুই দোষ বৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয় তাহা দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা, বাতপিত্ত বাতশ্লেষ্মা এবং পিত্ত-শ্লেষ্মা জৃম্ভন আধ্মান, মস্তক কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা দেহের কার্শ্যতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ এবং দেহের অভিতাপ এইগুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শূল, কাশি, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস * দেহের গৌরব, অরুচি, বিষ্টম্ভ, এইগুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

* এস্থলে পীনস অর্থে প্রতিশ্যায় বুঝিতে হইবে।

পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, তন্দ্রা, মত্ততা, ভ্রম, কাশ, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা এই গুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বরযুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহার বিহারী ব্যক্তির অল্পবিশিষ্ট দোষ বায়ু কর্ত্তৃক বৃদ্ধি পাইয়া পাঁচটি কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচপ্রকার জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চপ্রকার জ্বর যথা;—সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক।

দিবারাত্রি মধ্যে দোষসমস্ত দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকোপ করে। (যে হেতু দোষ যে স্থানে বা যে ধাতুতে লীন থাকুক আমাশয় আশ্রয় না করিলে জ্বর উৎপাদন করিতে পারে না। স্থান বা ধাতুতে দোষ লীন থাকার ভাব এই মাত্র অনুমান হয় যে জ্বর মগ্ন হইলে সেই স্থান ধাতু দূষিত হইয়া থাকে)। তাহার মধ্যে প্রলেপক জ্বর ধাতু শোষণ করে। যাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে তাহার পক্ষে এই রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য। দোষ দুই তিন বা চারিটি কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপন্ন করে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন বিষমজ্বর স্বভাবতই হইয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতই হউক বা অপর কারণেই হউক, আগন্তুক কোন প্রকার কারণেই বিষমজ্বরের অনুবন্ধ হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও সদ্যসম্ভূত জ্বর তাহার মধ্যে শ্লেষ্মার প্রাধান্য। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষমজ্বরের উদয় হয়, তাহারা প্রায়ই দ্বিদোষজনিত হইয়া থাকে।

জ্বর প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক শীত উৎপন্ন করে। তাহাদিগের শান্তি হইলে জ্বর অন্তে পিত্ত কর্ত্তৃক দাহ উৎপাদন করে। কোন জ্বর প্রথমেই পিত্ত কর্ত্তৃক দাহ জন্মে। বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক অন্তে শীত হয়। এই দুইয়ের মধ্যে দাহপূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য। অভিঘাত বা কামক্রোধাদি জন্য মানসসম্ভূত জ্বর ও দিবা রাত্রির মধ্যে যে ছয়টি দোষের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল দোষের কাল উদয় হয়। সেই জ্বর দেহ হইতে পরিত্যাগ হয় না এবং গ্লানি গৌরব ও কার্শ্যতাও নিবৃত্ত হয় না, একারণ ইহাকেও বিষমজ্বর বলে। রোগের শান্তি হইলে

জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু ধাতুমধ্যে লীন থাকে বলিয়া সুস্থতা প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। অল্প অগ্নি যে প্রকার পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইতে পারে, সেই প্রকার জ্বরমুক্ত ব্যক্তিরও দেহস্থ অল্প দোষ অহিতাচারের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপন্ন করে।

সন্ততজ্বর রস রক্তগত, অন্যেদ্যুঃ মাংসগত, তৃতীয়কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থক জ্বর মজ্জাগত ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর কহিয়া থাকেন। সাতদিন, দশদিন বা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয় তাহাকে সন্তত জ্বর বলে। সততক জ্বর দিবা রাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেদ্যুঃ প্রতিদিন একবার, তৃতীয়ক জ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে এবং চাতুর্থক জ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে উদয় হয়। যে প্রকার বায়ুর বেগে জল চালিত হইয়া সাগর কূল আচ্ছাদিত করে এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার সেই জল সাগর গর্ভে শান্তভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার দোষ বেগের উদয় কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ মধ্যে শান্ত ভাবে থাকে। বিবিধপ্রকার অভিঘাতের দ্বারা যে জ্বর হয়, দোষের প্রকোপ অনুসারে তাহাকে জ্ঞান করিতে হইবে, বিষমজ্বর হইলে মুখ শ্যাববর্ণ, দাহ, অতিসার, হৃদ্‌গ্রহ, অন্নে অরুচি, পিপাসা, ভেদ, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও কম্পত্ব হয়। কাম জন্য জ্বর হইলে চিত্তভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নে অরুচি, হৃদয়ে বেদনা এবং শরীর শীর্ণ শুষ্ক হয়। ভয় ও শোক জন্য জ্বরে প্রলাপ, কোপজন্য জ্বরে কম্প, অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বর কর্তৃক মোহ এবং তৃষ্ণা, ভূতাভিষঙ্গ জ্বরে উদ্বেগ, হাস্য, কম্প, রোদন এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়।

শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। অপর কোন প্রকার রোগ বা আগন্তুক কারণে জ্বর উৎপন্ন হইলে তাহাতেও দোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্রের রোধ, শ্বাস, কাশ, ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভাহীন ও ক্ষীণ নাড়ী গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ বেগ বিশিষ্ট এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে গম্ভীর জ্বর বলে। গম্ভীর জ্বর হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগ ও যথাক্রমে তিনদিন সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাব থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর

কষ্ট সাধ্য। জ্বরের সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল এক্ষণে জ্বরের চিকিৎসা বিষয় বলা হইতেছে।

জ্বর চিকিৎসা (নিদান পরিবর্জ্জন)।

যে সমস্ত আহার ও আচরণাদি রোগের নিদান বা কারণ, সেই সমুদায় পরিত্যক্ত না হইলে রোগের শান্তি হইতে পারে না। কেন না, এই প্রকার আহার ও বিহারাদিতে দোষের বল বৃদ্ধি হয় বলিয়া আরোগ্য সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, সুতরাং এরূপ স্থলে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োগ কর্ত্তা যে আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আহার ও বিহারাদিরূপ যে কোন প্রকার নিদানই হউক না কেন, প্রথমতঃ তৎসমস্তই পরিত্যাগ করা উচিত। এমন কি অনেক সময়ে কেবল নিদানমাত্র পরিত্যাগ করিয়াই অনেককে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। এজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিদান পরিত্যাগকেও একপ্রকার চিকিৎসা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সকল প্রকার চিকিৎসার প্রারম্ভেই নিদান পরিবর্জ্জনরূপ চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে নূতন জ্বরে দিবা নিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, (তৈলাদি মর্দ্দন) গুরুতর আহার, স্ত্রীসংসর্গ, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্ব দিকের বায়ু সেবন, পরিশ্রম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উপবাস।

ক্ষয়, (ধাতুক্ষয় বা যক্ষারোগ) নিরাম বায়ু, ভয় ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম, এই সকল কারণ ভিন্ন অন্য কারণে জ্বর হইলে প্রথমত উপবাস করাই কর্ত্তব্য।

সামদোষ, আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রথমত অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, তৎপরে ঘর্ম্মবহ ও রসবহ স্রোত সমস্ত অচ্ছাদন করিয়া জ্বর জন্মায়, এই কারণেই জ্বরের প্রথম অবস্থায় উপবাসের বিধান হইয়াছে।

যাহাদিগের সামদোষে অগ্নিমান্দ্য হইয়া জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাদিগের পক্ষে উপবাসে সামদোষের পরিপাক জ্বর নাশ, অগ্নিদীপ্তি আহারে ইচ্ছা, রুচি এবং শরীরের লঘুতা উৎপাদন করে।

উপবাস এতদূর হিতকারী হইলেও যাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে রোগীকে উপবাস করান কর্ত্তব্য। কারণ যে আরোগ্যের নিমিত্ত

চিকিৎসার নিয়ম, বরই তাহার প্রধান আশ্রয় অর্থাৎ বল ব্যতীত আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই।

বায়ুপ্রধান ক্ষুধার্থ, তৃষ্ণাতুর মুখ শোষযুক্ত ও শ্রমযুক্ত ব্যক্তি এবং বালক, বৃদ্ধ গর্ভিণী ও দুর্ব্বল এই সমস্ত ব্যক্তিকে উপবাস করিতে দিবেন।

সম্যকরূপে উপবাস করা হইলে মলমূত্র ও বায়ু নিঃসরণ ও শরীরের লঘুতা এবং হৃদয়ের ভার ততদূর হয় এবং বিশুদ্ধ উদ্গার ঘর্ম্ম আহারে রুচি কণ্ঠ ও মুখ পরিষ্কৃত হয়। তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং অন্তকরণ প্রসন্ন হয়। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পর আর উপ-বাস করা বিধেয় নহে। যদি ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পরও উপ-বাস করা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত উপবাসের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে।

অতিরিক্ত উপবাসে পর্ব্বভেদ (যেন সন্ধিস্থান ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ বেদনা) অঙ্গ বেদনা, কাস, মুখশোষ ক্ষুধার নাশ, অরুচি পিপাসা দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা চিত্ত চাঞ্চল্য, অতিশয় ঊর্দ্ধবাত (হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ) ইত্যাদি বায়ু প্রধান লক্ষণ সমূহ মোহ, শরীর ও অগ্নির দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

বমন।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য লক্ষিত হয় এবং নিদানিমা থাকায় ঐ দোষ যেন আপনা হইতেই নির্গত হইবে এমন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কি নবজ্বরী কি জীর্ণজ্বরী, বমনের যোগ্য সকল ব্যক্তিকেই যথাকালে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের কারণ স্বরূপ ঐসমস্ত দোষ বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

জল।

বাতজ্বরে, কফজ্বরে এবং বাতশ্লেষ্মাজ্বরে, উষ্ণজল এবং পিত্তজ্বরে ও মদ্যপান জনিত রুক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই তিক্ত বস্তুর সহিত সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জল অগ্নিদীপক আমরসের পাচক, জ্বরনাশক প্রস্রাব ও ঘর্ম্মাদি দ্বারা স্রোত পরিষ্কারক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

ষড়ঙ্গজল।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালিয়া (পাথরকুচি) ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে, জল শুষ্ক হইয়া দুই সের পরিমাণে অবশিষ্ট আছে। তখন নামাইবে, তদনন্তর শীতল হইলে পান করিতে দিবে। ছয়টী বস্তু দিয়া এই জল প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ঙ্গজল বা ষড়ঙ্গপানীয়, এই ষড়ঙ্গপানীয়, পিপাসা ও জর উভয়কেই শান্তি করিয়া থাকে। অতঃপর লিখিত হইবে যে নূতন জরে সপ্তাহের মধ্যে ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। অথচ এস্থলে জলের সহিত মুথা ও ক্ষেতপাপড়াদি ঔষধ যোগ করিয়া জরের নূতনাবস্থায় সপ্তাহ মধ্যেই ব্যবস্থা করা হইল। পরন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রেও মণ্ড ও পেয়াদি সহযোগে পিপুল, শুঁঠ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইবে। সুতরাং যাহার নিষেধ, তাহারই বিধি ইহা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? এই বিরোধের মীমাংসার জন্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নূতন জরে সপ্তাহের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগের যে নিষেধ আছে, উহা কেবল মুখ্যে (প্রধান) ঔষধ সম্বন্ধে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ঔষধের প্রতি নহে। গৌণ, অর্থাৎ অপ্রধান ঔষধ নূতন জরে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং জল বা মণ্ডাদির সংস্কারের (শোধনের) জন্য জল বা মণ্ডের সহিত যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা যায়, তাহারা অপ্রধান ঔষধ বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না। ষড়ঙ্গজল ও কষায় (ক্বাথ) সাধ্য মণ্ড এবং পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধ ও জল কি পরিমাণে লইতে হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত একটী নিয়ম বলা যাইতেছে। ষড়ঙ্গজলে এবং মণ্ডাদি, যূষ এবং মাংস রসাদিতে যে সমস্ত মধ্যবীর্য্য ঔষধ দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তাহাদের সমস্তে দুই তোলা লইয়া চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, পরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঐ জল পানার্থে কিম্বা মণ্ড পেয়াদি পাক করণার্থে ব্যবহার করিবে।

আহার।

অবস্থা বিশেষে কখন কেবল বমন, কখন কেবল উপবাস, কখনও বা উপবাস উভয়ের দ্বারা রোগীর নানা দোষের ক্ষয় বশতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে

আহার করিতে দিবে। ঐ অবস্থায় একবারে গুরুতর আহার দেওয়া উচিত নহে। কারণ, আহার দোষে পুনর্বার অগ্নিমান্দ্য ঘটিতে পারে। অতএব আহার দ্রব্যের লঘুত্ব অনুসারে প্রথমতঃ মণ্ড তৎপরে পেয়া তৎপরে পিপ্পলী দেওয়া বিধেয়। পরন্তু উক্ত মণ্ড পেয়াদির মধ্যেও যে ঔষধ দেওয়ার বিধি আছে কেহ কেহ বলেন ঔষধের সহিত মণ্ডাদি সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

পিপুল শুঁঠ সহযোগে প্রস্তুত খৈবখণ্ড জ্বর নাশক, বিশেষতঃ ঐ মণ্ড অনায়াসে পরিপাক হয় বলিয়া অল্প ক্ষুধাতেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুতরাং জ্বরিত ব্যক্তি প্রথমতঃ এই মণ্ডই সেবন করিবে।

জ্বরিত ব্যক্তির পার্শ্ব, বস্তি (মূত্রাশয়) ও মস্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্তশালির মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে। এই মণ্ড জ্বর নাশক।

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং পেটে বেদনা থাকিলে, কিস্‌মিস্ পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতারমূল ও শুঁঠের সহিত রক্তশালির মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

বাতপিত্ত জ্বরে,—স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড়, গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা সাধিত যূষ বা মণ্ডাদি পান করিবে।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে,—মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত যূষ বা মণ্ডাদি আহার করিবে।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে,—ধনিয়া ও পিপুলের সহিত ডাইল সহযোগে যূষ বা চাউল সহযোগে মণ্ডাদি পানীয়।

ত্রিদোষজ্বরে,—দশমূল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শালপানি প্রভৃতি পাঁচটি এবং বেল প্রভৃতি পাঁচটি এই উভয়ে মিলিত দশটী দ্রব্যের সহযোগে সাধিত রক্তশালির পেয়া কিম্বা ডাইল দিয়া যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

এতদ্ব্যতীত কণ্টিকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর সহযোগে প্রস্তুত রক্তশালির মণ্ড ও পেয়াদি, সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজ্বর নাশক।

কল্কসাধ্য যবাগূ সাধনের নিয়ম।

কল্কদ্বারা মণ্ডাদি ও যূষাদি পাক করিতে হইলে ঔষধ ও জল কি পরিমাণে লইতে হইবে, তদ্বিষয় সম্বন্ধে একটী নিয়ম বলা যাইতেছে।

বীর্য্যভেদে ঔষধ দ্রব্য তিনপ্রকার তীক্ষ্ণবীর্য্য, মরিচ, পিপুল প্রভৃতি মধ্যবীর্য্য বেল, সোনা গণিয়ারি প্রভৃতি, মৃদুবীর্য্য আমলকী, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি।

যবাগূ অর্থাৎ মণ্ড পেয়াদিতে কল্করূপে যে সমস্ত ঔষধ দিতে হইবে, তন্মধ্যে তীক্ষ্ণবীর্য্য সমস্ত দুইতোলা, মধ্যবীর্য্য ঔষধ ৪ তোলা এবং মৃদুবীর্য্য ঔষধ ৮ তোলা গ্রহণ করিতে হয়। এই নিয়মে ঔষধ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অল্প জলের সহিত পেষণ কিম্বা জল ব্যতীত চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর চারিসের জলে একছটাক চাউল এবং পূর্ব্বোক্ত পেষিত কিম্বা চূর্ণ ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিবে। অর্থাৎ মনে কর যেন কোন ব্যক্তির একপোয়া চাউলের অন্ন আহার করা অভ্যাস, তাহার জন্য পিপুল ও শুঁঠ দিয়া কল্কসাধ্য যবাগূ অর্থাৎ মণ্ড ও পেয়াদি পাক করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথমতঃ পিপুল ও শুঁঠ এই দুই দ্রব্যের সমস্তে দুইতোলা লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পেষণ কিম্বা গুঁড়া করিবে। তৎপরে তাহার অভ্যাসিক একপোয়া চাউলের চারিভাগের একভাগ অর্থাৎ একছটাক চাউল লইয়া পূর্ব্বোক্ত পেষিত বা চূর্ণীকৃত ঔষধের সহিত চাউলের ১৪ গুণ মণ্ড, ৬ গুণ জলে পেয়া, ৪ গুণ জলে বিলেপী পাক করিতে আরম্ভ করিয়া মণ্ড ও পেয়াদির লক্ষণ দেখা গেলে নামাইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই চাউল গুলি অল্প কুটিয়া লইতে হইবে।

ক্বাথসাধ্য যবাগূ পাকের নিয়ম।

ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করণার্থ যড়ঙ্গ পানীয়ের বিধানানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। এজন্য এস্থলে উহার কোন বিশেষ নিয়ম প্রদর্শিত হইল না।

প্রস্তুত করণ। কোন ব্যক্তির জন্য পিপুল ও শুঁঠের ক্বাথ দ্বারা মণ্ড ও পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ পিপুল ও শুঁঠ, তীক্ষ্ণবীর্য্য বলিয়া উহাদের উভয়ে দুইতোলা লইয়া কুটিয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইসের থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। পরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সুস্থাবস্থায় অভ্যাসিক চাউলের এক চতুর্থাংশ চাউল কুটিয়া তাহাতে ক্বাথ জল চূর্ণীকৃত চাউলের ১৪ গুণ দিয়া মণ্ড, ৬ গুণ দিয়া পেয়া, ৪ গুণ দিয়া বিলেপী পাক করিতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাল্লিখিত মণ্ডাদির লক্ষণ দেখা গেলে নামাইয়া লইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মণ্ডাদি সাধন জন্য অভ্যাসিক তণ্ডুলের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। এস্থলে তাহার প্রমাণ বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে চাউলের অন্ন আহার করে, মণ্ডাদি পাকার্থ সেই পরিমাণে চাউলের চারিভাগের একভাগ লইতে হইবে। পরন্তু মণ্ডাদির চাউল চূর্ণ লওয়া আবশ্যক।

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর লক্ষণ।

মণ্ড পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম যবাগূ। কুত্রাপি বা যবাগূ শব্দে একমাত্র পেয়া বুঝায় চাউল ও জলদ্বারা পাচিত যে বস্তুতে সিক্থ নাই, এমন তরল পদার্থের নাম মণ্ড। এইপ্রকার যাহাতে সিটে বা কণা অল্প, তরল পদার্থ অধিক থাকে, তাহাকে পেয়া এবং যাহাতে সিটে অধিক ও তরলতা অল্প থাকে, তাহাকে বিলেপী কহে।

মণ্ড পেয়াদির পাকক্রিয়া স্থলে যে জলের মাত্রা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই অন্ন ৫ গুণ জলে, মণ্ড ১৪ গুণ জলে, পেয়া ৩ গুণ জলে এবং বিলেপী ৪ গুণ জলে পাক করিবে।

শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে রোগমাত্রেই যবাগূ নিষিদ্ধ। কারণ তদবস্থায় যবাগূ ব্যবহার করিলে, শ্লেষ্মা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন কোন স্থানে ধূলি রাশিতে বৃষ্টি পতিত হইলে অতিশয় কর্দ্দম হইয়া সেই স্থানকে পঙ্কিল করে, সেই প্রকার প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মায় যবাগূ পেয়া প্রযুক্ত হইলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া রোগীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকে।

পরন্তু মদাত্যয় রোগীর জ্বর, মদ্যপায়ীর জ্বর, মদ্যপান জনিত জ্বর, গ্রীষ্ম কালোদ্ভব জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মাধিক এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে পেয়া অহিতকর।

পূর্ব্বোক্ত মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিস্‌মিস্, দাড়িম ও খর্জ্জুর প্রভৃতি অম্ল ফলের রসে খইর চূর্ণ এবং তদনুরূপ মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমতঃ আহার করিতে দিবে। এই প্রকার খাদ্যের নাম তর্পণ।

পরিশ্রম, উপবাস এবং বায়ু, এই কারণত্রয় জাত জ্বরের নূতন কিম্বা পুরাতন, এই উভয় অবস্থাতেই মাংস রসের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। অপর কফ জ্বরে মুগের যূষের সহিত অন্ন এবং পিত্তজ্বরে মুগের যূষের সহিত অন্ন, শর্করা সহযোগে আহার করিতে দিবে।

পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি ধান্য এবং ষষ্টিক ধান্য, স্বভাবতঃ জ্বর নাশিয়া

উহাদের তণ্ডুলদ্বারা জ্বররোগীর আহারের জন্য যবাগূ অন্ন এবং খৈ প্রস্তুত করিবে।

বাতপিত্ত জ্বরে মুগ এবং আমলকীর যূষ, বাতশ্লেষ্মা জ্বরে কচি মূলার যূষ, এবং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে নিমপাতা ও পলতার যূষ সেবন করিতে দিবে।

মুগ, মসুর, ছোলা, কুলথকলাই, বনমুগ, এই সকল দাইলের যূষ, এবং পলতা বেগুন, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ক্ষেতপাপড়া, গুজিয়াশাক, কচি মূলা এবং গুলঞ্চের পত্র, এই সকল দ্রব্যের শাক পাক করিয়া আহার কালে জ্বর রোগীকে দিবে।

জ্বরিত ব্যক্তির আহারে অরুচি হইলে, তাহাকে অনাহারে না রাখিয়া কিম্বা কুপথ্য ভোজন করিতে না দিয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কারণ যে জ্বররোগী যথোক্ত মাত্রায় আহার সময়ে ভোজন না করে কিম্বা কুপথ্য ভোজন করে, তাহার শরীর অনাহারীর ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে। পক্ষান্তরে কুপথ্য সেবনে জ্বররোগ বল পাইয়া রোগীর বলক্ষয় করিয়া থাকে। এই কারণে জ্বরিত ব্যক্তি জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন বলক্ষয়বশতঃ পরিশেষে উহার মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

অরুচির চিকিৎসা।

অরুচি দূর করণার্থ ছোলঙ্গলেবুর কেশর বা কমলালেবু ঘৃত ও সৈন্ধব সহযোগে মুখে রাখিবে। কিম্বা আমলকী কিস্‌মিস্ ও শর্করা একত্রে বাটিয়া মুখে রাখিবে।

যদি এক বস্তু নিত্য আহার করাতে কিম্বা বিস্বাদ বশতঃ খাদ্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহা হইলে যুক্তিপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যের নানারূপ কল্পনা করিয়া দিবে। যাহাতে খাদ্য রোগীর মুখপ্রিয় হয়, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দৈনিক আহারের নিয়ম।

দিনান্তে শ্লেষ্মার ক্ষয় হয় বলিয়া অগ্নির উষ্মা ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ঐ সময়েই জ্বররোগীকে বা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে লঘু আহার করিতে দিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ক্ষুধার উদয় হয় তাহার পক্ষে মধ্যাহ্ন সময়ের অপেক্ষা করা উচিত নহে।

গুরুপাক এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য আহার, কিম্বা ক্ষুধার সময় অতীত হইলে অথবা উপস্থিত না হইতেই আহার করা জ্বররোগীর পক্ষে অতীব গর্হিত কার্য্য কারণ রুগ্নাবস্থায় অহিত ভোজনে আমরসপাক বা পরিণামে সুখোৎপত্তি হইতে পারে না।

নবজ্বরে উপবাস, স্বেদক্রিয়া, (উপায় বিশেষে শরীরে উত্তাপ লাগান) কাল (অষ্টাহ কাল) যবাগূ আহার এবং জল ও মস্তাদির সহযোগে তিক্ত রস সেবন, এই সকল সামদোষের পাচক অর্থাৎ উপবাসাদি প্রক্রিয়া করিতে করিতে সাতদিবস অতীত হইলে অপক্ক দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

জ্বরের তারুণ্যাদি নির্দ্দেশ।

চিকিৎসকগণ বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা বিধানার্থ সময় ও লক্ষণানুসারে জ্বরকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া এবং তিনটী নাম প্রদান করিয়াছেন, যথা;—তরুণ বা নূতন জ্বর, মধ্যজ্বর ও পুরাতন বা জীর্ণজ্বর। জ্বরোৎপত্তির দিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, অষ্টাহ হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর এবং দ্বাদশ দিবসের অধিক দিন জ্বর স্থায়ী হইলে উহাকে পুরাতন বা জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকে।

সপ্তাহের পর বস্তি ক্রিয়া।

অব্যবহিত পূর্ব্বে কথিত হইল যে, সপ্তাহ পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণতা থাকে এবং তরুণাবস্থায় উপবাসাদি প্রশস্ত। তৎপরে অন্য প্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক। তাহা এই, সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন এবং পাচন বা শমন কষায় সেবন করাইবে। উক্ত পাচন বা শমন কষায় প্রয়োগ সময়ে ইহা দেখা আবশ্যক যে, অশুদ্ধ সামাবস্থায় পাচন এবং নিরাম অবস্থায় শমন কষায় প্রয়োগ বিধেয়। কিন্তু শুদ্ধ সামাবস্থায় কি পাচন কি শমন, কোনরূপ কষায়ই প্রয়োগ করিবে না। কারণ শুদ্ধ সামাবস্থায় ঐরূপ প্রয়োগ করিলে উহা পরিপাক না পাইয়া বরং জ্বরের বেগ আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আম জ্বরের বা রস শমতার লক্ষণ।

জ্বরের প্রবলতা লালা নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, বিবমিষা, তন্দ্রা, অলসতা, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির অভাব, মুখের বিরসতা ও অরুচি, শরীরের গুরুতা এবং প্রস্রাবাধিক্য, এই সমস্ত জ্বরের শুদ্ধ সামাবস্থায় বা রস শমতার লক্ষণ।

আম পাক পাইলে জ্বরে মৃদুতা, শরীরের লঘুতা, দোষের (বাত পিত্ত কফের) অবিরুদ্ধতা ও মলনির্গম (পরিষ্কার দাস্ত) হয়। জ্বররোগীকে এই সমস্ত আম পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

সর্ব্বজ্বরে।

শুঁঠ, দেবদারু, ধনিয়া, ব্যাকুড় এবং কণ্টিকারী, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবা সিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ গ্রহণ করিবে। এই পাচন জ্বরঘ্ন বলিয়া প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই ব্যবহার্য্য।

ঔষধ সেবনের কাল নির্ণয়।

যে ব্যক্তি জল পান করিয়া অন্ন আহার করিয়াছে; তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর স্তম্ভিত, অজীর্ণ রোগী ও পিপাসিত ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন ও সংশমন প্রভৃতি কোন প্রকার ঔষধই সেবন করা বিধেয় নহে।

আহার পরিপাকান্তে যে ঔষধ সেবন করা হয়, তাহার বীর্য্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় বলিয়া নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র উপকার দর্শিয়া থাকে। কারণ আহারবিহীন ঔষধ আবরক শূন্য হওয়াতে স্রোত সমূহে যাইয়া সম্যক ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে এবং কোষ্ঠ প্রদেশকেও শোধন করিতে সমর্থ হয়। ঔষধ জীর্ণ না হইতে হইতে আহার করিলে কিম্বা আহার জীর্ণ না হইতে হইতে ঔষধ সেবন করিলে, সেই ঔষধে কোনপ্রকার উপকার হয় না। বরং উহা অন্যান্য রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, মৃদু (কোমল প্রকৃতি) ভীরু, বরাঙ্গনা ও যুবতীদিগকে আহার বিহীন ঔষধ সেবন করিতে দিবে না, কারণ, আহার বিহীন ঔষধ দ্বারা উহাদিগের গ্লানি ও দৌর্ব্বল্য ঘটিতে পারে। অতএব এই সমস্ত ব্যক্তিকে আহারের কিছুকাল পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উহাদিগকে আহারের প্রাক্কালে ঔষধ সেবন করাইলে এবং তৎপরক্ষণেই আহার করিতে দিবে। উক্ত ঔষধ অন্নে আবৃত হওয়া প্রযুক্ত মুখ দিয়া বারম্বার নির্গত হওয়ায়ও বলহানির আশঙ্কা থাকে না।

জীর্ণ ঔষধের লক্ষণ।

ঔষধ সম্যকরূপে পরিপাক পাইলে বায়ুর অনুলোমতা এবং শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা বোধ হয়, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয়, শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল পরিষ্কৃত হয়, বিশুদ্ধ উদ্গার উঠে।

অজীর্ণ ঔষধের গুণ।

ভুক্ত ঔষধ সম্যকরূপে জীর্ণ (পরিপাক) না হইলে শরীরের ক্লান্তি, জ্বালা, অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা মস্তকবেদনা, দৌর্ব্বল্য ও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।

ঔষধের পরিমাণ নির্ণয়।

ঔষধের পরিমাণের স্থিরতা নাই দোষ (বাত, পিত্ত, কফ,) অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, রোগ, দ্রব্য (কোনপ্রকার দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য, কি মৃদুবীর্য্য) এবং কোষ্ঠ (কোষ্ঠ তিন প্রকার, যথা ;—ক্রূর কোষ্ঠ, মধ্য কোষ্ঠ ও মৃদু কোষ্ঠ) বিচার করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

পরিমাণের অল্পতা বা আধিক্য এই উভয় দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। অল্পমাত্রায় ঔষধে রোগের শান্তি করিতে পারে না। এবং মাত্রাধিক্য ও অন্যান্য রোগোৎপাদন করে। অতএব ঔষধের পরিমাণ উপযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যাহার বল ও অগ্নি অধিক তাহাকে স্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা) ও কাথ বস্তু এক পল (৮ তোলা) পরিমাণে, এবং যে ব্যক্তির বল ও অগ্নি মধ্যম, তাহাকে তিন কর্ষ (৬ তোলা) এবং অল্পবল ও অল্পাগ্নি ব্যক্তিকে দুই কর্ষ (৪ তোলা) মাত্রায় দিবে।

পানীয় কাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

দুই তোলা হইতে ৮ তোলা পর্য্যন্ত কাথ দ্রব্যে ষোল গুণ জল দিয়া, সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে উক্ত জলের একমাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই সময়ে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এইটী পেয়া কাথ সম্বন্ধীয় নিয়ম।

পরিমাণ।

আয়ুর্ব্বেদে চরক ও সুশ্রুত, এই উভয়ের লিখিত মাত্রাই অধিক প্রচলিত কিন্তু প্রচলিত হইলেও সুশ্রুতের মাত্রাপেক্ষা চরকে। মাত্রা অধিক বলিয়া চিকিৎসকগণ চরকের মতানুযায়ী মাত্রার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চরকের মতে ৩২ মাষকে (মাষ কলাই) এক মাষা, ৪৮ মাষায় এক পল, সুশ্রুত মতে ১২ মাষকে এক মাষা, ৬৪ মাষাতে এক পল। চরক ও সুশ্রুতোক্ত পরিমাণের প্রভেদ এই যে চরকের পল [illegible] এবং সুশ্রুতের মতে

পাঁচ রতিতে এক মাষা হয়, সুতরাং চরকের অর্দ্ধ পল সুশ্রুতের এক পলের সমান হয়।

বাতজ্বর চিকিৎসা।

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ছাল সমস্ত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

পিপুলের মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, সমস্ত দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, পাথরকুচি (বারা) বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণি, শুঁঠ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিবে।

রাস্না, পরগাছা দেবদারু, সরলকাষ্ঠ ও এলবালুকা, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে শর্করা ও মধু উভয়ে অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

প্রক্ষেপের পরিমাণ।

কাথে যে বস্তু প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহার পরিমাণ কাথের চতুর্থাংশ এবং ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্যে যাহা প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহার পরিমাণ কল্কের সমান। কিন্তু কাথে হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিতে হইলে, একমাষা এবং সৈন্ধব, জীরা প্রভৃতির মাত্রা অর্দ্ধতোলা। কিন্তু কোন শুষ্ক চূর্ণাদি দ্রব্য ঘৃত মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্যের সহিত লেহন বা পান করিতে হইলে, চূর্ণ দ্রব্য যদি এক পল হয় এবং উহা যদি ঘৃতাদির সহিত লেহন করিতে হয় তবে ঘৃতাদি বস্তু চূর্ণ দ্রব্যের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৪ তোলা এবং পান করিতে হইলে ঘৃতাদি তরল দ্রব্য চতুর্গুণ দিতে হইবে।

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনিয়া সমস্তে দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

পিপুল, অনন্তমূল, কিস্মিস্ গুলফা রেণুকা। এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা।

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, কিস্মিস্ গুলফা, পুনর্ণবা। ইহার সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা।

কিস্মিস্, গুলঞ্চ, গাম্ভারীফল, বলাদতা, অনন্তমূল। সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা।

শতমূলী ও গুলঞ্চ উভয়ের স্বরস দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া তাহাতে এক সিকি ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্ত জ্বর চিকিৎসা।

ইন্দ্রযব, কটফল, মুথা, আকনাদি ও কট্‌কী, ইহাদের সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা।

কট্‌কী, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপার্থ মধু অর্দ্ধতোলা।

লোধ, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প, অনন্তমূল ইহার সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা।

ক্ষেতপাপড়া দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা।

পলতা, যব, উভয়ে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপার্থ মধু অর্দ্ধতোলা। ক্রিয়া;—এই ক্বাথ পান করিবামাত্র প্রবল পিত্তজ্বর এবং তৎসমুথ জ্বালা, পিপাসা নিবারণ হয়।

দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী, ইহারা সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা। ক্রিয়া;—পিপাসা, রক্তপিত্ত, জ্বর এবং গাত্রজ্বালা নিবারক।

বলালতা, যষ্টিমধু, পিপুলের মূল, চিরাতা, মুথা, মধুকপুষ্প, বহেড়া এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপার্থ শর্করা অর্দ্ধতোলা।

কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, নিমছাল ও কট্‌কী এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ শিশিরে রাখিয়া পিত্তজ্বরে পান করিতে দিবে।

ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্য সমুদায় দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। ক্রিয়া;—একমাত্র ক্ষেতপাপড়াই যখন পিত্তজ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ তখন ইহার সহিত রক্তচন্দনাদির যোগ হইলে যে, আরও অধিকতর উপকারী হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, মুথা, রক্তচন্দন ইহারা সমস্তে দুই-তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে পিপাসা, বমনজ্বর, গাত্রজ্বালার শান্তি হয়।

ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, আমলকী, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া ।

কিস্‌মিস্‌, সোণালুফল সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া কাথ ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ।

গাম্ভারীফল দুইতোলা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাথ করিবে এবং ঐ কাথকে ছাঁকিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, কট্‌কী, সোণালুর আটা এই দ্রব্য সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এস্থলে সোণালুর আটা এক সঙ্গে না দিয়া পাক করিয়া নামাইবার সময় দেওয়া কর্ত্তব্য ।

দুইতোলা ধনিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, পরদিবস প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া ঐ জলের সহিত অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আভ্যন্তরিক জ্বালা আশু নিবারিত হয় ।

গাত্রদাহ নিবারণের উপায় ।

পিত্তজ্বরে তাপিত ব্যক্তির শরীরে নিম্নলিখিত শীত ক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করিবে ।

যে ব্যক্তি পিপাসা ও জ্বালায় অভিভূত হয়, তাহার মস্তকে ভূমিকুষ্মাণ্ড লোধকাষ্ঠ, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গ লেবুর কেশর এই দ্রব্যগুলি সমান পরিমাণে লইয়া দাড়িমের রসের সহিত বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে ।

আমলকী ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া তৎপরে কাঁজীদ্বারা পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে ।

পলাশ বৃক্ষের কোমলপত্র কাঁজী দ্বারা পেষণ করিয়া পিপাসা ও দাহার্ত্ত ব্যক্তির মস্তকের কেশ মুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

বদরী পল্লব (কুলের পাতা), প্রথমতঃ অল্প কাঁজীর সহিত বাটিয়া পরে অধিক পরিমাণ কাঁজীর সহিত মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিতে থাকিবে। মন্থন কালে যে ফেনা উঠিবে সেই ফেনা মালিশ করিলে জ্বালার শান্তি হয় ।

কুলপাতার ন্যায় নিমপাতার ফেনা প্রস্তুত করিয়া গাত্রে লেপন করিলেও জ্বালা নিবারণ হয় ।

কালিয়কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, অনন্তমূল যষ্টিমধু, কুলফল, এই সমস্ত দ্রব্য সমান

পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাঁজীদ্বারা বাটিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

জরিত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া নাভিস্থলে তামা কিম্বা কাঁসা প্রভৃতির গভীর পাত্র রাখিয়া ঐ পাত্রে উচ্চস্থান হইতে অধিক পরিমাণে শীতল জল ঢালিবে, ঐ জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া পুনরায় শীতল জল ঢালিবে, এইরূপ তিন চারিবার করিলে অতি শীঘ্র জ্বালা নিবারিত হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা অতীব কর্ত্তব্য যে, জল ঢালিবার সময় বা পরে যেন শরীরে জলবিন্দু পতিত না হয়।

কাঁজীতে বস্ত্র ভিজাইয়া ঐ বস্ত্র নিঙড়াইয়া গাত্রে ঢাকা দিলে গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

জিহ্বা, তালু, ক্লোম (পিপাসা স্থান) ও গলদেশে শোষ হইলে অর্থাৎ ঐ সকল স্থান শুষ্ক হইলে ছোলঙ্গ লেবুর কেশর মধু ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে পেষণ বা মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

কফজ্বর চিকিৎসা।

ছোলঙ্গলেবুর মূল, শুঁঠ, ব্রাহ্মীশাক, পিপুলের মূল এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া যবক্ষার ৴০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাচি, যোয়ান, ইন্দ্রযব, আকনাদ, রেণুকা, জীরা, বামনহাটীর মূল, মহানিম্বের ফল, হিঙ্গু, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতৈষ, সূচীমুখী এই যোগটীর অপর নাম পিপ্পল্যাদিগণ। প্রস্তুত করণ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। ক্রিয়া ;—প্রতিশ্যায়, অরুচি, জ্বর, গুল্ম ও শূলনাশক, অগ্নি উদ্দীপক ও আমপাচক।

কট্‌কী, চিতারমূল, নিমছাল, কাঁচা হরিদ্রা, আতৈষ, বচ সমস্তে দুই-তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপ মরিচের গুঁড়া ও মধু উভয়ে অর্দ্ধতোলা।

কুড়, ইন্দ্রযব, সূচীমুখী, পলতা সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপ মরিচের গুঁড়া ও মধু উভয়ে অর্দ্ধতোলা।

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, পুষ্করমূল, পিপুল, গজ-পিপুল, কন্টিকারী সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

নিসিন্দাপাতা, দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া প্রক্ষেপ পিপুলের গুঁড়া চারি আনা এই কাথ জঙ্ঘাদ্বয়ের দুর্ব্বলতা ও শক্তি শক্তির হ্রাস হইলে পান করিবে।

আমলকী, হরীতকী, পিপুল, রক্তচিতার মূল, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কফজরাক্রান্ত রোগীকে পান করিতে দিবে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা, বাসক, গুড়ূচী, কট্কী ও বচ, এই সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূল, অর্থাৎ বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণি-য়ারীরছাল, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ও বাসক এই সমস্ত বস্তু দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া উক্ত ক্বাথের সহিত একসিকী বা অর্দ্ধতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

মুথা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্কী, পরুষক (পরস্থয়া ফল) এই দ্রব্য সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কফজর বিনাশার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও জর দূরীভূত হয়। এইটী কফনাশক ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চূর্ণাদির মাত্রা ও সেবনের নিয়ম।

চূর্ণ কল্ক এবং গুড়িকা (মোদকাদি) দুইতোলা মাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য। ঐ সমস্ত বস্তু যদি লেহন করিয়া সেবন করার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে দ্বিগুণ তরল পদার্থের সহিত পান করিয়া সেবন করান ব্যবস্থা

থাকিলে চতুর্গুণ তরল পদার্থের সহিত চূর্ণ বা ক্বাথাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

সময় বিশেষে অবলেহ-সেবনের ফল।

সন্ধ্যাকালে অবলেহ সেবনে জত্রুর ঊর্দ্ধদেশের এবং প্রাতে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে জত্রুর অধোভাগের রোগ প্রশমিত হয়।

পিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, জ্বর, প্লীহা এবং হিক্কা নিবারিত হয়। পরন্তু এই চূর্ণ অত্যল্প বয়স্ক বালকের পক্ষেও ব্যবস্থেয়।

দ্বিদোষ জনিত জ্বর চিকিৎসা।

দ্বিদোষ জনিত জ্বরে বায়ুনাশক ও পিত্ত হরাদি পাচন মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বাতপিত্ত পিত্তজ্বর চিকিৎসা।

নবাঙ্গ।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শিমূলের মূল, রাস্না, সোনালুর ফল, বাসক সমুদায় ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

চিরতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, শটী। সমস্তে দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা।

কণ্টিকারী, খেড়েলা, রাস্না, বলালতা, গুলঞ্চ, মসুর বিদল, এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

পঞ্চভদ্র।

গুলঞ্চ, ক্ষেত পাপড়া, মুথা, চিরতা ও শুঠ, সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্‌, মধুকপুষ্প, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর পরূষফল, মৃণাল, এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বদিন তণ্ডুল জলে ভিজাইয়া

রাখিবে। পরদিবস ছাঁকিলে যে জল থাকিবে, তাহাতে খই ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাত পিত্তজ্বর, গাত্র দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রম, ও রক্তপিত্তরোগ বাতাহত মেঘের ন্যায় দূরীভূত হয়।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর চিকিৎসা।

পিত্ত কফ জ্বরে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিবে। যথা;—পটোলাদিগণ, পলতা, রক্তচন্দন, সূচীমুখী, কটকী, আকনাদি, গুলঞ্চ ইহারা সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর, অরুচি কণ্ডু বিষ ও ত্রিদোষ জ্বর নাশক।

গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুড়ূচী, নিমছাল, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সর্ব্ব প্রকার জ্বর নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিবমিষা, অরুচি, পিপাসা, বমি ও জ্বালা নিবারক।

চাতুর্ভদ্রক পাচন।

চিরতা, শুঁঠ, মুথা, গুলঞ্চ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া কফ প্রধান পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরে সেবন করিতে দিবে।

পাঠাসপ্তক পাচন।

চিরতা, শুঁঠ, মুথা, গুলঞ্চ, আকনাদ, পাথরকুচি, বেণারমূল। এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে ২ তোলা জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পিত্তপ্রধান কফজ্বরে সেবন করিতে দিবে।

কণ্টিকার্য্যাদি পাচন।

কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটীরমূল, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পলতা, কটকী, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এই ক্বাথ পিত্ত শ্লেষ্মাজ্বরনাশক ও গাত্রজ্বালা পিপাসা, অরুচি, বমি, এবং হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনাহারক।

পত্র ও পুষ্পসহ বাসকের স্বরস ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া মধু ও চিনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফ পিত্তজ্বর রক্তপিত্ত এবং কামলা রোগের শান্তি হয়।

পল্‌তা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, খেড়াগা, এই দ্রব্যগুলি সমুদায় দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

অমৃতাষ্টক পাচন।

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিবে এবং উহাতে অর্দ্ধতোলা পিপুলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই কাথে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, বিবমিষা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, ও গাত্রদাহের শান্তি করিয়া থাকে।

পল্‌তা, যব, ধনিয়া, মুথা, আমলকী, রক্তচন্দন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর পিপাসা, জ্বালা ও বমির উপশম হয়।

পঞ্চ তিক্ত।

কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পুষ্কর মূল, ও চিরতা, এই দ্রব্যগুলি সমুদায় ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই কাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

শর্করা, ও কট্‌কী, প্রত্যেকে এক তোলা লইয়া অল্প জল সহ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর দূরীভূত হয়।

ধনিয়া ও পল্‌তা, এই উভয়ে দুই তোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কফ নাশ করে, বায়ু ও পিত্ত সরল করে এবং আমরসের পরিপাক ও দাস্ত সরল রাখিয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্ম জ্বর চিকিৎসা।

বাত কফ জ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে রুক্ষ স্বেদ দেওয়া উচিত। স্বেদে স্রোত সকল মৃদু, অগ্নি স্বকীয় পথগামী, এবং বাত কফ জনিত স্তব্ধতা বিনাশ পাইয়া জ্বর ত্যাগ হয়।

বালুকাস্বেদ।

বালুকাস্বেদ বাতশ্লেষ্ম জ্বরেরপক্ষে মহোপকারী। ইহা অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, স্বেদ প্রদান করিতে করিতে জ্বর অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। স্বেদ দেওয়ার জন্য বালুকা অগ্নিতে খোলায় করিয়া বিলক্ষণরূপে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে বস্ত্রখণ্ডের উপরে এরণ্ড পত্র

(ভেরেণ্ডা পাতা অর্থাৎ যাহার বীজ হইতে রেড়ীর তৈল প্রস্তুত হয়) বা আকন্দপত্র কিম্বা পান পাতিয়া তদুপরি উক্ত উত্তপ্ত বালুকা রাখিয়া অল্প কুঞ্চিত করিয়া একটু কাঁজীর প্রক্ষেপ দিয়া (অভাব পক্ষে কাঁজীর প্রক্ষেপ না দিলেও চলে) পুটলী বাঁধিয়া ঐ পুটলী সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। বালুকা শীতল হইলে পুনঃ উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা পুটলী করিয়া স্বেদ দিতে হইবে। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। স্বেদ দেওয়ার সময় ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অণ্ডকোষ, হৃৎপিণ্ড চক্ষু এবং স্তনেতে যেন স্বেদ না লাগে। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে অতি মৃদুভাবে স্বেদ দিবে. তাহার কারণ এই যে, হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে অধিক পরিমাণে স্বেদ বা তীক্ষ্ণ দ্রব্যের প্রলেপ দিলে রক্তবমন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

মুথা, শুঁঠ ও চিরতা ইহাদের সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ বায়ু, কফ ও আম প্রশমক, দোষপাচক এবং জ্বর নাশক।

পঞ্চকোল, পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিরতা ও শুঁঠ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ু নাশক।

পিপুল ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ শরীরস্থ ক্লেদ নষ্ট করে। বিশেষতঃ অগ্নিবর্দ্ধক বাতশ্লেষ্মরোগ ও প্লীহাজ্বর নাশক এই ঔষধটী শ্লেষ্মাপ্রধান বাতজ্বরেই প্রশস্ত।

আরগ্বধাদি পাচন।

সোনালুফল, পিপুলের মূল, মুথা, কট্‌কী ও হরীতকী এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ শূল ও কফবাতযুক্ত জ্বরে সাম্যাবস্থায় ভেদক ও অগ্নিদীপক হইয়া উপকার করে।

ক্ষুদ্রাদি বা কণ্টকার্য্যাদি পাচন।

কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং যাহাতে শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা থাকে, তাদৃশ ত্রিদোষজ্বরে হিতকারী।

দুইতোলা দশমূল, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই ক্বাথে অর্দ্ধতোলা পিপুলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর, অবিপাক, অতিনিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং কাস রোগ বিনষ্ট হয়।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, বচ, ধনিয়া, কায়ফল, হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী সমস্তে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া কাথ প্রস্তুত হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে হিঙ্গু ৩ রতি ও মধু চারি আনা বা ছয় আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা হিক্কা, শোথ, গলগ্রহ, শ্বাস, কাস, প্রকোপ (লালা স্রাব) বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

ছোলঙ্গ লেবুর কেশর, সৈন্ধব ও মরিচের সহযোগে মুখের বাত কফরোগ, জড়তা, মুখ শোষ ও অরুচি বিনষ্ট করে।

সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

যে দোষের বিকৃতি বশতঃ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাই, চিকিৎসকের সাধারণ নিয়ম। সন্নিপাতজ্বর ত্রিদোষের বিকৃতি নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতেও ত্রিদোষ নাশক ঔষধই প্রয়োগ করা বিধেয়। কিন্তু একসময়ে ত্রিদোষের বিনাশ করে, এমন ঔষধ অত্যল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও সর্ব্বত্র উপযোগী হয় না। অতএব একদা ত্রিদোষের প্রতীকার দুঃসাধ্য বলিয়া ত্রিদোষের মধ্যে যাহার বল অধিক লক্ষিত হয়, তাহার নিবৃত্তির জন্য প্রথমতঃ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সন্নিপাতজ্বর ত্রিদোষে উৎপন্ন হইলেও তন্মধ্যে শ্লেষ্মার বলই অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যে আমাশয় জ্বরের উৎপত্তি স্থান তাহাই কফের আধার। কফ স্বস্থানস্থ বলিয়া অধিক বল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সন্নিপাত জ্বরে লঙ্ঘন বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন (কোন ঝাল দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া মুখ দিয়া লালা স্রাব করা) অবলেহ ও অঞ্জন প্রথমতঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত লঙ্ঘনাদি দ্বারা আমরস পাক পাইয়া কফ ক্ষীণ হইয়া আসিলে পিত্তের, তদনন্তর বায়ুর প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

লঙ্ঘন।

বাতোল্বণ সন্নিপাতে তিন দিবস, পিত্তোল্বণে পাঁচ দিবস এবং কফোল্বণ সন্নিপাতে দশ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। ইহাতেও যদি দোষের লাঘব না হয়, তাহা হইলে বায়ু পিত্ত ও কফের বলবান বিচার করিয়া আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত দেওয়া কর্ত্তব্য।

রুগ্নাবস্থায় যে লঙ্ঘন সহ্য হয়, তাহাকে বল দোষের শক্তিতেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দোষের ক্ষয় হইলে রোগী লঙ্ঘনাদি সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, অতএব সন্নিপাতজ্বরে দোষের প্রবলতা অধিক কাল স্থায়ী হয় বলিয়াই অধিক পরিমাণে লঙ্ঘনাদিতে কোন আশঙ্কা থাকে না।

নিষ্ঠীবন।

নিষ্ঠীবন, সন্নিপাত রোগীর মহোপকার সাধন করে। অতএব দোষের বল বিবেচনা পূর্ব্বক (দোষের প্রবলাবস্থায় অধিক বার ন্যূনাবস্থায় অল্প) বার দিবসের মধ্যে এক, দুই বা তিন কিম্বা চারিবার রোগীকে নিষ্ঠীবন করিতে দিবে। নিষ্ঠীবন যথা—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ও সৈন্ধব লবণ একত্র চূর্ণ করিয়া আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত কিছুকাল রাখিয়া ফেলিতে হয়, যে সময়ে এইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই সময়েই বারম্বার ঐরূপ করিলে হৃদয় মন্যা (গল দেশের দুই পার্শ্বের শিরাদ্বয়) পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশে লীন ও শুষ্ক শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং এই নিষ্ঠীবন দ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মে এবং পর্ব্ব বেদনা (সন্ধি স্থানের বেদনা) শরীর বেদনা, জ্বর মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ মুখ ও চক্ষুর গরিমা শরীরের জড়তা ও বিবমিষার শান্তি হয়।

নস্য।

ছোলঙ্গ লেবু ও আদার রসে সৈন্ধব গোবর্দ্ধন এবং বিটলবণ মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া রোগীকে নস্য দিবে। কিম্বা সিদ্ধ স্থানে যে তীক্ষ্ণ নস্য উল্লেখ আছে, তাহা আহার করিতে দিবে।

নস্য দ্বারা কফ তরল হইয়া নির্গত হয় বলিয়া মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও পার্শ্ববেদনা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

মধূকসারাদি—মধূকসার (মউয়া ফুলের সার) সৈন্ধব বচ, মরিচ, ও পিপুল, ইহাদিগের প্রত্যেক বস্তু সমান পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া রোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

সৈন্ধব সজিনার বীজ, শ্বেত সর্ষপ ও কুড়, এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া রোগীর নাসিকারন্ধ্রে প্রদান করিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

শিরীষের বীজ, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসোন, মনঃশিলা ও বচ, এই সমস্ত দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া বাটীয়া চক্ষুর পার্শ্বে অর্থাৎ যে

স্থানে অঞ্জন দেওয়ার রীতি আছে সেই স্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

অবলেহ।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা—কার ফল, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) কাকড়া শৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দুরালভা এবং সুক্ষ্ম কৃষ্ণ জীরা, এই সমস্ত দ্রব্য সম-পরিমাণে গুড়া করিয়া এক সিকি পরিমাণে ঐ চূর্ণ মধুর সহিত রোগীকে লেহন করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার দিবসে ২।৩ বার করিয়া সেবন করাইলে, সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং কণ্ঠ রোগ নিবারিত হয়। কিন্তু যদি রোগীকে স্বেদ দেওয়া হয়, তবে মধুর পরিবর্ত্তে আদার রসের সহিত ঐ চূর্ণ লেহন করান কর্ত্তব্য। কারণ, স্বেদাদি কার্য্য স্বভাবতঃ উষ্ণ, মধু ও আবার উষ্ণের বিরোধী স্বেদাদি ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক তেজের সমুদ্ভূতাবস্থায় মধু ব্যবহৃত হইলে সেই মধুই বিষবৎ অনিষ্ট জনক হইয়া পড়ে।

পঞ্চমুষ্টি যব, বদরী ফল (কুল) কুলথ কলাই, মুগ ও শুষ্ক আমলকী, ইহাদের এক এক মুষ্টি লইয়া অষ্টগুণ জলে যূষের নিয়মানুসারে পাক করিবে, এবং ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে। এই যূষ সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। এবং ইহা গুল্ম, শূল, কাস, ক্ষয় ও জররোগেও প্রশস্ত।

চাতুর্ভদ্রক পঞ্চমূল শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড়, (বৃহতী) গোক্ষুর কণ্টি-কারী, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ, ইহাদিগের সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে মধু প্রক্ষেপ, এবং কফোল্বণ সন্নিপাতে পিপুলের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

দশমূল, মহৎ পঞ্চমূল এবং স্বল্প পঞ্চমূল, এই উভয়ের নাম দশমূল। বেল সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, এই কয়েকটীর নাম মহৎ পঞ্চমূল অপর শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর এই পাঁচটী স্বল্প পঞ্চমূল। ইহাদিগের মধ্যে মহৎ পঞ্চমূল অগ্ন্যুদ্দীপক, বায়ু ও কফনাশক। স্বল্প পঞ্চমূল রক্তপিত্তনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। দশমূল সন্নিপাত জর নাশক, এবং কাস, শ্বাস, তন্দ্রা ও পার্শ্বশূলে প্রশস্ত। পরন্তু পিপুলের সহিত দশমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিলে কণ্ঠ ও হৃদয় বেদনার শান্তি হয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গ—দশমূল, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ, ইহাদিগের সমস্তে

দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই কাথ বাত কফোল্বণ বহু কালীন জ্বরে এবং এই প্রকার ত্রিদোষ জ্বরে প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত রোগীর উদরে মলবদ্ধ থাকিলে কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত তেউড়ীর চূর্ণ দুই আনা কি চারি আনা মাত্রায় উক্ত কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ।—দশমূল শঠী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, পুষ্কর মূল, দুরালভা, বামনহাটীরমূল, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কটকী, সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ সন্নিপাত জ্বর, কাস হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা শ্বাস, হিক্কা ও বমি নাশক।

পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ।—চিরতা, দশমূল, শুঁঠ, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনিয়া গজপিপ্পলী সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ তন্দ্রা, কাস, অরুচি, শরীর জ্বালা, মেহ ও শ্বাসাদিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাত জ্বর আশু বিনাশ করে।

মুস্তাদিগণ—মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, দেবদারু, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, দুরালভা, নীলবুহ্না, কমলা গুড়ী, তেউড়ী, চিরতা, আকনাদ, বেড়ালা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, পিপুলের মূল, এই সমস্ত দ্রব্য সমুদয়ে দুই তোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই গণের অপর নাম অষ্টাদশাঙ্গ। ইহার কাথ সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাত নাশক, কিন্তু প্রধান সন্নিপাতের পক্ষে বিশেষ হিতকারী, মন্যাস্তম্ভ, উরোঘাত, এবং বক্ষঃ পার্শ্ব ও মস্তক বেদনা নাশ করিয়া থাকে।

শঠ্যাদিগণ—শঠী, পুষ্করমূল, ব্যাকুড় (বৃহতী) কাঁকড়া শৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদ, চিরতা, কট্‌কী, সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই কাথ সন্নিপাত জ্বর নাশক, কাস, শ্বাস, হৃদয় ও পার্শ্ব বেদনা ও তন্দ্রায় প্রশস্ত।

বৃহত্যাদিগণ—ব্যাকুড় (বৃহতী) কণ্টিকারী, পুষ্করমূল, বামনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কট্‌কী এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ সন্নিপাত জ্বরনাশক, কাস, শ্বাস, হৃদয় পার্শ্ববেদনা এবং তন্দ্রাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বামনহাটীর মূল, পুষ্করমূল, রাস্না, বেণেরমূল, যমানী, শুঁঠ, দশমূল ও পিপুল সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ সন্নিপাত-

জ্বরে যাহাদের আনাহশূল, বদ্ধনবৎপীড়া জন্মে তাহাদিগকে দিবে এবং উহা দ্বারা কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং তন্দ্রাও প্রশমিত হয়।

দশমূল, বচ, শুঁঠ, গুলঞ্চ এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ বাতশ্লেষ্মা ও সন্নিপাত জ্বর নাশক।

অভিন্যাসজ্বর চিকিৎসা।

অভিন্যাসজ্বর সন্নিপাত জ্বরেরই অবান্তর ভেদ মাত্র। সুতরাং অভিন্যাস জ্বরও ত্রিদোষেই জন্মে এবং লক্ষণ প্রায় সন্নিপাতের সদৃশ। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, এই জ্বরে রোগী সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকে। অপর যদি অভিন্যাস জ্বর ও সন্নিপাত জ্বর ক্ষীণধাতু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উভয়কেই "হতৌজা" জ্বর বলা যায়।

কৃষ্ণজীরা, পুষ্করমূল, এরণ্ডমূল, বলালতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটীর মূল ও পুনর্ণবা এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা, পাকার্থ গোমূত্র অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ সেবন করিলে স্রোতসকল পরিষ্কৃত হয় এবং অতি প্রবৃদ্ধ অভিন্যাসজ্বর আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

ছোলঙ্গলেবু, পাষাণভেদী, বেলেরমূল, কণ্টিকারী, আকনাদ, এরণ্ডমূল সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথে সৈন্ধব ও গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অভিন্যাস জ্বর, আনাহ এবং শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

রোগীর কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা বা সংজ্ঞানরোগ থাকিলে দশমূলের কাথে ছোলঙ্গলেবুর রস ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, কটকী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসক, চিরতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথ ত্রিদোষঘ্ন।

তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী ও সোনামুখী, সমস্তে দুইতোলা জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া এই কাথে যবক্ষার দুই আনা কি চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করে।

জ্বরে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথ কলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

জিহ্বার জড়িমা দূরীকরণার্থে সৈন্ধব, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও অম্লবেতস এই সমস্ত দ্রব্য একত্র বাটিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিতে দিবে।

রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে কাক জঙ্ঘার মূল মস্তকে ধারণ করিতে দিলে হয়।

এস্থলে জানা আবশ্যক যে সান্নিপাত রোগীর অতিমাত্র কম্প এবং প্রলাপ থাকিলে ও তদবস্থায় বৃংহণীয় ক্রিয়া করা বিধেয়। পরন্তু ঐ রোগী অত্যন্ত পিপাসা ও গাত্রদাহে অভিভূত হইলেও শীতল জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

সন্নিপাত জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ হইলে শোথ প্রতিকারার্থে শোথ স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ এবং রোগীকে পঞ্চতিক্ত ঘৃতাদি সেবন করিতে দিবে। অপর শোথস্থানে কফ পিত্ত নাশক প্রলেপ দিবে, এবং পিত্তঘ্ন ঔষধ দ্বারা রোগীকে বমন ও কবল করাইবে।

গৈরিক, পাংশুজ, শুঁঠ, বচ, রাজ সর্ষপ, কাঁজী, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র বাটীয়া কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে অত্যন্ত উপকার দর্শিয়া থাকে।

কুলথ কলাই, কায় ফল, শুঁঠ, কৃষ্ণ জীরা এই দ্রব্যগুলি জলের সহিত বাটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

জীর্ণজ্বর চিকিৎসা।

নিদিগ্ধিকাদি—নিদিগ্ধিকা (কণ্টিকারী) শুঁঠ, গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই কাথে অর্দ্ধতোলা পিপুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শ্বাস, শূল বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত এবং পীনস, (নাসারোগে) অপরাহ্নে পান করিতে দিবে।

গুলঞ্চ বা বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথে পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর এবং শ্লেষ্মার শান্তি হয়।

পিপুলের চূর্ণ সহযোগে পুরাতন গুড় সেবন করিলে কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু এবং ক্রিমিরোগ, জীর্ণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হয়।

বিষমজ্বর চিকিৎসা।

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কট্‌কী, এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুই তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে সন্ততক জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদ, কট্‌কী। এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সততক জ্বর নাশক।

নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্‌মিস্‌, মুথা, ইন্দ্রযব। ইহারা সমুদায় দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর বিনষ্ট করে।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন। এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুই তোলা, লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে তৃতীয়কজ্বর প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ, আমলকী ও মুথা। সমস্তে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হইবে। সেই ক্বাথ সেবন করিলে চাতুর্থকজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এই তিনখানি দ্রব্য সমুদায়ে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

জ্বরের পালাদিন প্রাতঃকালে শুষ্ক ভূমি জাত, এবং দীর্ঘাকার পত্রযুক্ত কর্ণাখ্য উদ্ভিদের মূল, খদির পানের সহিত সেবন করিলে, বিষমজ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, মুথা ও আমলকী, এই তিনখানি দ্রব্য সমস্তে দুই তোলা মাত্রায় লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এবং ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ চারি আনা কি ছয় আনা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিষম জ্বর শান্তি হয়।

মুস্তকাদি—মুথা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টিকারী, ইহাদের মাত্রা সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে পিপুলের গুঁড়া চারি আনা ও মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিষম জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণারমূল, ও ধনিয়া, সমস্তে দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই কাথে শর্করা চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসক, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ, সমস্তে দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে পরে ছাঁকিয়া এই কাথ জলে শর্করা চারি আনা এবং মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

শেফালিকা পত্রের রস দুই তোলা এক সিকি অর্দ্ধ তোলা মধু সহযোগে সেবন করিলে, বিষম ও অবিষম সর্ব্বপ্রকার জ্বরই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত কৃষ্ণজীরা সেবন করিলে বিষম জ্বর অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ প্রশমিত হয়। গুড় ও কৃষ্ণজীরা উভয়ের সমভাগে প্রত্যেক বারে অর্দ্ধতোলার অধিক সেবন করা বিধেয় নহে। বরং ব্যক্তি বিশেষে উহা-পেক্ষা অল্প পরিমাণেও দেওয়া যাইতে পারে।

চারিআনা বা তদপেক্ষা অল্প পরিমিত রশুন বাটিয়া একতোলা পরিমাণ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে বিষমজ্বর এবং ঘোরতর বাতরোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় রশুন বাটিয়া তদুপযুক্ত ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলেও বিষমজ্বর ও বাতরোগ প্রশমিত হয়।

বিষমজ্বর পীড়িত ব্যক্তি দুগ্ধ ও মাংসরস ভোজী হইয়া দুগ্ধের সহিত পিপ্পলীবর্দ্ধমান সেবন করিলে বিষমজ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ষট্‌পল ঘৃত সেবন কিম্বা হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ বিষমজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

আবর্ত্তিত দুগ্ধ, তিলতৈল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এই দ্রব্যগুলি সমান পরিমাণে একত্র মিশ্রিত ও মন্থন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বিষম-জ্বর নিবৃত্তি পায়।

পিপুল, শর্করা, মধু, ঘৃত, আবর্ত্তিত দুগ্ধ (জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ) এই দ্রব্যগুলি সম পরিমাণে একত্র মন্থন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

জ্বরের বেগ আসিবার সময় অর্থাৎ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা সেবন করিলে বিষমজ্বর আসিতে পারে না।

বৃষের গোময় ও সৈন্ধব, দধির মাতের সহিত অথবা সুরার সহিত পান করিলে বিষমজ্বরের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে।

নীল বৃহ্ণা, বনযমানী, তেউড়ী, ও কট্‌কী, যথা নিয়মে ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া বিষমজ্বরে বিরেচনার্থ প্রযোজ্য। জ্বর আসিবার দিবস ইহা প্রয়োগ করিতে হয় এবং উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে রোগীকে যথা নিয়মে স্নেহ প্রয়োগ এবং স্বেদ দিয়া লওয়া আবশ্যক।

বিষমজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে মণ্ড সহযোগে সুরা পান করিতে দিবে এবং কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর, ইহাদের মাংসের কাথ বা যূষ সেবন করিতে দিবে।

সহস্র সংখ্যক আমরুলী পত্র লইয়া ইহাদের কাথ বা কল্ক দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস পান করিলে চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

শিরীষ পুষ্পের স্বরসের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ এবং ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা টানিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। বক পত্রের রস নাসিকা দিয়া টানিলেও চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ ধূপ—গুগ্‌গুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত সর্ষপ, যব ও ঘৃত। ইহাদের ধূম সর্ব্বজ্বরঘ্ন।

অপরিজাত ধূপ—গুগ্‌গুল, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিম্বপত্র, আকন্দের মূল, অগুরুচন্দন ও দেবদারু, সমভাগে লইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, ঐ ধূম শরীরে সংলগ্ন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

বিড়াল বিষ্ঠার ধূম শরীরে সংলগ্ন করিলে কম্পজ্বর প্রশমিত হয়।

আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল সূতার দ্বারা কটীদেশে রবিবারে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর আশু নিবৃত্তি হয়।

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, বৃদ্ধদারু, ব্রহ্মযষ্টি, লজ্জাবতী, চাকুলে, আপাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের যে কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া মস্তকে বন্ধন করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের দৈব মূলক চিকিৎসা।

চিকিৎসা দ্বিবিধ, দৈব মূলক এবং যুক্তিমূলক। অশুভ গ্রহাদির শান্তির নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নাদি শান্তি কর্ম্মের নাম দৈবমূলক চিকিৎসা এবং দোষের শান্তির নিমিত্ত কষায়াদি ঔষধ প্রয়োগ করার নাম যুক্তি মূলক চিকিৎসা।

পরন্তু এই উভয়বিধ চিকিৎসা বিধির নাম সাধারণ চিকিৎসা। তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক জ্বরের প্রতীকারার্থে সাধারণ চিকিৎসারই প্রয়োজন হয়। কারণ বিষমজ্বরে প্রায়ই ভূতাদির সংস্রব ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই ভূতাদির সংস্রব নিবারণার্থ "গঙ্গায়া উত্তরেকূলে অপুত্রস্তাপ সো মৃতঃ। তস্মৈ তিলো-দকং দদ্যান্ মুঞ্চত্যোকাহিকো জ্বরঃ।" রোগী পালা দিনে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অশ্বত্থ পত্র হস্তে লইয়া তর্পণ করিবে এবং পবিত্র হইয়া নন্দি প্রভৃতি অনুচর বর্গ ও মাতৃকা গণের সহিত উমা ও উমাপতি পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বব্যাপী চরাচর পতি সহস্র শিরা বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠপূর্ব্বক স্তব করা কর্ত্তব্য।

জ্বরে ঘৃত প্রয়োগ।

কষায় প্রয়োগ, বমন, লঙ্ঘন এবং লঘু ভোজন দ্বারা যাহাদের শরীর রুক্ষ হইয়াছে, অথচ জ্বরের শান্তি হইতেছে না, তাহাদের পক্ষে ঘৃতই মহৌষধ। কষায়াদি প্রয়োগ করিয়াও যাহার রুক্ষতা জন্মে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। যদিও জ্বরের প্রারম্ভাবধি দশদিন অতীত হইলেই ঘৃত প্রয়োগের ব্যবস্থা চরকগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। তথাপি উক্ত ব্যবস্থা সামান্যা-কারের, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যদি কফের প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং দোষের আধিক্য বশতঃ লঙ্ঘনের সম্যক ফল প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে জ্বরের দশদিন অতীত হইলেও যে পর্য্যন্ত দোষের লাঘব না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় সংশমন ঔষধ প্রয়োগই ব্যব-স্থেয়। অপর, দশাহ, অন্তে কফাধিক্য ও দোষের প্রাবল্য লক্ষিত হইলেও আহারের সহিত মাংস রস দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, মাংসরস অত্যন্ত বলকারক, সুতরাং উহা সেবন করিয়া রোগীর বলসঞ্চয় হইলে, সেই বল-কর্ত্তৃকই দোষের খর্ব্বতা সংসাধিত হইতে পারে।

মাংসে দোষ নাশক ধাতু পোষক, বলবর্দ্ধন ও পুষ্টিবর্দ্ধন প্রভৃতি উপা-দেয় গুণ থাকায় অধিকাংশ রোগেই মাংস আহারের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং জ্বর রোগীর পক্ষেও মাংস ব্যবস্থেয়। বিষমজ্বরীর পক্ষে এন, লাব, কপিঞ্জল, শশক, পৃষত, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃকা, শরভ, কাল পুচ্ছ এবং ছাগ-শাবক প্রভৃতির মাংস বিশেষ হিতকর। অতএব চিকিৎসক ইহাদের গুণ বিবেচনা করিয়া যাহার পক্ষে যাহার মাংস উপযোগী বোধ করিবেন তাহাকে

তাহার মাংস যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবেন। এস্থলে গুণাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া পশ্চাতে প্রদর্শিত হইতেছে।

এন—জাঙ্গলজাতীয় কৃষ্ণবর্ণ হরিণ। ক্রিয়া; মাংস আস্বাদে কষায় ও মধুর, রুচিজনক, বলকারক, হৃদ্য, রক্তপিত্তনাশক, সঙ্কোচক ও জ্বরঘ্ন।

লাব—বিষ্কির জাতীয় পক্ষী ইহার বিখ্যাত নাম "লোবা" গুণ ও ক্রিয়া; মাংস ও আস্বাদে কষায় ও মধুর, লঘুপাক, সঙ্কোচক, আগ্নেয়, বিপাকে কটু এবং ত্রিদোষনাশক।

কপিঞ্জল—শ্বেতবর্ণ তিত্তিরি ইহাও বিষ্কির জাতীয় পক্ষী। ক্রিয়া; ইহার মাংস শীতবীর্য্য, মধুর লঘুপাক রক্তসংক্রান্ত মন্দবাত সম্পন্ন, পিত্তশ্লেষ্ম-রোগে প্রশস্ত।

শশক—বিলেশয় জাতীয় পশু। গুণ; আস্বাদ কষায় ও মধুর, নাতি শীতবীর্য্য, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, বায়ুর সাম্যকারক।

পৃষত—জাঙ্গলজাতীয় চিত্র হরিণ। গুণ; মাংসশীতবীর্য্য সুস্বাদু, সঙ্কোচক, রুচিকারক, শ্বাস, জ্বর ও ত্রিদোষনাশক এবং রক্ত পিত্ত প্রশমক।

কুরঙ্গ—জাঙ্গলজাতীয় ঈষৎ তাম্রবর্ণ বৃহৎকায় হরিণ। গুণ; উহার মাংস শীতবীর্য্য, ধাতু বর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরুপাক, বলকারক, সংকোচক, কিঞ্চিৎ কফবর্দ্ধক।

মৃগমাতৃকা—জাঙ্গলজাতীয় স্থূলোদরা হরিণী। গুণ; ইহার মাংস শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও সন্নিপাত নাশক এবং ক্ষার, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও অরুচি হারক।

শরভ—জাঙ্গলজাতীয় উষ্ট্রের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ। কাশ্মীর দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুণ; এই পশুর মাংস কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট, হৃদ্য, রুচি ও বলপ্রদ।

কাল পুচ্ছ—জাঙ্গলজাতীয় কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছযুক্ত হরিণ। গুণ; শরভের মাংসের ন্যায়।

ছাগ শাবক—ইহার মাংস অতি লঘু, হৃদ্য, আস্বাদে সুখজনক, বলকারক ও জ্বরঘ্ন।

কুক্কুট, ময়ুর, তিত্তিরি এবং ক্রৌঞ্চ ইহাদের মাংস কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া জ্বর রোগীর পক্ষে কেহ কেহ সুপথ্য বিবেচনা করেন না। কিন্তু যদি লঙ্ঘনে রোগীর বায়ু অধিক প্রবল হয় তাহা হইলে সেই বায়ু

প্রশমনার্থে কুক্কুটাদির মাংস আহারার্থে প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে উক্ত মাংসের গুরুপাকিত্ব ও উষ্ণত্ব দোষ অনিষ্টদায়ক না হইতে পারে, এই প্রকার কল্পনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দেওয়া উচিত। কারণ গুরুপাক দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করিলে লঘু হয়। অপর আমলকী প্রভৃতি শীতবীর্য্য বস্তু সহযোগে উষ্ণবীর্য্য মাংসও শীতগুণ প্রধান হইয়া থাকে।

আচার্য্যগণ মাংসকে সুস্বাদু, লঘুপাক এবং বিবিধ রোগ উপযোগী করিবার জন্য অনেক প্রকার কল্পনাপূর্ব্বক প্রস্তুত করার উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহাতে সহজে পরিপাক পায়, এ প্রকার কল্পনা এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য বলিয়া লিখিত হইতেছে, মাংসার্ক, মাংসরস এবং মাংসযূষ এই কয়েকটী কল্পনাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখপাচ্য। সুতরাং ঐ তিনটী কল্পনা এই ;—

কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মাংসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ;—মৃদুল মাংস, কঠিন মাংস এবং ঘন মাংস (অর্থাৎ যেমন অশ্বমাংস)।

মৃদুল মাংস স্থূল খণ্ডে ছেদন করিয়া তাহাতে মাংসের চল্লিশভাগের একভাগ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া জলে এমত ভাবে ধৌত করিবে, যেন মাংসগুলি অধিক সঞ্চালিত বা আলোড়িত না হয়। ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত হইলে মাংসের যাটিভাগের একভাগ অষ্টাঙ্গ (জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর রেণু, মরিচ ও মৃগনাভি) এবং আট ভাগের একভাগ ইক্ষুরস, মাংসের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া বকযন্ত্রে স্থাপন করিবে এবং উহাতে চারিগুণ জল ও তদুপরি জাতি প্রভৃতি সুরভিপুষ্প আচ্ছাদন করিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে চোয়াইয়া লইবেক।

কঠিন মাংস দ্বারা অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে কঠিন মাংস ক্ষুদ্রাকারে ছেদন করিলে তাহাতে মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা এবং সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কাঁজীদ্বারা তিনবার এবং ঈষদুষ্ণ জলে ৭ বার ধৌত করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে অষ্টাঙ্গ প্রভৃতি দিয়া চোয়াইয়া লইবেক।

ঘনমাংস অতি ক্ষুদ্র অংশে ছেদন করিয়া তাহাতে পূর্ব্ব মাত্রায় সৈন্ধব দিবে। তৎপরে শঙ্খ দ্রাবক দিয়া আলোড়ন করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ধৌত করিয়া পূর্ব্ববৎ অষ্টাদি মিশ্রিত করিয়া চোয়াইয়া লইবেক।

মাংসরস।

মাংসরস তিনপ্রকার যথা ;—ঘন মাংসরস, অচ্ছ মাংসরস এবং অচ্ছতর মাংসরস। ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে দেড়সের মাংস, অচ্ছমাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে তিনপোয়া মাংস এবং অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুতার্থ চারিসের জলে অর্দ্ধপোয়া মাংস দিয়া সিদ্ধ করিতে করিতে চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই অগ্রে মাংস পেষণ করিয়া বটীকাকার করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে।

মাংসযূষ।

দাউল প্রভৃতির মাত্রাপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় মাংস লইয়া সমুদায় দ্রব্যের আটগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া গ্রহণ করিবে।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত।

গব্য ঘৃত চারিসের। পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেনারমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁয়্যামলকী, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, বেলশুঁঠ বলালতা, কণ্টিকারী এই দ্রব্যগুলি সমভাবে সমস্তে একসের লইয়া উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ঘৃত ও কুট্টিত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া তাহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া পাক করিবে। কোন গ্রন্থে দুগ্ধ দ্বারা এই পাকের বিধান দৃষ্ট হয়। এই ঘৃত জীর্ণজ্বর, ক্ষয়, কাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ববেদনা, হলীমক, অঙ্গসন্তাপ ও অগ্নিবৈষম্য নষ্ট করিয়া থাকে।

যে স্থলে ঘৃতাদি স্নেহের পরিমাণ লিখিত নাই, সেই স্থলে স্নেহের চতুর্থাংশ কল্ক দেওয়া আবশ্যক। আর যে স্থলে দ্রব দ্রব্যের মাত্রা লিখিত নাই সেই স্থলে দ্রব বস্তু স্নেহের চারিগুণ এবং যে স্থলে দুগ্ধের মাত্রার উল্লেখ নাই, সেই স্থলে দুগ্ধের সমান দিতে হয়। যে স্থলে অন্য দ্রব্য পদার্থের উল্লেখ আছে, সেই স্থলে যদি দুগ্ধের পরিমাণ লিখিত না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ স্নেহের সমান দিবে। কিন্তু যে স্থলে অন্য কোন দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ নাই সেই স্থলে দুগ্ধের মাত্রা লিখিত না থাকিলে দুগ্ধ স্নেহের চারিগুণ দিবে।

পরন্তু একদিনেই ঘৃতাদি ও গুড় প্রভৃতির পাক শেষ করা বিধেয় নহে। বাসি করিয়া পাক শোধন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্নেহপাক সিদ্ধির শেষ পাকের লক্ষণ।

ঘৃতের মূর্চ্ছা পাকের নিয়ম নাই, কিন্তু তৈলের মূর্চ্ছা পাকের বিধি আছে। মূর্চ্ছা পাকের বর্ণনাই প্রধান উদ্দেশ্য। স্নেহে কল্ক স্থাপন করিয়া জল বা দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া মন্দ মন্দ অগ্নি সন্তাপে সিদ্ধ করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে যে জলীয়াংশ শেষ পাইয়াছে। তৎকালে স্নেহপাক হইল কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। স্নেহ পাক সিদ্ধির লক্ষণ নিম্নে বর্ণন করা যাই-তেছে। ঘৃতাদির মধ্যস্থ কল্ক উঠাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে মমবাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চড়চড় ইত্যাদি শব্দ হয় না এবং স্নেহ পাক কালে যে একপ্রকার শব্দ হয় ও ফেনোদ্গম হয়, তাহার নিবৃত্তি এবং স্নেহে যে যে বস্তু দেওয়া যায়, সেই সেই বস্তুর গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ প্রভৃতি স্নেহে উপলব্ধি হওয়া এই লক্ষণ গুলির উদয় হইলে ঘৃত কি তৈলে জল নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। এমতাবস্থায়ই ঘৃতাদিতে আর অগ্নি সন্তাপ না দিয়া নামাইয়া রাখিবে। এই পাককে চলিত ভাষায় শেষ পাক কহে।

ক্ষীরষট্পলক ঘৃত।

গব্যঘৃত চারিসের। পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সহযোগে ষোলসের দুগ্ধ দ্বারা পাক করিবে। এই ঘৃতে বিষম-জ্বর ও গুল্ম রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

দশমূল ষট্পল ঘৃত।

গব্যঘৃত চারিসের। পিপুল, পিপুলের মূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য আট তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিবে। দুগ্ধ চারি-সের দশমূলের কাথ ষোল সের, এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য ত্রিদোষ জনিত রোগ, প্লীহা এবং পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

কাথ প্রস্তুতের নিয়ম।

বিশেষ উক্তি না থাকিলে কাথ দ্রব্য আটগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটেবাদ দিয়া তরল অংশ গ্রহণ করিবে।

তৈল ও ঘৃতাদি পাক সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে, যে পরিমাণ কাথ বস্তুর উল্লেখ থাকিবে, সেই পরিমাণাপেক্ষা জল চারিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে, তরল দ্রব্য দ্বিগুণরূপে পরিগৃহীত হয় বলিয়া, চারিগুণ স্থলে আটগুণ জল বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ ৮ সের কাথ্য দ্রব্য ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই জন্যই মূলে কথিত আছে যে, পাদস্থ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহা স্নেহের (তৈল ঘৃতাদি) চারিগুণ হইবে। অপর কল্ক তৈলাদির চারিভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে হয়।

যে তৈল ও ঘৃতে পাঁচটী বা ততোধিক প্রকার তরল দ্রব্য দিতে হয়, তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ তৈল ঘৃতের সমান গৃহীত হইবে, কিন্তু পাঁচের ন্যূন হইলে উহাদের সমস্তে তৈলাদির চারিগুণ পাকার্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

বাসাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত চারিসের। কল্কার্থ, পিপুলের মূল, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। বাসক গুলঞ্চ ত্রিফলা, যষ্টিলতা, দুরালভা, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ ৮ সের এবং দুগ্ধ ৮ সের পূর্ব্বোল্লিখিত ঘৃত মধ্যে প্রদান করিয়া যথা নিয়মে পাক করিবে, এই ঘৃত এক শিশি মাত্রায় দিবসে একবার করিয়া গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে জীর্ণজ্বর দূরীভূত হয়।

গুলঞ্চ, বাসক, ত্রিফলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিসমিস ও বেড়েলা, এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকের কাথ এবং কল্ক দ্বারা পৃথক পৃথক পাঁচটী ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই পাঁচ প্রকার ঘৃতই পুরাতন জ্বরনাশক।

কাল এবং রোগ বিবেচনা করিয়া জ্বররোগীকে ষড়হে ষড়হে (ছয় দিন পরে ছয় দিন পরে) যথাক্রমে পেয়া, কষায়, ঘৃত, দুগ্ধ এবং বিরেচন দেওয়া উচিত।

নূতনজ্বরে দুগ্ধ সেবন করিলে ঐ দুগ্ধ বিষের ন্যায় অনিষ্টোৎপান করিয়া থাকে। তাহাই যদি পুরাতন জ্বরে সেবন করা যায়, তাহা হইলে অমৃতের ন্যায় মহোপকারক হয়। জীর্ণ জ্বরে বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ অধিক হইলে দুগ্ধ ব্যবস্থেয়, দুগ্ধে শ্লেষ্মবর্দ্ধক গুণ থাকায় শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত হইলে দুগ্ধ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব বায়ু বা পিত্তনাশক ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ

পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে অথবা শীতল করিয়া জীর্ণ জ্বরীকে পান করিতে দিবে।

ঔষধ দ্রব্যের পরিমাণাপেক্ষা আটগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের পরিমাণাপেক্ষা চারিগুণ জল লইয়া একত্রে সিদ্ধ করিতে করিতে যখন জল শেষ পাইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সময় নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড়, গোক্ষুর, কণ্টিকারী, এই দ্রব্যগুলির সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ করা দুগ্ধে, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ব বেদনা এবং পীনস রোগ নিবারিত হয়।

গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলছাল, শুঁঠ, এই ঔষধগুলির সহযোগে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাক করা দুগ্ধেই বেড়েলা, বেলছাল ও শুঁঠ, এই ঔষধগুলির সহযোগে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাক করা দুগ্ধে ইক্ষুগুড়, মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি ও প্রস্রাব হয় এবং শোথযুক্ত জ্বর নিবৃত্তি পায়।

শ্বেত পুনর্ণবা ও বেলছালের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পক্ক দুগ্ধ সর্ব্বজ্বরনাশক হয়।

জ্বররোগীর গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে যথা যোগে ঔষধের সহিত সিদ্ধ করা দুগ্ধ শীতল করিয়া হউক অথবা উষ্ণই হউক জ্বররোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা এরণ্ড মূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

রোগীর শরীরে বহু দোষের সঞ্চয় থাকিলে বমন এবং বিরেচন দ্বারা উক্ত দোষ নিঃসরণ করিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু অল্প দোষে বমন ও বিরেচন বিধেয় নহে। চরকগ্রন্থের কল্প স্থানে যে বমন ও বিরেচন কারক ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা যথাযোগ্য কালে বমন ও বিরেচনের যোগ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কফজ্বরে, পিপ্পুলের সহিত মদনফল (ময়নাফল) পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ইন্দ্রযবের সহিত মদনফল এবং দাহ প্রধানজ্বরে (পিত্তজ্বরে) উষ্ণজলের সহিত যষ্টিমধু যুক্ত মদনফলে বমনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই বমনে জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

দুগ্ধের সহিত সোণালুর আটা কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত সোণালুর আটা অথবা দুগ্ধের সহিত তেউড়ির চূর্ণ বা বলালতার চূর্ণ বিরেচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মাত্রা সোণালুর আটা ছয় আনা হইতে

অঙ্কোতোলা, তেউড়ির চূর্ণ চারি আনা হইতে ছয় আনা, বলালতার চূর্ণ চারি-আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে।

দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বমন, বিরেচন উভয়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি রোগীকে নিতান্তই দাস্ত করান আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উষ্ণ দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করাইয়া বা নিরূহণ কি অনুবাসন দ্বারা মল বহির্গত করিয়া ফেলিবে।

পক্কাশয়ে দোষ অবস্থান করিলে, চরকগ্রন্থের সিদ্ধিস্থানোক্ত জ্বরনাশক অনুবাসন ও নিরূহণ দ্বারা পক্কাশয়স্থ দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত।

পুরাতন জ্বরে রোগীর মস্তকে বেদনা ও গুরুতা থাকিলে, শীর্ষ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অরুচিও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ, প্রলেপ, স্নেহপান, অবগাহন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত তৈলাদি শীতল বা উষ্ণ ব্যবহার করিতে দিবেন। অর্থাৎ উষ্ণতাবশত জ্বর জন্মিলে শীতবীর্য্য তৈল প্রভৃতি এবং শীততা বশত জ্বর হইলে উষ্ণ তৈলাদির ব্যবস্থা করিবেন। এই সমস্ত প্রয়োগ করিলে, বহির্মার্গিক জ্বর আশু নিবৃত্তি হয় এবং সুখোদয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তৈলপাকের নিয়ম।

ঘৃত পাকাপেক্ষা তৈল পাকে গুটিকতক অতিরিক্ত নিয়ম অবলম্বিত হয়। ঘৃত সম্বন্ধে কেবল কল্কপাক ও দ্রবপাক। কিন্তু তৈল সম্পর্কে একটী মূর্চ্ছা-পাক অতিরিক্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। উহাকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ;—কটাপাক এবং মূর্চ্ছাপাক। কটাপাক,—প্রথমতঃ তৈল কটাহে (কড়াতে) করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, যখন দেখিবে যে, তৈল ফেনরহিত হইয়াছে, সেই সময়ে চুল্লি হইতে নামাইবে. এই পাককেই কটাপাক কহে।

মূর্চ্ছাপাক,—কটাপাক কৃত তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইলে পেষিত কাঁচা হরিদ্রা কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ উহাতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠাদি পদার্থ কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে উক্ত তৈলে প্রদান পূর্ব্বক তৈলের চতুর্গুণ জল উহাতে দিয়া পুনঃ পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল থাকিতে থাকিতে চুল্লি হইতে নামাইয়া রাখিবে ইহাকেই মূর্চ্ছাপাক

বলে। অপর তৈলভেদে মূর্চ্ছা দ্রব্যেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা ;—

তিল তৈলের মূর্চ্ছাপাকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির প্রয়োজন হয়, যথা ;—মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লোধকাষ্ঠ, নালুকা; আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেয়াবমূল, বটেরঝুরি, সূচিমুখী ও বালা।

সর্ষপ তৈলের মূর্চ্ছাপাকে এই দ্রব্যগুলির প্রয়োজন হয়, যথা ;—আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর পুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, বহেড়া ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্যকে মূর্চ্ছাদ্রব্য বলে। ইহাদের পরিমাণের নিয়ম। এই তৈলের পরিমাণ যত মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপর দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ ১৬ সের হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ এক সের এবং হরিদ্রার বা আমলকী প্রভৃতির প্রত্যেকের পরিমাণ একপোয়া, সর্ব্বপ্রকার তৈলেই এই পরিমাণে মূর্চ্ছা দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

অঙ্গারক তৈল।

তিল তৈল চারিসের, সূচীমুখীর মূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রবারুণীর মূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী, এই সমস্ত কল্ক দ্রব্য একসের এবং ষোলসের কাঁজীর সহিত পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

লাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এই কএক দ্রব্য সমস্তে একসের, তিল তৈল চারিসের এবং তৈলের ছয় গুণ কাঁজি, এই দ্রব্যগুলি একত্র পাক করিবে। এই তৈল দাহ এবং শীতজ্বর নাশক।

তিল তৈল চারিসের, যবচূর্ণ একপোয়া, মঞ্জিষ্ঠা এক ছটাক এবং তৈলের সাতগুণ কাঁজি, এ সমুদয় একত্র পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মালিশ করিলে জ্বর, অতিমাত্র গাত্রদাহ এবং কম্প বিনষ্ট হয়।

ধুনা কল্ক করিয়া তৈলের চারিগুণ কাঁজীর সহিত তৈল পাক করিবে। উক্ত তৈল শীতল জলের সহিত মন্থন করিয়া শরীরে মালিশ মাত্রই দাহজ্বর গাত্রজ্বালা ও বাত রক্ত বিনষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত চরক গ্রন্থে উল্লিখিত চন্দনাদ্য, অন্তর্ব্বাদ্য এবং নারায়ণ তৈল প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

ঘৃত মালিশ ও পান করিলে অভিঘাত জ্বরের শান্তি হয়। অপর, উরঃক্ষত ও ব্রণজনিত জ্বর, ক্ষত এবং ব্রণের চিকিৎসা দ্বারাই প্রশান্ত হয়।

আগন্তুকজ্বর চিকিৎসা।

ঔষধি গন্ধজনিত এবং বিষজনিত জ্বর, বিষ পানের চিকিৎসা দ্বারা কিম্বা সর্ব্ব গন্ধের অর্থাৎ সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের ক্বাথ পান করাইয়া অপনীত করিবে।

হোমাদি কার্য্যদ্বারা অভিচার এবং অভিশাপ জনিত জ্বরের শান্তি করিবে। দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি সৎকার দ্বারা উৎপাত এবং গ্রহপীড়া জনিত জ্বরের শান্তি করিবে।

ক্রোধ ও কামাদি জ্বরের চিকিৎসা।

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তনাশক ক্রিয়া, অভিলষিত বিষয় প্রদান এবং সদ্বাক্য-কথন, এই সমস্ত করা আবশ্যক। অপর আশ্বাস বাক্য, ইষ্ট লাভ, বায়ু নাশক ক্রিয়া এবং হর্ষজনক ক্রিয়া দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জ্বর শান্তি করে। এতদ্ব্যতীত কামেতে ক্রোধজ্বরকে, ক্রোধে কামজ্বর এবং কাম ও ক্রোধে ভয়জ্বর ও শোকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভুতজ্বরের চিকিৎসা।

সুশ্রুতোক্ত ভূতবিদ্যার উল্লিখিত বন্ধ, আবেশন এবং তাড়নাদি দ্বারা ভূতাবেশ জনিত জ্বরের শান্তি করিবে, অপর মানসিক শান্তি ক্রিয়া দ্বারা মানস জ্বরের প্রতীকার করিবে।

দ্ব্যাহিক জ্বর।

দ্ব্যাহিক জ্বর, দুইপ্রকার। জীর্ণদ্ব্যাহিক ও আগন্তুক বা ভৌতিকদ্ব্যাহিক।

জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা।

ভেরেণ্ডার মূল, কুড়, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, শঠী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বামুনহাটী, দুরালভা, শ্বেত পুনর্নবা ও দশমূল এই একুশটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত দুই তোলা পাকার্থ গোমূত্র একসের শেষ আধপোয়া। এই ক্বাথ সেবন করিলে জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আগন্তুক দ্ব্যাহিক জ্বর চিকিৎসা।

শুঁঠ, চিরাতা, মুথা, লোধ, পাকল, গাম্ভারী ও শ্রীফল এই সমস্ত দ্রব্যে

যথাবিধি ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে ভৌতিক দ্ব্যাহিক জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্র্যাহিক জ্বর চিকিৎসা।

ত্র্যাহিক আগন্তুকজ্বরে দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য দুই মাষা পরিমাণে লইয়া, এক সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চারিমাষা আদার রস এবং চারি মাষা সজিনার রস প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে ত্র্যাহিক আগন্তুক জ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারি রস।

পারদ, গন্ধক ও শঙ্খ ইহাদের প্রত্যেকে চারিভাগ, তুঁতিয়া একভাগ, এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া, গোজিয়া লতা, জয়ন্তী ও নটিয়া শাক এই সকলের প্রত্যেকের রসে ৭ সাত বার ভাবনা দিবে। পরে এই ঔষধ চারি-রতি পরিমাণে জীরা ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ত্র্যাহিক জ্বর উপশমিত হয়। ইহার নাম ত্র্যাহিকারি রস।

বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রসদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

চাতুর্থকারি রস।

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম ও গন্ধক এই সমুদায় দ্রব্য সম পরি-মাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা শরাব পুটে রাখিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে, অনন্তর ঐ সকল ঔষধ দ্রব্য ঘৃত কুমা-রীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শীত জ্বর, বিশেষতঃ চাতুর্থক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রথমে ঘোল পান করিয়া মরিচ ও ঘৃত সহযোগে ইহা সেবন করিলে বমন হইয়া জ্বর শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ইহার নাম চাতুর্থকারি রস।

সর্ব্বতোভদ্র রস।

চারি তোলা অভ্র, এক তোলা গন্ধক, এক তোলা হিঙ্গুলোথ রস, এবং কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী, ছোট এলাচ, গজপিপ্পলী, কুড়, তালিশপত্র, ধাইফুল, দারচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিঁপুল ও আমলকী, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা। সর্ব্ব দ্রব্য চূর্ণ ও একত্র পেষণ করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত

করিবে। পান, মধু ও শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। রোগ বিশেষে ইহার অনুপান পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিসূচিকা, পিত্তশ্লেষ্ম ও বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রহণী, বমি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, চিরকালোৎপন্ন পৈত্তিক, জ্বর ধাতুস্থ বিষম জ্বর, পঞ্চবিধ কাস, কামলা ও পাণ্ডু, প্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। স্বয়ং মহেশ্বর লোক হিতার্থে এই ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার নাম সর্ব্বতোভদ্র রস।

সর্ব্ব জ্বরারি রস।

হিঙ্গুল ৩ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, রস ১ ভাগ দন্তির কাথে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা চিনির সহিত সেবন করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরই বিনাশ পাইয়া থাকে।

জ্বররোগে পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

নবজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে উপবাস, খই, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি এবং সাগু প্রভৃতি লঘু আহার ও দাড়িম কেশুর পানিফল, ইক্ষু, কিস্‌মিস্‌, গরম জল শীতল করিয়া পান ইত্যাদি হিতকর। জ্বরত্যাগ এবং উপদ্রব শূন্য না হইলে অন্ন ব্যবস্থা করিবে না।

জীর্ণজ্বর ও প্লীহাজ্বরাদিতে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ বা মসুর কলায়ের যুষ, ডুমুর, ঠোটে কলা, মানকচু, বেগুণ, পটোল, আলু, কই, মাগুর ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমাছের ঝোল, এক বল্কা দুধ পথ্য করিবে।

জ্বররোগ সমাপ্ত।

জ্বরাতীসার।

পৈত্তিকজ্বরে পিত্তহেতুক অতিসার, অথবা অতীসার রোগে জ্বর জন্মে, তাহা হইলে দোষও দুষ্যের সমতাহেতু ঐ মিশ্রিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়।

কেবল জ্বররোগে ও কেবল অতীসার রোগে যে সমস্ত ঔষধের ব্যবস্থা আছে সেই উভয়প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ইহাতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। জ্বরনাশক ঔষধ প্রায়ই ভেদক এবং অতীসারের ঔষধ প্রায়ই ধারক, হেতু এই জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অতীসারের বৃদ্ধি এবং অতীসার

নাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিলে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। অতএব জ্বরাতীসার রোগের ব্যবস্থা পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ;—

জ্বরাতীসারি রোগীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থেয়। কারণ রস সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্বর বা অতীসার রোগ প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। অতএব লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া জ্বরাতীসার বেগের বল হ্রাস করিয়া থাকে।

জ্বরাতীসারে দাড়িম্বাদি অম্ল রসের সহিত প্রস্তুত করা পেয় দ্রব্য বা যবাগূ প্রভৃতি পথ্য করা কর্ত্তব্য।

বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুঁঠ এই সমস্ত মিলিত ২ দুই তোলা জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্বাথ পানে মলের পিচ্ছিলতা, বিবন্ধ, শূল, ও আমদোষ প্রশমিত হয় এবং রক্তাতীসার ও জ্বর সংযুক্ত অতীসার নিবারিত হইয়া থাকে।

আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা এই ঔষধ সেবনে অপক্করসের পরিপাক হইয়া জ্বরাতীসার রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বিল্বপঞ্চক।

শালপানী, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, দাড়িম্বফলের ছাল, মিলিত ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ আট তোলা। অতীসার জ্বর ও বমি থাকিলে ইহাদ্বারা আশু আরোগ্যলাভ করা যায়।

সিদ্ধি ও ধনে এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া থইয়ের মণ্ডের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতীসার নাশ পায়।

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা, ইন্দ্রযব এই চারিদ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আফিঙের জলে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতীসার দূরীভূত হয়।

জ্বরাতীসার সমাপ্ত।

অতীসার চিকিৎসা।

প্রথমেই অতীসারের আম ও পকলক্ষণ অবগত হইয়া তাহার পর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ যদি আমাতীসারে পক্কাতীসারের ক্রিয়া অর্থাৎ ধারকাদি ঔষধ প্রয়োগ করা যায় কিম্বা পক্কাতীসারে আমাতীসারের

ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অতিশয় অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে।

পোড়া বেল, কিঞ্চিৎ ইক্ষু গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার, আমশূল, কুক্ষিগতরোগ ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়।

বটের কুঁড়ি তণ্ডুলের জলে বাটিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অতীসার রোগ প্রশমিত হয়।

চিনি ও মধু একত্র করিয়া চাউলের জলের সহিত পান করিলে রক্তাতীসার রোগ বিনাশ পায়।

অতীসার বারণ রস।

হিঙ্গুল, শোধিত কর্পূর মুথা ও ইন্দ্রযব সমভাগে একত্র করিয়া অহিফেন অর্থাৎ আফিঙ্গযুক্ত জল দ্বারা ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতীসার বিনাশ পায়।

কুটজাদি।

ইন্দ্রযব, দাড়িমফলের ছাল, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি এই সমস্ত মিলিত দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। ইহা অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমশূল অর্থাৎ কামড়ানি, রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা বিনাশিত করে। এই ঔষধ অতীসাররোগে উৎকৃষ্ট।

কুটজাষ্টক।

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় পান করিবে। লেহবৎ অর্থাৎ চাটিয়া খাইবার মত ঘন হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমুদায়ের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা ;—মোচরস, আকনাদি, বরাক্রান্তা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতীসার, রক্তসহিত অর্শঃ, রক্তপ্রদর ও অন্যান্য বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপানঃ—ঈষদুষ্ণ বা শৃত শীতল জল, বস্তিদোষে অরমণ্ড ও রক্তস্রাবে ছাগদুগ্ধ অনুপান ব্যবস্থেয়।

অঘোর নৃসিংহরস।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খই, গন্ধক, অভ্র, পারদ, প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের সমান আফিঙ্। সমস্ত দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণে বটিকা করিবে। জীরার গুঁড়া ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ দ্বারা অতীসার ও সংগ্রহ গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অতীসার রোগে পথ্য।

বমন, লঙ্ঘন, নিদ্রা, পুরাতনশালিতণ্ডুলের অন্ন বা যষ্টিক চাউলের অন্ন, বিলেপী, লাজমণ্ড, মসুরের যূষ, অড়হরের যূষ, এবং খরগস, এণ, হরিণ ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংসের যূষ, সমস্ত ক্ষুদ্র মৎস্য, খুড্ডীশ মৎস্য ও মধুরালিকা অর্থাৎ মউরোলা মাছ অতীসার রোগে পথ্য।

তৈল, অজাঘৃত, অজাদুগ্ধ, অজাদধি ও অজাতক্র। গব্যদুগ্ধ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, গব্যঘোল, গব্যমাখন অতীসারে পথ্য।

কচি রম্ভা, মোচা, মধু, জাম, কামরাঙ্গা, কদ্‌বেল, বকুল, বিল্ব, গাব, দাড়িম, তাল, সিঙ্গি, জাতীফল, জীরক ও কষায় দ্রব্য পথ্য।

অতীসার রোগে নাভিস্থলের দুই অঙ্গুলি নিম্নভাগে এবং পৃষ্ঠ বংশাস্থির মূলে অগ্নি সন্তপ্ত অস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন করিয়া দিবে।

অতীসারে অপথ্য।

স্বেদ, অঞ্জন, রক্ত মোক্ষণ, অবগাহন, জলপান, স্ত্রীসহবাস ও রাত্রি জাগরণাদি অপথ্য।

অতীসার রোগ সমাপ্ত।

গ্রহণীরোগের চিকিৎসা।

অগস্ত্যপুষ্প বৃক্ষের অর্থাৎ বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রস, মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়।

অর্দ্ধ তোলা মিছরি ও এক তোলা ইসবগুল, একত্র করিয়া সেবন করিলে গ্রহণী রোগের উপশম হয়।

পরিস্কৃত পাত্রে কিঞ্চিৎ গুড়, গুড়ের দ্বিগুণ মধু, মধুর দ্বিগুণ কাঁজি, কাঁজির দ্বিগুণ দধির মাত একত্র স্থাপনপূর্ব্বক ধান্যের মধ্যে রাখিয়া দিবে।

উহা বিকৃত হইলে উত্তোলন করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়।

একশত পল কুড়চির ছাল, চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের অবশিষ্ট রাখিবে। পরে তাহাতে কুড়িসের চিনি দিবে। পরে গুড়ের মত পাক হইলে তন্মধ্যে আকনাদি বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ধাইফুল, মুথা, দাড়িম ছাল, আতিস, মোচরস, লোধ, রসাঞ্জন, ধনে, বেণামূল ও বালা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রদান করিবে এবং অনবরত হাতাদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। তৎপরে নামাইয়া শীতল হইলে একপল মধু মিশাইবে। এই ঔষধ শুকাইয়া না যায় এমত পাত্রে রাখিতে হইবে। বাসি জলের সহিত প্রতি দিন ইহার এক তোলা চাটিয়া খাইলে সর্ব্ব প্রকার গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

বিল্বপত্র চূর্ণ, সিদ্ধিচূর্ণ, নিসিন্দারপত্র চূর্ণ, নিম্বপত্র চূর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি দিন চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়, ইহার অনুপান শীতল জল।

একতোলা মরিচ চূর্ণ, দুইতোলা শুঁঠ, চারিতোলা কুড়চির ছাল, একতোলা পুরাতন গুড়, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া সেবনান্তে কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগ বিনাশ পায়।

ধান্যকাদি পাচন।

ধনে, আতিস, বালা, যমানী, মুথা, শুঁঠ, বেড়েলা, মুগানী, মাষানী এবং বেলশুঁঠ এই সমুদয় দ্রব্য মিলিত দুইতোলা জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং আমদোষ পরিপাক হইয়া বিনাশ পাইয়া থাকে।

শালপর্ণ্যাদি পাচন।

শালপর্ণী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আধান ও শূল সহিত বাতিক গ্রহণীরোগ নাশ পায়।

গ্রহণী কপাট।

পারদ একভাগ, অভ্র দুইভাগ, গন্ধক তিনভাগ, এই সকল একত্র করিয়া কাকজঙ্ঘার রসে তিনদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও কলমী ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত গন্ধকের সমান যবক্ষার এবং সোহাগা মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর এরণ্ড,

তৈল মিশাইয়া পুটপাক করিতে হইবে। এই ঔষধ আধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া দধির সহিত অন্ন পথ্য করিতে হইবে। ইহার নাম গ্রহণী কপাট।

সংগ্রহগ্রহণী কপাট।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র ও কপর্দ্দক * প্রত্যেকে এক এক তোলা, শঙ্খভস্ম সাততোলা। এই সকল বস্তু একত্র করিয়া আতিসের কাথে ভাবনা দিবে। পরে উহা পিণ্ডাকৃতি করিয়া মুগা কাপড় দিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক মুষার মধ্যে রাখিয়া দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত পুট পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে পর উহা লইয়া ধুতুরা, চিতা ও তালমূলীর এই সকলের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনা দিবার কালে ঔষধ লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সন্তাপে শুকাইতে হইবে। ইহাকে সংগ্রহগ্রহণী কপাট কহে। বাত জন্য গ্রহণীরোগে মরিচ ও ঘৃতের সহিত, পিত্ত জন্য গ্রহণীতে মধু পিপুল চূর্ণের সহিত, কফ জন্য গ্রহণীতে সিদ্ধি পাতার রসের সহিত, সাধারণ গ্রহণীতে ত্রিকটু চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিতে হইবে। ইহা দুইরতি পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য। ক্ষয়রোগ, জ্বর, ছয় প্রকার অর্শ, ভগন্দর, অরুচি, পীনস, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটীকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গুল, শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতিস, শুণ্ঠী, গৃহধূম, হরীতকী, বেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথি ও ভাঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া ছাগী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুইমাষা পরিমাণে বটীকা করিবে। শ্রীযুক্ত গহনানন্দনাথ রসায়ন কার্য্যে লোক রক্ষার নিমিত্ত এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম গ্রহণীগজেন্দ্র বটীকা। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ গ্রহণী, জ্বর, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা ও হলীমক রোগ বিনাশ পায় এবং ইহাদ্বারা বল, বর্ণ ও আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ ও ক্রিমি রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

---

* পারদ, মুক্তা, গন্ধকাদি ঔষধে প্রদানের নিমিত্ত উক্ত হইলে তৎসমুদায়ই মারিত জারিত শোধিত ও ভস্মাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

গ্রহণীরোগে পথ্য।

নিদ্রা, বমন, লঙ্ঘন, পুরাতন শালিধান্যের অন্ন, পুরাতন ষষ্টি ধান্যের অন্ন, থৈমণ্ড, মসূর কলায়ের যূষ, মুগের যূষ, নিঃশেষে যাহার মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এমত ছাগ দুগ্ধ, ছাগ দধি, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, ঘোল, শুশনি শাক, খরগোষ ও হরিণাদির মাংস যূষ, খুড্ডীশমাছ, মউরোলা মাছ, খলিশা মাছ ইত্যাদি গ্রহণীরোগে পথ্য।

এই রোগে নাভির দুই অঙ্গুলি নিম্নে ও পৃষ্ঠ বংশাস্থির মূলে অগ্নি তপ্ত লৌহাস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার চিহ্ন করিয়া দিবে।

গ্রহণীরোগে অপথ্য।

কিস্‌মিস্, অম্ল, লবণাক্ত বস্তু, সারক দ্রব্য, গুরু অন্ন পানীয় ও পিষ্টকাদি গ্রহণীরোগে অপথ্য।

অর্শ রোগ।

গুহ্য দ্বারস্থ বলিত্রয়ে ছয় প্রকার অর্শ উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক জনিত, রক্তজ এবং সহজাত। কটু, তিক্ত, কষায়, শীতল এবং অতিরিক্ত লঘু দ্রব্য সেবন জনিত কিম্বা মাত্রাহীন আহার, অতি অল্প ভোজন অথবা উপবাসাদি দ্বারা অত্যন্ত বায়ু কুপিত হইয়া অর্শ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ মদ্য পান ও অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ এবং শীতপ্রধান দেশে বাস করিলে বাতার্শ জন্মিয়া থাকে। কটু, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন এবং সকল প্রকার বিদাহি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট পান অন্ন এবং ঔষধাদি দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া পৈত্তিক অর্শ উৎপন্ন হয়। স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর, লবণ, অম্ল ও অত্যন্ত গুরু পাক দ্রব্য ভোজন, অব্যায়াম, দিবা-নিদ্রা, প্রাগ্ বাত (পূর্ব্ব বায়ু) সেবন শীত প্রদেশ প্রভৃতিতে কফজ অর্শ উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত বাতাদি দোষ ত্রয়ের মধ্যে দ্বিদোষের মিশ্র কারণ ও লক্ষণদ্বারা দ্বন্দ্বজার্শের এবং দোষত্রয়ের মিলিত কারণ ও সহজাতার্শ রোগের লক্ষণদ্বারা সান্নিপাতিক অর্শ হইয়া থাকে। যাহা পিতা মাতার অর্শ রোগ, জনিত জন্মের সহিত উৎপন্ন তাহাকেই সহজাত অর্শ বলে।

অর্শ চিকিৎসা।

প্রলেপ।—হরিদ্রা চূর্ণ, মনসা সীজের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে অঙ্কুর বিনষ্ট হয় এবং ঘোষাফলের চূর্ণ অর্শের অঙ্কুরে ঘর্ষণ করিলে অঙ্কুর খসিয়া পড়িয়া থাকে।

আকন্দের আটা, সীজের আটা, তিক্ত লাউয়ের পাতা, ডহর-করঞ্জার ছাল এবং ছাগমূত্র এই সমস্ত দ্রব্য একত্র বাটিয়া অর্শে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহা একটী অর্শরোগের সর্ব্ব প্রধান প্রলেপ বলিয়া জানিবে।

যদি অর্শ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য জনিত তরল মল নিঃসরণ হয় তাহা হইলে বাতাতীসারের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং উপ্রের উদাবর্ত্তের বিধানানুসারে কঠিন মলযুক্ত অর্শ রোগীকে চিকিৎসা করিবে।

যদ্যপি অর্শ রোগীর দাস্ত বন্ধ হয় তাহা হইলে যমানী ও বিটলবণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। বাত শ্লেষ্মজ অর্শ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোল অপেক্ষা মহোপকারক ঔষধ আর নাই।

অর্শরোগের বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া স্নিগ্ধ পদার্থের সহিত বা রুক্ষ দ্রব্যের সহিত ঘোল প্রয়োগ করিবে। অর্শরোগ যদি ঘোল ব্যবহার দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা হইলে আর উৎপন্ন হয় না।

রক্তচিতার মূলের ছাল জলের সহিত বাটিয়া পাত্রের মধ্যে প্রলেপের ন্যায় দিয়া তাহাতে দধি পাতিয়া রাখিবে, তদনন্তর ঐ দধিদ্বারা ঘোল প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অর্শরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গোমূত্রে ভিজান হরীতকী ইক্ষু গুড়ের সহিত অর্শ রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। অথবা পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতার মূল ও শুঁঠের চূর্ণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

ওল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাকের ন্যায় অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইবে, তাহার পর উহাতে তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শ-রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রাণদা গুড়িকা।

শুঁঠের চূর্ণ ২৪ তোলা, মরিচের চূর্ণ ৮ তোলা, পিপুলের গুঁড়া ৩২ তোলা, চৈর চূর্ণ ৮ তোলা, তালিশপত্র চূর্ণ ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফলের চূর্ণ ৪ তোলা, পিপুলের মূলচূর্ণ ১৬ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ১ তোলা, ছোট এলা-

চির চূর্ণ ২ তোলা, দারচিনীর চূর্ণ ১ তোলা, বেণার মূল চূর্ণ ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষু গুড় ৩০ পল অর্থাৎ তিন সের বার ছটাক, উপরোক্ত চূর্ণ দ্রব্য সমস্ত গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার চারি আনা কি ছয় আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার আহারের পর সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর বাত কফ জন্য অর্শ রোগে মদ্য, বাতিক অর্শ রোগে মাংস, পিত্তজ অর্শ রোগে দুগ্ধ, কফজ অর্শে মুগের যূষ কিম্বা উষ্ণ জল পান করিবে। ইহা সহজাত অর্শ; রক্তার্শ, বাতিক পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক অর্শ প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে, পানাত্যয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাত রোগ, গলগণ্ড, বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমিরোগ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল, কাস ও শ্বাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে। পিত্তজ অর্শ রোগে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে চারিগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া দুই আনা মাত্রায় অগ্নিমান্দ্য ও অম্লপিত্ত প্রযোগে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

মণিভদ্র মোদক।

বিড়ঙ্গের শস্য আট তোলা, আমলকী আট তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, তেউড়ী চব্বিশ তোলা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকের চূর্ণ আটচল্লিশ তোলা ইক্ষু গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সিকি বা ছয় আনা পরিমাণে অর্শ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কাস, ক্ষয়, কুষ্ঠ, ভগন্দর, প্লীহা, জলোদর ও অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে যদৃচ্ছা আহার বিহার করিতে পারা যায় এবং ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধও যুবা হইতে পারেন।

বৃহৎ শূরণ মোদক।

ওল ১৬ ভাগ, রক্তচিতার মূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, হরীতকী ৪ ভাগ, আমলকী ৪ ভাগ, বহেড়া ৪ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, তালিশপত্র ৪ ভাগ, শোধিত ভেলাবীজ ৪ ভাগ, বিড়ঙ্গের শাস ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বিস্তাড়কবীজ ১৬ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ; এই সমস্ত পদার্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুগুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া লইবে। এই মোদক ঔষধি চারি আনা মাত্রায় সেবন করিতে হইবে, এবং ইহা সেবন করিতে করিতে গুরুপাক ও বলকারক দ্রব্য ভোজন করিবে। যেহেতু এই মোদক অতিশয় তীব্র ও আগ্নেয় গুণবিশিষ্ট; সুতরাং

গুরুপাক অথচ পুষ্টিকারক আহার অভাবে শরীরকে জীর্ণ করিয়া থাকে। অর্শরোগের যত প্রকার ব্যবহার্য্য ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে এই ঔষধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মরোগ এবং বলিপলিতাদি বৃদ্ধের লক্ষণ সমস্ত বিদূরিত হয়। এমন কি এই ঔষধপ্রভাবে এক সময়ে অগস্ত্য ঋষির এবং পবননন্দন ভীমসেনের কুক্ষিস্থ অগ্নি ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ।

মরিচ ১ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ, শুঁঠ ১ ভাগ, রক্তচিতার মূল ১ ভাগ, ভেলা বীজ ১ ভাগ, বিড়ঙ্গের শাঁস ১ ভাগ, ও তিল এক ১ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য পৃথক্‌রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে অল্প ইক্ষু গুড়ের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগার্জ্জুন রোগ।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পঞ্চ লবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, উদ্ভিদ, ও সামুদ্রিক লবণ), কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গের শাঁস, নিমফল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সূর্য্যাবর্ত্ত ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র করিয়া ডহর করঞ্জার ছালের রসের কিম্বা কাথের সহিত বাটিয়া এক আনা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা অনুপান বিশেষে নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়, ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয় ; কাঁজীর সহিত সেবন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয় ; বৃশ্চিকাদি দংশনে শীতল জলের সহিত সেবন করা বিধেয়, চর্ম্মরোগে খদির কাষ্ঠ ভিজান জলের সহিত সেবন করিবে ; মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে শীতল জলের সহিত এবং হৃদ্রোগে তিল তৈলের সহিত সেবন করিবে। বৃষ্টির জলের সহিত ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর প্রশমিত হয়, ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে অতি সত্বর শূলরোগ বিদূরিত হয় ; কদ্‌বেলের ও পানের রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয় ; গোময়রসের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় ; ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিলে পুনর্ব্বার আহারে স্পৃহা জন্মে ; চক্ষুরোগে মধুর সহিত

মর্দ্দন করিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে দিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ; সেইরূপ করিয়া সেবন করিলে প্রদররোগ বিদূরিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই মহৌষধ গাত্রে লেপন করিলে বাক্য ব্যবহারে, দ্যূতক্রীড়ায়, যুদ্ধে ও মৃগয়াতে বিশেষরূপে জয়লাভ করিতে পারা যায়।

গুড়ভল্লাতক।

শোধিত ভেলাবীজ দুই হাজার ; চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া উহার একচতুর্থাংশ অর্থাৎ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ভেলাবীজ-গুলি ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর সাড়েবারসের ইক্ষুগুড় উক্ত ষোলসের ক্বাথ জলে মিশ্রিত করিবে, এবং তাহাতে পাঁচশত শোধিত ভেলাবীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া পুনঃপাক করিতে থাকিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া সময়ে উহাতে হরীতকীর চূর্ণ দুইতোলা, আমলকীর চূর্ণ দুইতোলা, বহেড়ার চূর্ণ দুইতোলা, মরিচচূর্ণ দুইতোলা, পিপুলচূর্ণ দুইতোলা, শুঁঠের চূর্ণ দুইতোলা যমানীচূর্ণ দুইতোলা, মুথাচূর্ণ দুইতোলা, সৈন্ধব দুইতোলা, দারুচিনি দুইতোলা, ছোট এলাচিচূর্ণ দুইতোলা ও নাগকেশরচূর্ণ দুইতোলা এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। কিম্বা নামাইয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি প্রক্ষেপ দিয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়িবে। এই ঔষধ দুই আনা কিম্বা চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, উদর রোগ, কাস, ক্রিমি ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ উক্ত ঔষধ অর্শ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চব্যাদ্য ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থে, চৈ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আকনাদ, শোরা, ধনিয়া, যমানী, পিপুলের মূল, বিট লবণ, সৈন্ধব লবণ, রক্তচিতার মূল, বেলছাল ও হরীতকী, ইহারা সমস্তে মিলিত একসের। প্রথমতঃ চৈ, মরিচ প্রভৃতি কল্ক দ্রব্য সমস্ত কুট্টিত করিয়া ঘৃতে ফেলিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া অগ্নির দ্বারা জ্বাল দিতে থাকিবে, কিঞ্চিৎ জল থাকিতে নামাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ছাঁকিয়া সিটে ফেলিয়া উহাতে ষোলসের দধি দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া পুনঃ ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া চারি আনা হইতে এক-

তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবিত হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও বায়ুর সরলতা সাধিত হইয়া থাকে এবং প্রবাহিকা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল।

তিল তৈল চারি সের, কন্থ, পিপুল, যষ্টিমধু, বেল শুঁঠ, শতুকা, ময়না ফল, বচ, কুড়, শটী, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) রক্ত চিতার মূল, দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে মিলিত একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। পরে উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিবে, জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে ছাঁকিয়া সিটেগুলি ফেলিয়া উহাতে আটসের দুগ্ধ দিয়া পুনঃ পাক করিবে। পাক সিদ্ধির যথোক্ত লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে অর্শ, মূঢ়বাত, মল দ্বার নিঃসরণ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, কটী, উরু ও পৃষ্ঠদেশের দুর্ব্বলতা, কুচ্‌কি স্থানে বন্ধনবৎ পীড়া, গুহ্যদেশের শোথ, মল ও বায়ুর রুদ্ধতা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তার্শের-চিকিৎসা।

রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত বন্ধ করা উচিত নহে। প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধ করিলে শূল, মল মূত্রের রুদ্ধতা এবং রক্তজনিত বিসর্পাদি পীড়া জন্মাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কুড়চির ছাল সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া ঐ কাথে শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্শ রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা বেলশুঁঠ কুট্টিত করিয়া তাহাতে শুঁঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শ রোগী সেবন করিবে এবং কোষাতকী পেষণ করিয়া অর্শাঙ্কুরে প্রলেপ দিবে।

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল (নীল সুঁদি) মোচরস, লোধকাষ্ঠ, তিল ও চন্দন, এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া পেষণপূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

কুটজ লেহ।

কুড়চির ছাল সাড়ে বার সের অর্দ্ধ পরিমাণে কুট্টিত করিয়া চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথজল একসের ঘৃত দ্বারা সাঁতলাইয়া পুনর্ব্বার পাক

করিতে করিতে যখন গাঢ় হইয়া আসিবে, সেই সময়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণগুলি মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শোধিত ভেলাবীজ, বিড়ঙ্গের শাঁস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, রক্তচিতার মূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতিষ ও বেলশুঁঠ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে আটতোলা এবং ইক্ষু গুড় ত্রিশপল দিয়া পাক শেষ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারিআনা মাত্রায় কিম্বা ব্যক্তি বিশেষে যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতাদি সর্ব্ববিধ রক্তার্শ, অম্লপিত্ত, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, গ্রহণী, শোথ ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার অনুপান ঘৃত, মধু, ঘোল, জল অথবা দুগ্ধ।

কুটজাদ্য ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্ক—ইন্দ্রযব, কুটজের ছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ, ধাতকীপুষ্প, এই সমস্ত পদার্থগুলি সমস্তে একসের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে এবং উহাতে চারিসের জল প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে জল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে, এই প্রকার ঘৃত পাকের যথোক্ত লক্ষণগুলি উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্রায় সেবন করিলে শূল রক্তার্শ নিবারিত হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখ লৌহ।

তেউড়ী, রক্তচিতার মূল, নিশিন্দাপত্র, মনসাসিজ, মুণ্ডিরী, ভুঁই আমলা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একসের পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অল্প পেষণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্ক দ্রব্য যথা—বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা, মরিচ ২৪ তোলা, পিপুল ২৪ তোলা, ত্রিফলা ৪০ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা, মনঃশিলা বা বৈচদ্বারা বিশোধিত লৌহ চূর্ণ দেড়সের, গব্যঘৃত ৩ সের এবং মধু দেড়সের ও চিনি দেড় সের। এক্ষণে উক্ত ঔষধ কি প্রকারে পাক করিতে হয় তাহার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে যথা;—

পাকের নিয়ম।—প্রথমতঃ ঘৃত একটী পাত্রে করিয়া চুল্লিতে স্থাপন করিবে, তদনন্তর অগ্নি উত্তাপে ঘৃত গলিলে উহাতে লৌহ চূর্ণ প্রদান করিয়া

আলোড়ন করিবে, এবং কিছুকাল পরে তাহাতে চিনি মিশ্রিত ক্বাথ জল প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ-রূপে শেষ হইয়া আসিয়াছে তৎকালে উহাতে যথা নির্দ্দিষ্ট পরিমিত বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতির চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিবে। এই অগ্নিমুখ লৌহ অর্শরোগের সাক্ষাৎ কালান্তক-স্বরূপ এবং কালাগ্নি সম তেজস্বী বলিয়া মন্দাগ্নিকে আশু উদ্দীপন করিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে কুক্ষিস্থ পাষাণ পর্য্যন্ত পরিপাক পায়। এই লৌহ এক আনা মাত্রায় সেবন করিয়া গুরুপাক, বলকারক অন্ন-পানাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য।" এই ঔষধ সেবনে অর্শ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়, অপর উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলা কচু প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

ভল্লাতক লৌহ।

রক্তচিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুলমূল, চৈ, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী, আপাঙ, দন্তোৎপল ও রামতুলসী, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৩২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, এবং দুই সহস্র ভেলা-বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাতে প্রদান করিবে। ১৬ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচিতার মূল, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, উদ্ভিদ লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা (এক পল), বিস্তাড়ক চূর্ণ অর্দ্ধসের, তালমূলীর চূর্ণ অর্দ্ধসের, ওলের চূর্ণ একসের, জারিত লৌহ চূর্ণ সওয়া ছয় সের, ঘৃত দুই সের। এক্ষণে পাকের নিয়ম লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ লৌহ পাত্রে ঘৃত রাখিয়া চুল্লিতে স্থাপন করিবে, ঘৃত গলিয়া তরল হইলে লৌহ চূর্ণ দিয়া আলোড়ন করিতে থাকিবে, তৎপরে ক্বাথ জল প্রদান করিবে, এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে নামাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শুঁঠ পিপুল, মরিচ ও আমলা, হরীতকী, বহেড়া প্রভৃতির চূর্ণগুলি প্রদানপূর্ব্বক উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবিত হইলে অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, ক্রিমিরোগ, গুল্ম, অশ্মরী, মেহ ও শূল রোগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া শুক্র বৃদ্ধি হয়।

রস গুড়িকা।

শোধিত পারদ ২ তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা, একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। তদনন্তর অভ্রভস্ম ৬ তোলা কজ্জলীর সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া গঙ্গাপালঙ্ক শাকের রস দিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৬ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনঃ উক্ত রস দিয়া বাটিয়া এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, এই রস গুড়িকা সেবনে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

অর্শকুঠার রস।

শোধিত পারদ ৮ তোলা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, এই সমস্ত প্রত্যেকে ১৬ তোলা, দন্তী, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, ওল, বংশলোচন, সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৪০ তোলা, সীজের ক্ষীর ৬৪ তোলা, গোমূত্র ১২৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র অগ্নিতে পাক করিবে। যখন সমস্ত পিণ্ডাকার হইবে তখন উহা গ্রহণপূর্ব্বক দুই মাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে, পরে সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একত্র করিবে এবং যথা বিধানানুসারে পাক করিলে ইহাতে অর্শ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট করে।

নিত্যোদিত রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ ও গন্ধক, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ গ্রহণ করিবে, এবং সমুদায় দ্রব্যের সমান ভেলাফল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ওলের রসে তিন দিবস মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই ঔষধ গুহ্যদ্বারসম্ভূত রোগ সকলের যমস্বরূপ।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

বিড়ঙ্গ, চিতা, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপ্পলী মূল, মুথা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুন্দুরখুটী, গজপিপ্পলী, আতইষ, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা গুগ্‌গুলু ষোল তোলা, লৌহ ষোল তোলা, শর্করা (চিনি) বত্রিশ তোলা, বংশলোচন আট তোলা, দন্তী, তেউড়ী, বিস্বগন্ধা, (দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র) এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একপল, সমুদয় একত্র করিয়া পেষণ করতঃ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ছয় প্রকার অর্শঃ ভগন্দর কামলা

ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে। মন্দাগ্নির উদ্দীপন হয়, কফ পিত্ত ও বাতজনিত আমরোগ বিনষ্ট করে। নাড়ীগত ও মর্ম্মগত ব্রণে, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে, বিদ্রধি, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, প্রদর, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপ্রবাহ ও উদরাময় রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তরুণ ঘোল, দধির মাত, ছাগমাংসের যূষ, জাঙ্গল পশু মাংসের যূষ, দুগ্ধ অথবা শীতল জল এই ঔষধের অনুপান করিবে, এই ঔষধ নিয়মিত সেবিত হইলে বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়।

পঞ্চানন বটী।

রসসিন্দুর, শতপুটিত অভ্র, লৌহ, তাম্র এবং গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক তোলা, সর্ব্ব দ্রব্য সমান ভেলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৮ তোলা পরিমাণে ওলের রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনাশ করে। অসাধ্য অর্শরোগও এই ঔষধদ্বারা চিকিৎসা হইয়া থাকে স্বয়ং শিব এইরূপ কহিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গ রস।

পারদ, গন্ধক, মণ্ডূর, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রক্তচিতা, ভৃঙ্গরাজ, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করত শিমুল ও ওলঞ্চর রসে তিন প্রহরকাল মর্দ্দনপূর্ব্বক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ নিবারিত হয়।

অর্শরোগের পথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, ছোলা বা মাষকলাইয়ের ডাইল, পটোল ডুমুর, ওল মানকচু, পক্ককুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তরকারী। দ্রাক্ষা, পেপে, খেজুর, পক্ক বিল্ব, দুগ্ধ, ঘোল প্রভৃতি ঘৃত, কৃষ্ণ তিল, মিছরি, তৈল মর্দ্দন স্রোতস্বিনী নদী বা সরোবরে স্নান প্রভৃতি হিতকর।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্যাদি ভাজা পোড়া তীক্ষ্ণবীর্য্য দুষ্পাচ্য এবং রুক্ষ দ্রব্য আহার লঙ্কার ঝাল, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ লাগান, রাত্রি জাগরণ, মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্টপ্রদ। মলমূত্রাদির বেগ ধারণ স্ত্রীসংসর্গ পৃষ্ঠযানে (হস্তি ও অশ্বাদিতে) আরোহণ এবং যদ্দারা অর্শরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ প্রকার আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

অর্শরোগের চিকিৎসা বিধি।

অর্শরোগ প্রায় দুঃসাধ্য, অর্শরোগ যদি অল্প দিন জাত হয় এবং সদ্বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে কদাচিৎ আরোগ্য কিম্বা যাপ্য থাকে। অর্শরোগীর যাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ না থাকে চিকিৎসক তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, সর্ব্বদা বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক ঔষধাদিদ্বারা চিকিৎসা করিবেন। অর্শরোগীর পক্ষে ওল বিশেষ উপকারী। অর্শরোগ হইতে ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী প্রায় রক্ষা পাইতে দেখা যায় না। অর্শরোগী নিয়মিত পথ্যাদিবদ্বারা ঔষধ ব্যবহার করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া যাপ্য থাকে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু অনিয়ম বশতঃ ক্রমশঃ ভগন্দরে পরিণত হইলে রোগী প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন। অর্শরোগের প্রধান চিকিৎসা কোষ্ঠ বদ্ধ দূর করা, ইহাতে পীড়া অনেক পরিমাণে সাম্য থাকে। অর্শরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার, ভেষজ (ঔষধ) ক্ষার অগ্নি ও অস্ত্র। এই সকল চিকিৎসার মধ্যে ভেষজ শব্দটী সর্ব্ব প্রথম লিখিত হইয়াছে, এই কারণে অর্শরোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিবে। যে অর্শে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় তাহাতে রক্তপিত্তরোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অর্শরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক, বিলম্বিকা রোগ।

অগ্নিমান্দ্য।—উদরস্থিত আহারাদির পাচক অগ্নি চতুর্ব্বিধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—বিষমাগ্নি, মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও সমাগ্নি। কফের আধিক্য হইলে মন্দাগ্নি, পিত্তের আধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি, বায়ুর আধিক্য হইলে বিষমাগ্নি এবং বাতাদি ত্রিদোষের সাম্যভাব থাকিলে সমাগ্নি হইয়া থাকে। বিষমাগ্নি দ্বারা বাতজরোগ উৎপন্ন হয়, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পিত্তজরোগ এবং মন্দাগ্নিদ্বারা কফজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। সমাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির আহারাদি সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইয়া থাকে। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির সামান্য পরিমাণে আহারও পরিপাক হয় না এবং বিষমাগ্নি দ্বারা কখন আহার

সম্যক্ জীর্ণ হয় এবং কখন বা হয় না এবং যে ব্যক্তির পরিমিত কি অপরিমিত আহার সুখে জীর্ণ হয় তাহার উদরে তীক্ষ্ণাগ্নি আছে জানিবে। উল্লিখিত এই চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি। যেহেতু সমাগ্নি সমভাবে উদরে অবস্থিতি করিলে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

অজীর্ণ।—অত্যন্ত জলপান অতিরিক্ত ভোজন মল মূত্রাদির বেগ ধারণ এবং দিবা নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা মানুষদিগের নিয়মিত, সাময়িক এবং অভ্যাসিক লঘু আহারও পরিপাক হয় না। আমাজীর্ণে অঙ্গের গুরুত্ব বমনভাব এবং কপোল ও অক্ষিগোলকে শোথ উপস্থিত হয়, যে বস্তু আহার করিয়া থাকে তাহার উদগার এবং আহারের অম্লত্ব হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখস্রাব অঙ্গাবসাদ এবং ভ্রান্তি, অজীর্ণ রোগে এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অজীর্ণ রোগীর মৃত্যু হয়। যাহারা অনাবর্ত্ত অর্থাৎ আত্মসুখাভিলাষী হইয়া পশুর ন্যায় অপরিমিত আহার করে সেই সমস্ত মনুষ্যই রোগ সমূহের মূলীভূত অজীর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত অজীর্ণাদি রোগ হইতে বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা, অলসক অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ ও বিলম্বিকা নামক রোগ উৎপাদন হয়।

বিসূচিকা রোগ।—যে পীড়ায় অজীর্ণবশত বায়ু শরীরকে সূচীবিদ্ধের ন্যায় ব্যথিত করে তাহাকে বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা কহে। যাহারা পরিমিতাহারী তাহাদিগের প্রায় এ রোগ হয় না, যাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই এবং অত্যন্ত আহার লোভী সেই সমস্ত মানবদিগের এই রোগ হইয়া থাকে, বিসূচিকা রোগে উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলবেচন ও বমন হইতে থাকে, ইহাতে রোগীর দাহ পিপাসা বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প ও হাই উঠে এবং শরীর বলহীন হইয়া হস্তপদাদিতে খাল ধরিয়া থাকে।

অলসক রোগ।—এই রোগে অত্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, বাতনিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া আধ্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং অসহনীয় কষ্ট প্রযুক্ত অতিশয় আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে।

বিলম্বিকা।—যাহাতে কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক আহার দূষিত হইয়া উর্দ্ধ অথবা অধোদ্বারা নির্গত না হয় তাহাকে বিলম্বিকা কহে। এই বিলম্বিকা ব্যাধি অসাধ্য।

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগ চিকিৎসা।

অগ্নিমান্দ্যরোগ চিকিৎসাকালীন কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রথমতঃ বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা,—সমাগ্নিকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি করিবে, তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে পিত্তের প্রতিকার করিবে, মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মার বিশোধন অর্থাৎ হ্রাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্রিত করিবে। এই চূর্ণ এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় ঘৃত দ্বারা অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অগ্নির বল বৃদ্ধি হয় এবং বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সোরা এবং শুঁঠ এই উভয় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ঐ চূর্ণ দুই আনা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অল্প পরিমাণে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে লেহনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে কিম্বা শুঁঠের গুঁড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। উহা ভক্ষণের পর উষ্ণজল পান করা বিধেয়।

তীক্ষ্ণাগ্নির চিকিৎসা।

স্তন্যদুগ্ধের সহিত যজ্ঞডুমুরের ছাল পেষণপূর্ব্বক তাহার একতোলা পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে তীক্ষ্ণাগ্নি প্রশমিত হয়। কিম্বা যজ্ঞডুমুরের ছাল ৪ তোলা, চাউল ৮ তোলা, স্তন্যদুগ্ধ একসের, জল একসের; এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া সেই পরিমাণ চিনির সহিত পায়স পাক করিয়া তীক্ষ্ণাগ্নিযুক্ত ব্যক্তিকে আহার করিতে দিলে অগ্নির সমতা সাধিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতার মূল, শুঁঠ ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ চারি আনা বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় উক্ত কাথ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দারুচিনি ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক সুগন্ধি করিয়া শ্লেষ্মাজনিত অজীর্ণ রোগীকে পান করিতে দিবে।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতার মূল এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গের শাঁস, শোধিত ভেলাবীজ, রক্তচিতার মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণে ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত ঔষধ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রণপূর্ব্বক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হয় এবং বাড়বাগ্নির সদৃশ অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উক্ত চূর্ণের সহিত দ্বিগুণ গুড়দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

গুড়ের সহিত শুঁঠের চূর্ণ বা গুড়ের সহিত পিপুলের চূর্ণ কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকীর চূর্ণ অথবা গুড়ের সহিত দাড়িমের চূর্ণ আমাজীর্ণে, অর্শরোগে এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

প্রত্যহ মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনের পূর্ব্বে লবণ আদা ব্যবহার করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠদেশ পরিষ্কার এবং অতিশয় অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

পানীয়ভক্ত গুড়িকা।

পারদ এক ভাগ, গন্ধক এক ভাগ, এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, বিড়ঙ্গের শাঁস ২ ভাগ, অভ্রভস্ম দুই ভাগ, এই সমস্ত বস্তু অম্লরসবিশিষ্ট ভাতের কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া একরত্তি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ভাতের আমানী বা কাঁজির সহিত ঐ বটীকা একটী সেবন করিলে অগ্ন্যুদ্দীপন হইয়া থাকে। ইহাতে যদি রোগী ভিজা ভাত আহার করে তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ।

সোরা, সাচিক্ষার, রক্তচিতার মূল, আকনাদি, ডহরকরঞ্জার ছাল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্রিক লবণ, ছোট এলাচি, তেজপত্র, বামনহাটীর মূল, বিড়ঙ্গের শাঁস, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীর মূলের ছাল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, বৈঁকল, গজপিপ্পলী, স্বল্প-কৃষ্ণজীরা, আমরুল শাক, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতুষ, শ্যামাবর্ণা তেউড়ী, হবুষা, (অভাবে ধনিয়া) সোঁদাইল ফলের আটা, এই

সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ, তিলেরডাঁটা, চট্কা, শোভাঞ্জনের ছাল, কুলেখাড়া ও পলাশেরছাল, ইহাদিগের ক্ষার, গোমূত্রে বিশোধিত মণ্ডুর, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ পদার্থ ছোলঙ্গ লেবুর রসে তিন দিবস ভাবনা অর্থাৎ আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শুক্তদ্বারা তিন দিবস এবং আদার রসদ্বারা তিন দিবস ভাবনা দিয়া লইবে। এই প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ অত্যগ্নিকারকচূর্ণ একসিকি করিয়া দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শ, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, অষ্ঠিলা, বাতরক্ত অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এবং রোগীকে সর্ব্ববিধ ব্যঞ্জন দ্বারা অন্নভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্রভাবে গুরুতর আহার পরিপাক হইয়া থাকে।

ভাস্কর লবণ।

পিপুল, পিপুলের মূল, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গের শাঁস, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ তোলা; মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, ছোট এলাচি ৪ তোলা, সামুদ্রলবণ একসের, দাড়িমের খোলা অর্দ্ধসের, বৈকল ১৬ তোলা; এই সমস্ত বস্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ জগতের মঙ্গলজন্য ভাস্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম ভাস্করলবণ হইয়াছে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে প্রত্যহ দুইবার করিয়া অবস্থা বিশেষে ঘোল, দধিরমাথ, সুরা, সীধু, শুক্ত, কাঁজী বা মাংস রস প্রভৃতির কোন একটীর সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, বিবিধ আমদোষ, প্লীহা, শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি, শর্করা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ অগ্নিঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্কদ্রব্য, যথা— মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপ্পলী, হিং, চৈ, যমানী, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ, সামুদ্রলবণ, যবক্ষার, হবুষা (অভাবে ধনিয়া), এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা করিয়া কুটিত করিয়া ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তদনন্তর ৫০০ ভেলা ৬৪ সের জলের

সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে। পরে দধি চারিসের, কাঁজী চারিসের ও শুক্ত চারিসের, আদার রস চারিসের ও সজিনা ছালের রস চারিসের; এই তরল দ্রব্যগুলি ক্রমে ক্রমে দিবে। উক্ত তরল দ্রব্যগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেগুলি ফেলিয়া দিবে এবং এই ঘৃত পুনঃ পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, ঘৃতপাকের যথোক্ত লক্ষণগুলি উদিত হইয়াছে, তখন নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃতগ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যরোগের শান্তি হয়, এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ অর্শ, মূঢ়বাত, বাতশ্লেষ্মজনিত গুল্ম, শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ, জলোদর, শোথ, পাণ্ডু, কাস, গ্রহণী এবং শ্বাসরোগ প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া থাকে।

আমাজীর্ণ চিকিৎসা।

আমাজীর্ণরোগে বচের চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত উষ্ণজল কিম্বা বচ ও লবণ দ্বারা সিদ্ধ করা জল, অজীর্ণ রোগীকে পান করাইয়া অজীর্ণ দ্রব্য সকল বমন করাইয়া নিঃসারিত করিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পায় এবং জলের শৈত্যবশতঃ পিত্ত প্রশান্ত হয় এবং জলের অক্লেদি ভাব প্রযুক্ত পিত্ত অধোদিকে নীত হয়।

যে রোগীর আহার করিবামাত্রই আহারীয় দ্রব্য বিদগ্ধাবস্থায় পরিণত হয়, এবং হৃদয়, কোঠ ও গলদেশে জ্বালা হয়, তাহার পক্ষে কিস্‌মিস্, চিনি ও মধু একত্র বাটিয়া লেহন করিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হরীতকী, পিপুল, সৈন্ধব ও হিং; এই দ্রব্যগুলি ধান্য তুষোদকের বা অভাব পক্ষে কাঁজীর সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ধূমোদ্গারের সহিত অত্যুগ্র অজীর্ণ প্রশান্ত হইয়া সদ্যই ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

হিং, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধব জলের সহিত পেষণ করিয়া উদরে লেপন করিয়া দিবসে নিদ্রা যাইলে সকলপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনিয়া ও শুঁঠ, দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আমাজীর্ণ ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া মূত্রাশয়কে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে।

বিসূচিকা চিকিৎসা।

বিসূচিকারোগে বিরেচন বা বমন অথবা উপবাস দ্বারা রোগীর সম্যক্ রূপে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দীপন ও পাচক পেয়াদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

কুড় ও সৈন্ধব সমভাগে পেষণ করিয়া, চক্র ও তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া হস্তপদাদিতে মালিশ করিলে খাইল ধরা ও শূল-বেদনা শান্তি হইয়া থাকে।

ডহরকরঞ্জার বিচি, নিমছাল, আপাঙ্গের বিচি, শ্বেততুলসী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে, ইহা পান করিবামাত্র বমন হইয়া বিসূচিকাপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, শজিনার ছাল, কুড়, বচ ও শতাহ্ব (শলুফা); এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজী দ্বারা পেষণ করিয়া শরীরে মালিশ করিবে, অথবা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চারিগুণ কাঁজী দিয়া তৈল পাক করিয়া মালিশ করিবে। এই প্রকার করিলে বিসূচিকা রোগের শান্তি হয়।

বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগী যদি পিপাসাতে অতিশয় উৎক্লিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লবঙ্গের সহিত বা জাতীফলের সহিত অথবা মুথার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই জল ষড়ঙ্গ জলের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে।

বিসূচিকারোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগী যদ্যপি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভের জন্য অগ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা পাদগ্রন্থির অধোদেশ দগ্ধ করিবে।

অলসকরোগ চিকিৎসা।

অলসকরোগে সর্ব্বপ্রথমে রোগীকে লবণমিশ্র উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। পরে ক্রমশঃ স্বেদ, বর্ত্তি ও লঙ্ঘন দিবে। এই প্রকার করিলে অগ্নিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

যদ্যপি রোগীর উদর স্ফীত অথচ উদরে বেদনা থাকে, তাহা হইলে দেবদারু, বচ, কুড়, শলুফা, হিং ও সৈন্ধব; এই দ্রব্যগুলি কাঁজী দ্বারা পেষণ

করিয়া উদরে প্রলেপ প্রদান করিবে। অথবা যবের চূর্ণ ও যবক্ষার ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। এই প্রকার থাকিলে পেট-ফাঁপাদি উপসর্গ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বোতলে উষ্ণজল পূরিয়া উহার মুখ রুদ্ধ করত কিম্বা হস্ত উত্তপ্ত করিয়া রোগীর পেটে স্বেদ প্রদান করিবে।

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে রস চিকিৎসা।

মহাদধি বটী।

বিষ একভাগ, পারদ একভাগ, জাতীফল ও সোহাগা প্রত্যেকে দুই-ভাগ, পিপ্পলী তিনভাগ, শুণ্ঠী ছয় ভাগ, গন্ধক ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে দুই-ভাগ এবং লবঙ্গ পাঁচভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা যথা অনুপানে প্রযুক্ত হইলে মন্দাগ্নির উদ্দীপন করে।

বাড়বানল রস।

শোধিত পারা, গন্ধক, পিপ্পলী, পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ, সামুদ্রলবণ) মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার এবং সোহাগা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দার পত্রের রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া বটীকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অমৃতকল্প বটী।

বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর তাহাতে কজ্জলীর অর্দ্ধপরিমাণে বিশুদ্ধ বিষ ও সোহাগা মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস ভৃঙ্গরাজের রসে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিবে। তাহার পর মুদ্গ প্রমাণ বটীকা করিয়া সেবন করিতে হইবে। ইহার দুইটী বটী সেবন করিলে সুদারুণ শূল, মন্দাগ্নি ও অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং ধাতুর পুষ্টিসাধন হয়। রোগবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া সেবন করিলে সবিশেষ উপকার সাধিত হয়।

বৃহদগ্নিকুমাররস।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেকে ২ ভাগ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চল,

সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ সামুদ্র লবণ) এই পঞ্চদশটী দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, এই সমুদয় ঔষধ একত্র করিয়া আদার রসে সাত বার ভাবনা দিবে। তদনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণের অর্দ্ধতোলা পরিমাণ আদার রসের সহিত সেবন করিতে হইবে। রোগী যদি অল্প বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে ঔষধের পরিমাণও অল্প করিয়া দিবে। এই ঔষধ মহাগ্নিকারক এবং মন্দাগ্নি জন্য সমস্ত রোগ, শোথ, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী ও আমরোগ নিশ্চয়ই বিনাশ করে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অপরিমিত আহার করিতে পারা যায়।

রামবাণ রস।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক এবং মরিচ এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং জাতীফল অর্দ্ধ ভাগ, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে অনুপান বিশেষের সহিত সেবিত হইলে তৎক্ষণাৎ জঠরাগ্নি উদ্দীপন হইয়া থাকে। এই রামবাণ রস গ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণ, আমবাতরূপ খরদূষণ ও মন্দাগ্নিরূপ দশাননের বিনাশ করিয়া থাকে। এই জন্য ইহাকে রামবাণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অজীর্ণকণ্টকরস।

পারদ, বিষ ও গন্ধক প্রত্যেকে একভাগ এবং মরিচ তিনভাগ, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া কণ্টিকারীফলের রসদ্বারা একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। অনন্তর তিনরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণরোগ শান্তির নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিসূচিকারোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ শঙ্খবটী।

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলের বল্কলের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারদ, গন্ধক, এই সমস্ত পদার্থ প্রত্যেকে একভাগ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অপামার্গ (আপাঙ্) ও চিতার কাথে এবং কাগজিলেবুর রসে প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিবে। তাহার পর শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং অম্লবর্গরসেরদ্বারা যে পর্য্যন্ত ঔষধে অম্লরস জন্মে, সেই পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অমৃত তুল্য, ইহা সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ মন্দাগ্নির উদ্দীপন হয়। আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করিয়া ইহার একটী বটীকা

ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার ভোজন করিতে ইচ্ছা জন্মে। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, পাণ্ডু-রোগ, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি, পরিণাম শূল, প্রমেহ, গ্রহণী, রক্তস্রাব, শোথ ও অর্শ বিনষ্ট হয়।

জ্বালানলরস।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, পঞ্চকোল (পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুণ্ঠী) এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্য সমান ভাঙ্গ ও ভাঙ্গের অর্দ্ধ পরিমাণে সজিনার ছাল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ভাঙ্গ, সজিনা ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনদিবস ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। পরে আদার রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ পরিপাককারক, উদরাগ্নির উদ্দীপক এবং সকলপ্রকার উদরাময় বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বৃহৎ ভক্তপাকবটী।

অভ্র, পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, ত্রিফলা, বিষ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, দন্তী তিনভাগ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু. যমানী, চিতা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাচী, তেজপত্র, লবঙ্গ, হিঙ্গু, ত্রিকটু, জাতীফল এবং সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক-ভাগ সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া আদা, চিতা, দন্তী, তুলসী, বাসক ও বিল্বপত্র ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ তিন-রতি পরিমাণে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। কফজন্য মলরোধ, ত্রিদোষ জন্য আমরোগ, মন্দাগ্নি, বিষমজ্বর, ত্রিদোষজন্য শূল, এই ঔষধ সেবনে প্রশান্ত হইয়া থাকে।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফল, লবঙ্গ, পিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, বিষ, শুণ্ঠী, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল এবং সোহাগা; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে, তাহার পর তিনরতি প্রমাণ বটীকা অগ্নিমান্দ্যরোগশান্তির নিমিত্ত সেবন করিবে।

শঙ্খবটী।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে তিন তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ বার তোলা, শঙ্খভস্ম বার তোলা, শুণ্ঠী, সাজিমাটী, হিঙ্গু, পিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বিটলবণ, করকচলবণ, ও ঔদ্ভিদলবণ প্রত্যেকে দশ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাগজীলেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, অগ্নিমান্দ্য ও আমদোষ বিনষ্ট হয় এবং উদরাগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

বিজয়রস।

শোধিত পারদ, শোধিত সীসক, শোধিত গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে আট তোলা, লবঙ্গ, দশমূল ও ভাঙ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৪০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যথাসম্ভব দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিবে পরে উক্ত চূর্ণ হইতে উপরোক্ত পরিমাণ চূর্ণ সকল ও অন্যান্য পারদ প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া দশমূল, ভাঙ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, সজিনামূল, ইহাদিগের যথাসম্ভব রস কাথদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ সকল ঔষধ মুষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া এক প্রহর কাল পুট পাক করিবে। পরে শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর প্রত্যহ এক বটী তাম্বুল পত্রের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ নষ্ট করে।

মহাভক্তপাক বটী।

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা অভ্র ও কান্তলোহ এবং তেউড়ী, দন্তীমূল, মুথা, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপ্পলী, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটুকী, কাঁকাকড়া, সৈন্ধব, যমানী, জাতীফল, ও যবক্ষার, এই সমস্ত দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর আদা, নিসিন্দা, শুণ্ঠা, লতাকটুকী ইহাদিগের বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা লবঙ্গের সহিত সেবন করিলে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হইয়া থাকে। পরন্ত আমরোগ অধিক দিনের মন্দাগ্নি

মল রোধ, শোথ, উদরাময়, আনাহ, অজীর্ণ শূল এবং ত্রিদোষ জ্বর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ মহোপকারক।

অপামার্গের পত্র ও মরিচ সম পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আমরুলীর রসে মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে বিসূচিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার।

সোহাগার খই, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে একভাগ, বিষ, কড়িভস্ম ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেকে তিনভাগ এবং মরিচ আট ভাগ. এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এক রতি পরিমাণে বটীকা করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে বিসূচিকা, শূলরোগ, বিষ্টম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, অজীর্ণ ও সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

রসরাক্ষস।

শোধিত তাম্র, পারদ ও গন্ধক ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল, শুঁঠ) লৌহ এবং সৌবর্চ্চললবণ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে একত্র করিয়া খলে উত্তমরূপে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। তাহার পর বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর কাল পাক করিয়া তাহার সহিত তাম্রাদি উক্ত ঔষধের একটীর তুল্য পরিমাণে পুনর্ব্বার ক্ষার মিশ্রিত করিবে। পরে টাবালেবুর রসদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ নিবারণ করিয়া থাকে।

ক্রব্যাদরস।

পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অগ্নিপাকদ্বারা গালিত করিবে এবং এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া দিয়া পর্পটীর আকার করিতে হইবে। তাহার পর উহা চূর্ণ করিয়া পেষণ করিবে। অনন্তর কোন লৌহপাত্রে পক্ক জম্বীরেররস একশতপল দিয়া তাহাতে সেই চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। পরে পঞ্চকোল, টাবালেবু ও বৈকল ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত সোহাগা ৮ তোলা, বিটলবণ অর্দ্ধপল এবং মরিচ অর্দ্ধপল (৪ তোলা) মিশ্রিত করিয়া চনক কাঞ্জিকে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে দুইমাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া তক্র ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিবে। গুরুদ্রব্য, মাংস, দুগ্ধ, পিষ্টক, ঘৃত ও ক্ষার

অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে পরিপাক হইয়া যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে কার্শ্য, স্থূলতা, বিষদোষ, আমরোগ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাত ও শ্লেষ্মা বিকার, শ্রগ, শূল, বাত গ্রন্থি ও উদরাময় নিবারিত হয়।

পাশুপত রস।

রস একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, লৌহ তিনভাগ এবং বিষ ছয়ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য চিতার ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া তাহার সহিত ধুস্তূরবীজ ভস্ম বত্রিশভাগ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তিনভাগ, লবঙ্গ ও এলাচী প্রত্যেকে তিনভাগ, জাতীফল ও জয়িত্রী প্রত্যেকে তিনভাগ, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ এবং সিজ, আকন্দ, এরণ্ড, তেঁতুল, অপামার্গ ও অশ্বত্থ ইহাদের ক্ষার প্রত্যেকে একভাগ মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা ও সোহাগা এই সমুদায় প্রত্যেকে এক একভাগ মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গ রসে ঐ সমস্ত উল্লিখিত দ্রব্য সমূহে একত্রে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ একরতি মাত্রায় ভোজনের পর সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই ঔষধ অগ্নির উদ্দীপন করে এবং ইহা সেবন মাত্রে বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ তালমূলীর রসের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরোগ্য হয়, মোচরসের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে অতীসার, ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, সৌবর্চ্চললবণ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী সহযোগে সেবন করিলে শূলরোগ, ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ, পিপ্পলীর সহিত সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, শুণ্ঠী ও সৌবর্চ্চলের সহিত সেবন করিলে বাতরোগ, শর্করা ও ধনিয়ার সহিত সেবন করিলে পিত্তরোগ এবং পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে কফরোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান ভেদে ব্যবহারে উল্লিখিত সমস্ত রোগই বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহা অজীর্ণ রোগের পক্ষে অদ্বিতীয় ঔষধ।

অগ্নিমান্দ্যাদি রোগের পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, কাঁচকলা, মানকচু, গাঁদাল প্রভৃতির তরকারী, কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল ও ক্ষুধানুসারে অন্ন বা সুজি, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন। অপক্ক বিম্ব দগ্ধ

করিয়া তাহার শক্ত, মিছরির গুঁড়া, বেলের মোরব্বা, মিছার প্রভৃতি জল খাবার খাইতে পারেন।

অপথ্য।—গুরুপাক, বিদাহী, ঘৃত বা তৈলপক্ক দ্রব্যাদি, লঙ্কারঝাল, অধিক জলপান শাক অম্ল প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

উদরাময়ের চিকিৎসাকালীন চিকিৎসক রোগীর পথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন উদরাময় অজীর্ণাদি প্রভৃতি রোগের পক্ষে পথ্যই প্রধান চিকিৎসা।

পাণ্ডু কামলা হলীমক।

সচরাচর পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত। তীক্ষ্ণ, অম্ল, লবণ রস বিশিষ্ট দ্রব্যের সেবনাদি হেতু সুরাপান কিম্বা মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য এবং দিবা-নিদ্রা ও ব্যায়াম দ্বারা দুষ্ট রক্ত প্রদূষিত করিয়া শরীরের ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে। পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিদারিত হয়, চক্ষু-গোলকে শোথ, নিষ্ঠীবন, গাত্রাবসাদ, উদরের অপক্বতা এবং মলমূত্রাদি পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে অভিলাষ হয়, পাণ্ডু-রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত লক্ষণ সমস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা।

হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা বা ত্রিফলার ক্বাথ বা কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পাণ্ডুরোগীকে সেবন করিতে দিবে। কিম্বা তিল কল্ক করিয়া চারিগুণ জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পাণ্ডুরোগে প্রয়োগ করিবে।

বায়ুজনিত পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া, পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে তিক্ত দ্রব্য প্রয়োগ ও শীতক্রিয়া শ্লেষ্মাজনিত পাণ্ডুরোগে কটু দ্রব্য প্রয়োগ এবং রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্রদোষজাত পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়া করিবে।

পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগী একুশ আনা হইরতি তেউড়ীর চূর্ণ উহার দ্বিগুণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ একতোলা পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় দিবসে একবার করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে যদি ইচ্ছানুরূপ দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে উক্ত চূর্ণের মাত্রা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করিয়া দিবে।

কফজ পাণ্ডুরোগে গোমূত্রের সহিত পেষিত হরীতকী কিম্বা হরীতকীর চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

লৌহভস্ম গোমূত্রে সাতদিবস ভাবনা দিয়া উহা দুইরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরাতা, নিমছাল এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ জলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কামলার সহিত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম, কৃষ্ণতিল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, শুষ্ককুল, ইহারা প্রত্যেকে সমপরিমাণ, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ের সমান। উহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং মধুর সহিত পেষণ করিয়া মোদকের ন্যায় বড় বড় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ এক সিকি কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সেবনের পর ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে দীর্ঘকালের পাণ্ডুরোগ দূরীভূত হয়।

মণ্ডুর (অর্থাৎ লৌহ মল) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকার সাতবার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ডুর বিশোধিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ একআনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্নের সহিত সেবন করিলে অগ্নির উদ্দীপন ও অগ্নিতেজ বর্দ্ধন হয় এবং শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

নবায়স লৌহ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গের শাঁস ও রক্তচিতার মূল; এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগ, এবং সমুদায় দ্রব্যের সমান লৌহ। এই দ্রব্য সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ চারি আনা কিম্বা তদপেক্ষা কমমাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, অর্শ ও কামলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যোগরাজ।

হরীতকী আটতোলা, আমলকী আটতোলা, বহেড়া আটতোলা, মরিচ আটতোলা, পিপুল আটতোলা, শুঁঠ আটতোলা, রক্তচিতার মূল আটতোলা,

বিড়ঙ্গের শাঁস আটতোলা, শোধিত শিলাজতু চল্লিশতোলা, রৌপ্য ধাতুর মল চল্লিশতোলা, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক চল্লিশতোলা, লৌহভস্ম চল্লিশতোলা, চিনি চৌষট্টিতোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যাহাদিগকে চূর্ণ করিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। উক্ত সমস্ত চূর্ণ দ্রব্য লৌহ পাত্রে রাখিয়া তাহাতে এই পরিমাণে মধু দিতে হইবে, যাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি আপ্লুত হয়। এই ঔষধ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া কুলথকলাই, কাকমাচী ও কপোত (পায়রা) ভক্ষণ করিবে না। এই শরীরপোষক সর্ব্বব্যাধি হন্তারক যোগরাজ ঔষধ প্রভাবে পাণ্ডুরোগ, বিষ, কাস, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, মেহ, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, অপস্মার ও অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

কামলারোগ চিকিৎসা।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই সমস্ত দ্রব্য সমুদায়ে দুইতোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল অথবা গুলঞ্চের রস কিম্বা দার্ব্বীশাকের রস অথবা নিমছালের রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে কামলারোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে কামলারোগ বিনষ্ট হয়। কামলারোগ শান্তির জন্য রোগীর চক্ষু মধ্যে দ্রোণপুষ্পী পত্রের রস দিবে। অথবা হরিদ্রাচূর্ণ, গেরিমাটী ও আমলকী সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুলিপ্ত শলাকা করিয়া চক্ষে দিবে।

দারুহরিদ্রার ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গের শাঁস; এই দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া দুই আনা বা একসিকি পরিমাণ চূর্ণ কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু সহযোগে সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

আমলকীর চূর্ণ একভাগ, লৌহভস্ম একভাগ, মরিচ একভাগ, পিপুলচূর্ণ একভাগ, শুঁঠচূর্ণ একভাগ; এই চূর্ণ পদার্থগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত দুই আনা বা একসিকি পরিমাণ চূর্ণ সেবনে অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কামলারোগ বিনাশ পায়।

কুম্ভকামলা চিকিৎসা।

বহেড়ার কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা লৌহমল (মণ্ডূর) দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ সাতবার দগ্ধ করিয়া সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ

করিয়া মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া লইবে। অর্দ্ধআনা পরিমিত চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কুম্ভকামলারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হলীমকের চিকিৎসা।

পাণ্ডু ও কামলা রোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে হলীমক রোগেরও চিকিৎসা করিবে। যেহেতু পাণ্ডু ও কামলারোগের চিকিৎসার সহিত হলীমক রোগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদ্যলৌহ।

বিড়ঙ্গের শাঁস, মুথা, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতার মূল, শুঁঠ ও মরিচ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমভাগ লৌহ চূর্ণ লইয়া লৌহের আটগুণ গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে নামাইবার সময়ে উক্ত বিড়ঙ্গ প্রভৃতির চূর্ণগুলি উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুনর্ণবা মণ্ডুর।

পুনর্ণবা, তেউড়ীমূলের ছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গের শাঁস দেবদারু, রক্তচিতার মূল, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীর মূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কটকী, পিপুলের মূল, মুথা, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া রাখিবে। শোধিত মণ্ডুর সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ, মণ্ডুরের আটগুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে, জলীয়াংশ শেষ পাইয়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে পুনর্ণবা প্রভৃতির চূর্ণগুলি তাহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পাণ্ডু, শোথ, উদর, মলমূত্রের রুদ্ধতা, শূল, অর্শ, ক্রিমি ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃত।

পুরাতন ঘৃত চারিসের। কল্ক—কিস্‌মিস্ একসের। ঘৃতে কিস্‌মিস্ এবং ৮ষোলসের জল প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে, জল প্রায় শেষ পাইয়া

আসিলে গোদুগ্ধ যোলসের প্রদান করিয়া পাক করিবে, দুগ্ধ প্রায় শেষ পাইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে কামলা, গুল্ম, পাণ্ডু, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জ্বর, প্রমেহ ও উদররোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

ধাত্রীলৌহ।

আমলকী, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু ও শর্করা; এই সমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বতুল্য লৌহ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিলে কামলা ও হলীমক রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

প্রাণবল্লভ রস।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র এবং কড়িভস্ম; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সীজের দুগ্ধ, যবক্ষার, জয়পালবীজ, দন্তী, তেউড়ী; এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিবে। তাহার পর চারি রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এবং মধু ও জলের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। রোগীর শ্লেষ্মাধিক্য হইলে এই ঔষধের সহিত ছোট এলাচি একভাগ দিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডু, আনাহ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, ব্রণ, হলীমক, শোথ, উরুস্তম্ভ, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রমি, দাহ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধ্য সন্নিপাত, জীর্ণজ্বর, অরুচি, বাতরক্ত, শোষ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ।

মণ্ডূর, গব্যঘৃত, চিনি ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে আটতোলা, কান্তলৌহ একতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মৃত্তিকাপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে রাখিয়া ত্রিকত্রয়ের অর্থাৎ ত্রিকটু ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ এবং রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের যথাসম্ভব রস কিম্বা ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। তাহার পর ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। তদনন্তর ভোজনের আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। রোগের বলাবল

বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনে কামলা, পাণ্ডু ও হলীমক প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।

পারদ চারি ভাগ, অভ্র ছয়ভাগ, লৌহ আটভাগ এবং গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী, গুড়ূচীর সত্ব; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে দশদিনে বিংশতিবার ভাবনা দিবে। তাহার পর চিতার ও সজিনার ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সমান শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় ও জরাতিসার প্রভৃতি পীড়া দূরীভূত হইয়া যায়।

পাণ্ডুসূদনরস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পালবীজ এবং গুগ্‌গুল এই সমুদায় পদার্থ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী গুড়িকা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শীতল জল ও অম্লদ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে।

মণ্ডূরবজ্রবটক।

পিপুল, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুণ্ঠী, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ মুথা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে তিনপল এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ মণ্ডুর, প্রথমত মণ্ডূরের আটগুণ গোমূত্র লইয়া মণ্ডূর ও গোমূত্র একত্র পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে পাক শেষ প্রায় হইয়া ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন পঞ্চকোলাদির অর্থাৎ পিপ্পল্যাদির চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর গাঢ়বৎ হইলে দুইতোলা পরিমাণ বটক প্রস্তুত করিয়া এক এক বটী ঘোলের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে এবং তক্রের সহিত অন্ন ভোজন ও তক্রপান করিবে। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডুরোগ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অর্শ, গ্রহণী, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, প্লীহা, আনাহ ও গলরোগ বিনাশ করে।

কামেশ্বররস।

রস, গন্ধক, হরীতকী এবং রক্তচিতা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একপল, এলাচি ও তেজপত্র এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে বারতোলা, ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল,

মুথা, বিষ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একপল (আটতোলা) নাগেশ্বর দুই-তোলা, এরণ্ড বীজ আটতোলা এই সমস্ত দ্রব্যের সমপরিমাণে পুরাতন গুড় লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ধুস্তুর পত্রেররসে ভাবনা দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। তাহার পর কুলের আঁটির প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাত্রিতে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদ্যলৌহ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা এবং ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্ব-দ্রব্যের সমান লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথোপযুক্ত মাত্রায় পুরাতন গুড়ের সহিত সাতদিবস লেহন করিলে শোথ, পাণ্ডু ও হলীমক রোগ আশু নিবারিত হয়।

সম্মোহলৌহ।

মণ্ডূর, গব্যঘৃত, শর্করা ও মধু এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে আটতোলা এবং কান্তলৌহ একতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও রক্তচিতাররস অথবা কাথে ভাবনা দিয়া লৌহ অথবা মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিবে। তদনন্তর ঘৃত দ্বারা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে অথবা শিশিরে স্থাপন করিবে, এই ঔষধ ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ সেবনের ন্যায় সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ, কামলা, হলীমক প্রভৃতি অশেষবিধ সুদারুণ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর বা ছোলার ডাইলের ঝোল, পটোল, বেগুণ প্রভৃতি তরকারী, কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, বকা দুগ্ধ হিতকর।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্য, ভাজা, পোড়া দ্রব্য, শাক, অম্ল, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শৈত্যসেবন প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

চিকিৎসাবিধি।

চিকিৎসক পাণ্ডুরোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুরোগ সাধ্য কি অসাধ্য প্রথমতঃ এইটী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিবেন রোগটী যদ্যপি সাধ্য হয় তাহা হইলে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া লইবেন। তদনন্তর স্নিগ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বমনকারক ও বিরেচক দ্রব্যদ্বারা

রোগীর শরীর সংশোধন করিয়া ঘৃতযুক্ত হরীতকীর চূর্ণ ও নবায়সলৌহ প্রভৃতি ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

রক্তপিত্তরোগ।

অতিরিক্ত আতপ সন্তাপ বা অতিশয় পরিশ্রম ব্যায়াম প্রভৃতি, অধ্বগমন, শোক ও মৈথুন কর্তৃক এবং তীক্ষ্ণ উষ্ণ যবক্ষারাদি, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্যের অতি সেবন জনিত পিত্ত দগ্ধ হইয়া স্বীয় গুণে দেহস্থিত রক্তকে প্রদূষিত করে। সেই দূষিত শোণিত ঊর্দ্ধ এবং অধোদ্বারা নির্গত হইতে থাকে। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ এই কয়টীকে ঊর্দ্ধদ্বার কহে এবং মেঢ্র যোনি এবং মলদ্বার এই কয়টীকে অধোদ্বার কহিয়া থাকে। কখন কখন কুপিত রক্ত শরীরের সমস্ত লোমকূপ দ্বারাও নিঃসৃত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তরোগ প্রকাশের পূর্ব্বে অঙ্গাবসাদ, শীতল বস্তুতে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমন বোধ হওয়া, বমি ও নিঃশ্বাসে লৌহগন্ধ বলিয়া অনুভূত হয়।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

তর্পণ।—ঘৃত ও মধু মিশ্রিত খৈর গুঁড়াকে তর্পণ কহা যায়, যদি তর্পণ যথা সময়ে সেবিত হয় তাহা হইলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। এই তর্পণে জল মিশ্রিত করার আবশ্যক বোধ হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে জল প্রস্তুত করিয়া মিশ্রিত করিবে। জল প্রস্তুত প্রণালী, পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্‌, মউয়াফুল, পরূষ ফল, এই দ্রব্যগুলি সমুদায়ে এক ছটাক, জল দুইসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধসের। এই প্রকারে জল প্রস্তুত করিয়া উক্ত জলে খৈর গুঁড়া চারিতোলা এবং ঘৃত মধু ও চিনি প্রত্যেকে একতোলা, একত্র আলোড়ন করিয়া আহার করিতে দিবে।

তেউড়ীর মূলের ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামবর্ণ তেউড়ীর মূলের ছাল, পিপুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে মোদক পাকের নিয়মানুসারে দ্বিগুণ চিনিদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

শালপাণি, চাকুলে, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া দুইসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ জল গ্রহণ করিবে। ঐ

জল এবং অভ্যস্ত তণ্ডুলের চারিভাগের একভাগ কুট্টিত তণ্ডুল একত্র পাক করিতে থাকিবে, পেয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নামাইয়া অধোগ রক্তপিত্ত রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

সঙ্কোচকরোগ।

বাসকপত্রের রস কিঞ্চিৎ মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে অতিশয় প্রবল রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে বাসকপত্রগুলি একটী পাত্রে রাখিয়া অপর পাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে স্বল্পকাল অগ্নি উত্তাপ লাগাইলে ঐ পত্র হইতে রস নেঙড়াইয়া লইবে। এই প্রকার নিয়মে সহজেই রস বাহির হয় নচেৎ সহজে উহা হইতে রস বাহির হয় না।

দুইতোলা বাসকপত্র ও ছাল অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল প্রিয়ঙ্গু, মৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধকাষ্ঠ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমস্তে অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া উহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমুদায়ে দুইতোলা, গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই কাথ জলে চিনি চারিআনা ও মধু এক সিকি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এইপ্রকার কিছুদিন সেবিত হইলে রক্তপিত্ত, কাস ও খাস রোগ নিবারিত হয়।

রক্তরোধক উপায়।

যজ্ঞডুম্বুরের রস একতোলা বা দুইতোলা তাহাতে চারিআনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তের শোণিত আশু রোধ হইয়া থাকে।

মল্লিকা বৃক্ষের মূল দুইতোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি চারিআনা ও মধু চারিআনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি সত্বর রক্তরোধ হইয়া থাকে।

নানাবিধ কষায় প্রয়োগদ্বারা রোগীর অগ্নি উদ্দীপিত হইলে এবং কফ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বায়ু বৃদ্ধি হইলেও যদি রক্তপিত্ত রোগের শান্তি না হয়,

তাহা হইলে ছাগদুগ্ধ পাঁচগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া, জল দেড়পোয়া, একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে চিনি এক সিকি ও মধু এক সিকি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বাসকের রসে হরীতকী আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিবে, এইপ্রকার সাতবার করা হইলে ঐ হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে তদুপযুক্ত মধুর সহিত রোগী লেহন করিয়া ভক্ষণ করিলে কিম্বা পিপুল উক্ত প্রকারে বাসকের রসে সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়।

এলাদিগুড়িকা।

ছোট এলাচি একতোলা, তেজপত্র একতোলা, দারুচিনি একতোলা, পিপুল চারিতোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্ প্রত্যেকে আটতোলা, উক্ত ছোট এলাচি প্রভৃতি পদার্থগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ একসিকি পরিমাণে অল্প মধুর সহিত দিবসে দুই তিনবার সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমন, মূর্চ্ছা, মদাত্যয় রোগ, ভ্রম, রক্তবমন, পিপাসা, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোথ, প্লীহা, বাতরক্ত, স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বিশেষ শরীরের পুষ্টিসাধনকারী ও রক্তপিত্ত রোগের শান্তিকারক।

যে রক্তপিত্ত রোগীর নাসিকা দ্বারা রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তাহার মস্তকের তালুপ্রদেশে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত পতিত হওয়া নিবারিত হয়। কিম্বা চিনি জলের সহিত বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

যাহার মূত্রদ্বার দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহার লিঙ্গপথে উত্তরবস্তি অর্থাৎ পিচকারী প্রয়োগ মহোপকারক। উক্ত অবস্থায় রোগীকে কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া জল দেড়পোয়া একত্র পাক করিয়া জল শেষ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান

করিতে দিবে। এইপ্রকার কিছুদিন সেবন করিলে প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত পড়া শান্তি হইয়া থাকে।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্ক;—শতমূল, দাড়িমের খোলা, হরীতকী, তিন্তিড়ী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, যষ্টিমধু, ভুইকুমড়া ও ছোলঙ্গলেবুর মূল, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া পেষণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর চারিসের জল প্রদান করিয়া ঘৃত জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে দুগ্ধ ষোলসের পৃথক্‌রূপে জ্বাল দিয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। দুগ্ধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ করিবে এবং পুনঃ পাক করিয়া পাকের লক্ষণ সমস্ত উদিত হইলে অর্থাৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত হইলে নামাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর, মলমূত্রের রুদ্ধতা, বিবন্ধ ও শূল প্রশমিত হয়।

বাসাঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্ক;—বাসকের পুষ্প অর্দ্ধসের এবং জল আটসের প্রদান করিয়া পাক করিবে। তাহার পর বাসকের শাখা, পত্র ও মূল সমস্তে ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক নিষ্পন্ন করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ সদ্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তপ্রস্থ ঘৃত।

ঘৃত চারিসের, শতমূলীর রস চারিসের, পাথরকুচির রস চারিসের, কিস্‌মিসের রস চারিসের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চারিসের, ইক্ষুরস চারিসের ও আমলকীর রস চারিসের এবং চিনি একসের, সর্ব্ব প্রথমে চিনি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে শতমূলীর রস দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পদার্থগুলি প্রদান করিয়া পাক নিষ্পন্ন করিবে। এই প্রকারে

পাক শেষ করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, পিত্তজনিত শূল, যোনিবাত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ বলকারক ও মহোপকারক।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

পুরাতন কুমড়ার শস্য গ্রহণ করিবে, উক্ত কুমড়ার শস্যগুলি হইতে যে জলপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেই জলদ্বারা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে কুমড়ার শাঁস ঝিনুক অথবা লৌহময় যন্ত্রদ্বারা আঁচড়াইয়া লইতে হয়, যেহেতু কুমড়া অত্যন্ত কঠিন, সে জন্য সিদ্ধ করিলেও গলিয়া যায় না। এ কারণে উহাকে সূক্ষ্মরূপে গ্রহণ করিতে হয়, কুমড়ার শাঁস ১২৷৷০ সাড়ে বার সের চারিসের ঘৃতে তাম্র পাত্রে করিয়া ভাজিবে, ভাজিবার সময়ে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিসন্তাপে রাখিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না উক্ত কুমড়ার শস্যগুলি লালবর্ণ হয়, পরে বারসের চিনি আটসের জলে অথবা যে পরিমাণ কুষ্মাণ্ড জল ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ড প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যেন পাত্রের নীচে না লাগিয়া যায়। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে তখন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে, এবং অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিলে অঙ্গুলীতে না লাগিলেই নামাইবে। প্রক্ষেপ চূর্ণ দ্রব্যগুলি যথা ;— পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁঠের চূর্ণ ১৬ তোলা, জীরার চূর্ণ ১৬ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ৪ তোলা, ছোট এলাচী ৪ তোলা, তেজপত্র ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, ধনিয়া ৪ তোলা। এই প্রকারে পাক সম্পন্ন হইলে উহার সহিত দুই সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে প্রত্যহ একবার বা দুইবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষয়, কাস, শ্বাস, আমরোগ, বমন, তৃষ্ণা ও জ্বররোগের শান্তি হয় ; এই ঔষধে পুষ্টিকারক, বলকারক, বল ও বর্ণ প্রসাধক গুণ আছে বলিয়া বৃদ্ধকর্ত্তৃক সেবিত হইলেও তাহাকে তরুণাবস্থায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহা সুরবৈদ্য অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ইহাতে উরঃক্ষতরোগে ক্ষতের শুদ্ধীকরণ রসাদি ধাতুর বৃদ্ধিজনন ও স্বরবর্দ্ধন প্রভৃতি গুণও লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাসা কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

প্রথমতঃ পুরাতন কুষ্মাণ্ডের ত্বক ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে ঝিনুকদ্বারা আঁচড়াইয়া ছয়সের অর্দ্ধপোয়া শস্য গ্রহণ করিবে। কুষ্মাণ্ড হইতে যে জলপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই জলদ্বারা কুষ্মাণ্ডের শস্যগুলি সিদ্ধ করিবে, শস্যগুলি অগ্নি সন্তাপে কোমল হইলে নামাইয়া জল পৃথক্ করিয়া রাখিয়া শস্যগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এরূপ স্থলে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে উক্ত কুষ্মাণ্ডের শস্য ২।৩ দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক করা কর্ত্তব্য নহে, যে দিন সিদ্ধ করা হইবে সেই দিবসই শুষ্ক করিয়া পুনঃ পাক করিতে হইবে। উক্ত শস্যগুলি চারিসের ঘৃতে এতক্ষণ ভাঁজিবে, যতক্ষণ উক্ত ভর্জ্জিত দ্রব্য লালবর্ণ না হয়। যথা নিয়মে ভর্জ্জিত হইলে বাসক ৮ সের ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ জলে ১২৸৹ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ডে প্রদান করিবে এবং মুথা দুইতোলা, আমলকী দুই তোলা, বংশলোচন দুইতোলা, বামনহাটীর মূল দুইতোলা, দারুচিনি দুইতোলা, ছোট এলাচী দুই তোলা, তেজপত্র দুইতোলা এই সমস্ত দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক পাক করিবে। অগ্নি সন্তাপে জলীয়াংশ নিঃশেষিত হইয়া আসিলে নিম্নলিখিত পদার্থের চূর্ণ গুলি উহাতে দিয়া আলোড়নপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। ঐ দ্রব্য অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিলে যদি অঙ্গুলীতে সংলগ্ন না হয় তাহা হইলে নামাইয়া লইবে। চূর্ণ দ্রব্যগুলি যথা—ছোট এলাইচ চূর্ণ আটতোলা, শুণ্ঠীর চূর্ণ আট তোলা, ধনিয়ার চূর্ণ আটতোলা, মরিচের চূর্ণ আটতোলা, ও পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধসের। পাক শেষ হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া উহাতে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একতোলা পরিমাণে প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, হিক্কা, হলীমকরোগ, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত এবং নাসিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাখণ্ড।

সাড়ে বার সের বাসক, আড়াই মণ জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, উক্ত ২৫ সের ক্বাথ জলে সাড়ে বার সের চিনি ও হরীতকীর চূর্ণ ৮ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে জলীয়াংশ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, তখন পিপুলের চূর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনির চূর্ণ

৮ তোলা, ছোট এলাইচের চূর্ণ ৮ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ৮ তোলা ও নাগেশ্বরের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নাড়িয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত পদার্থ হাতে করিয়া পীড়ন করিলে তৎকালীন যদ্যপি হাতে সংলগ্ন না হয় তাহা হইলে নামাইয়া শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা মাত্রায় দিবসে দুই তিনবার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও যথারোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

খণ্ডকাদ্য লৌহ।

শতমূলী ৪০ তোলা, গুলঞ্চ ৪০ তোলা, বাসক ৪০ তোলা, মুণ্ডিরী ৪০ তোলা, তালমূলী ৪০ তোলা, খদিরকাষ্ঠ ৪০ তোলা, হরীতকী ৪০ তোলা, আমলকী ৪০ তোলা, বহেড়া ৪০ তোলা, বামুনহাটী ৪০ তোলা, কুড় ৪০ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৪০ সের জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে, আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ১৬ পল অর্থাৎ দুইসের ঘৃত তাম্রপাত্রে করিয়া অগ্নি সন্তাপে রাখিয়া তাহাতে মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত লৌহচূর্ণ বার পল (৯৬ তোলা) প্রদান করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কাথ জল দিবে এবং চিনি ৯৬ তোলা দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ সমস্ত দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপার্থ চূর্ণগুলি যথা ;— শিলাজতু ৮ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ৮ তোলা, কাকড়াশৃঙ্গী ৮ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮ তোলা, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকীরচূর্ণ চারি তোলা, আমলকীরচূর্ণ চারি তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, ধনিয়াচূর্ণ ৪ তোলা, তেজপত্র ৪ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ তোলা, এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে দুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ স্নিগ্ধপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ (খণ্ডকাদ্যলৌহ) রোগীর অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া তিনরতি হইতে আরম্ভ করিয়া দুইআনা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। আহার সম্বন্ধে মাংস রস, দুগ্ধ ও অন্যপ্রকার বলকারক দ্রব্য বিশেষ হিতজনক।

যদ্যপি এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে রক্ত পিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশূল প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। বিশেষত বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমন, ক্রিমি, শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, আনাহ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

যে রোগী খণ্ডকাদ্যলৌহ সেবন করে তাহার পক্ষে ছাগ, পারাবত তিত্তিরি, ক্রকর, শশ, কুরঙ্গ ও কৃষ্ণসারের মাংস, ডাবের জল, সুষণি শাক, শুষ্ক মূলক, জীবক শাক, পটোল, বৃহতীমূল, বেগুন, পক্কাম্র, পিণ্ডখেজুর ও সুমিষ্ট দাড়িম্ব বিশেষ হিতকর।

রক্তপিত্তান্তকলৌহ।

মারিত অভ্র, মুণ্ড, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল এবং গন্ধক এই সমুদয় দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচী ইহাদের কাথদ্বারা খলে করিয়া একদিন মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অতি শীঘ্র দুঃসাধ্য রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, শোষ ও অরুচি এই সকল রোগ বিনাশ পায়।

সুধানিধিরস।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথের সহিত লৌহপাত্রে গোময়াগ্নিসন্তাপে অর্থাৎ ঘুইটার অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

শতমূলাদ্যলৌহ।

শতমূলী, শর্করা, ধনিয়া, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও তিল এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ছর্দ্দি এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কপর্দ্দকরস।

রসসিন্দুর কার্পাস পুষ্পের রসে একদিবস মর্দ্দন করিয়া শোধন করিয়া লইবে। তাহার পর উহা কপর্দ্দকের মধ্যে পূরিত করিয়া অন্ধমূষাযন্ত্রে নিরুদ্ধপূর্ব্বক পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া

দ্বিগুণ পরিমাণে মরিচের চূর্ণের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই ঔষধের একরতি পরিমাণে ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। যজ্ঞডুমুরের রস ও ঘৃত এই ঔষধের অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধে রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সমশর্করা লৌহ।

লৌহ ৮ তোলা, দুগ্ধ চারিপল, (৩২ তোলা) উত্তম ঘৃত ১৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাক প্রায় শেষ হইয়া আসিলে উহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ দুইতোলা নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর তাহাতে শর্করা (চিনি) ৮ তোলা প্রদান করিয়া পাক সমাধা করিবে। শীতল হইলে মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ একমাষা হইতে বিধিপূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করিবে। নারিকেল অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে রক্ত-পিত্ত, অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় প্রভৃতি পীড়া বিদূরিত হইয়া থাকে।

আমলাদ্যলৌহ।

আমলকী ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত উক্ত উভয় দ্রব্যের তুল্য লৌহ মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর সমপরিমাণে শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবনে বলবৃদ্ধি ও অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি পৈত্তিক রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্ত রোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ডাইলের ঝোল, পটোল, বেগুণ, ডুমুর, পক্ক ও পুরাতন কুম্মাণ্ডের ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, অম্লের মধ্যে পাতি লেবু, ছাগাদি মাংসের যূষ, ছাগদুগ্ধ, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, পানিফল, কিস্‌মিস্, আমলকী বা হরীতকীর মোরব্বা। রাত্রিতে রুটী, লুচী, অল্প পরিমাণে তরকারী, সুজির পায়স হিতকর। যদ্যপি অধিক জ্বর এবং তাদৃশ রক্ত নির্গমন থাকে তাহা হইলে আহার একবারে বন্ধ করিয়া দুগ্ধ ও খই বা সাগু খাইবেন।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্যাদি, শাকামৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্ল, দধি, কলাইয়ের ডাইল, মাদক দ্রব্য পান, ধূম পানাদি, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, সঙ্গীত, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ প্রভৃতি বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবে।

চিকিৎসাবিধি।

রক্তপিত্ত রোগী যদি বলবান ও আহারক্ষম হয়, তাহা হইলে অতি প্রবাহমান রক্তস্রাব বন্ধ করিবে না। যেহেতু একপ্রকার দূষিত রক্ত শরীর মধ্যে থাকিয়া গেলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি রোগ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

যদ্যপি ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগী ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস না হয় এবং অগ্নিবল থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহার পক্ষে উপবাসই বিধান করিবে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগের প্রথমাবস্থায় আহারার্থ তর্পণ দিবে এবং সময়ে সময়ে বিরেচন করাইবে।

চিকিৎসকগণ প্রথমতঃ অধোগ রক্তপিত্তরোগে বলের অবিরোধীভাবে বমন এবং আহারার্থে পেয়া বিধান করিবেন। কিন্তু রোগী বমন যোগ্য কিনা ইহা সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাহ্নে দেখা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগ।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয় কারণজনিত ক্ষীণতা দ্বারা এবং অসম-সাহসী যুদ্ধাদিদ্বারা ও ইচ্ছানুরূপ আহারাদিদ্বারা ত্রিদোষজনিত যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে এবং কফপ্রধান দোষদ্বারা রসবাহক কর্ম্ম সমস্ত রুদ্ধ হইলে মানবের ধাতু সমস্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহার পর শরীর শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, আর অতিশয় মৈথুনপ্রিয় ব্যক্তিদিগের প্রথম শুক্রক্ষীণ হইয়া পরে পরম্পর সম্বন্ধীয় ধাতু সকলের ক্ষয় হয় এবং শরীর শুষ্ক হয়। শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, কফ নিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, নিদ্রা ও চক্ষু শুক্লবর্ণ হয় এবং রোগী মাংসাহার ও অতিশয় মৈথুনপ্রিয় হয় এবং স্বপ্নেতে রোগী কাক, শুকপক্ষী, শজারু, ময়ূর, শকুনী, বানর এবং গোধাদ্বারা বাহিত হয় এবং জলশূন্য নদী ও পান ধূম অথবা বনাগ্নিদ্বারা শুষ্কতরু সমূহ দেখিয়া থাকে। যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা।

ছাগমাংস বারতোলা, পিপুলের গুঁড়া অর্দ্ধতোলা, শুঁঠের গুঁড়া অর্দ্ধ-তোলা, যব দুইতোলা, কুলথকলাই দুইতোলা, দাড়িম অর্দ্ধতোলা, আমলকী

অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহার আটগুণ অর্থাৎ ১৪৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঘৃতে সন্তন্দন করিয়া ক্ষয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্রভাবে পীনস, শিরঃশূল, শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়।

ধনিয়া, পিপুল, শুঁঠ, বেলছাল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর, এই পদার্থগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ পান করিলে পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস, পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূল, বেলছাল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বাসক, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়) ও আতুষ; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ পান করিলে পার্শ্ব, স্কন্ধ ও মস্তকের বেদনা, ক্ষয়রোগ, কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল, কিস্‌মিস্ ও চিনি একত্র পেষণ করিয়া তাহাতে মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধা ও পিপুল, এই দুইটী দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চিনি, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত কিছুদিন প্রাতে সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে যক্ষ্মারোগী অচিরে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

দারুচিনি একতোলা, ছোট এলাইচ দুইতোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন আটতোলা, এই দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে এবং ষোলতোলা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুইআনা মাত্রায় মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে শ্বাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পার্শ্বশূল, হস্তপদ দাহ, জ্বর ও উর্দ্ধগ রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গাদ্য চূর্ণ।

লবঙ্গ, কাকোলী, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগর পাদিকার মূল, নীলোৎপল, জীরা, ছোট এলাইচ, পিপুল, অগুরু, দারুচিনি, নাগেশ্বর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী, মুথা, অনন্তমূল, জাতীফল, বংশলোচন, এই সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা করিয়া গ্রহণ করিবে এবং চিনি আটতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উহার চারিআনা পরিমাণে দিবসে দুই তিন বার করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে আহারে রুচি, শরীরে দীপ্তি, অগ্নি ও বলবৃদ্ধি এবং ত্রিদোষের শান্তি হয় এবং বক্ষঃস্থলের বিদগ্ধতা, তমক শ্বাস, গলরোগ, কাস, হিক্কা, অরুচি, যক্ষ্মা, নাসারোগ, গ্রহণী, অতীসার, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, প্রমেহ, জ্বর ও গুল্মরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তালীশাদি মোদক চূর্ণ বা মোদক।

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দারুচিনি অর্দ্ধতোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, ছোট এলাইচ অর্দ্ধতোলা, এই দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর ৩২ তোলা ইক্ষুচিনি অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে, যে উহা ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রদানপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে, এবং হস্তদ্বারা লড্ডুকবৎ মোদক প্রস্তুত করিয়া মৃৎপাত্রে বা কাচপাত্রে করিয়া রাখিবে। এবং স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যে পাত্রে মোদক রাখিবে, তাহাতে যেন বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারে, বায়ু লাগিলে গলিবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ চূর্ণরূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা চারিআনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, প্লীহারোগ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, ছর্দ্দি, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, শতমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ একতোলা এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সায়ংকালে লেহন করিয়া সেবন করিলে রোগী সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত

হইতে পারে। বিশেষতঃ উরঃক্ষত, কণ্ঠরোগ, অত্যুগ্র রাজযক্ষ্মা, বাহুস্তম্ভ ও অর্দ্দিতরোগ সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

রসেন্দ্র গুড়িকা।

বিশুদ্ধ পারদ ২ তোলা, জয়ন্তী পাতা ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গাঢ় করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর জলকর্ণা ও কাকমাচীর রসে ক্রমে ক্রমে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে সাতবার করিবে, অপর শোধিত গন্ধক ৮ তোলা ভৃঙ্গরাজ রসে সাতবার মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া পারদের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে ১৬ তোলা ছাগ-দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক কলাইয়ের ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা একটী করিয়া প্রতিদিন শূন্যোদরে সেবন করিয়া মাংস যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়রোগ, কাস, রক্তপিত্ত ও অরুচি প্রশমিত হয়।

এলামণ্ড।

ছোট এলাচি, যমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদির, নিমছালের সার, পীতশাল ও শালের সার, বিড়ঙ্গের শাঁস, ভেলা, রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ মুথা ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা (অভাবে পঞ্চক পর্পটী) এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ষোড়শগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ষোড়শ ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত জলদ্বারা ৪ সের ঘৃত পাক করিতে থাকিবে; পাক শেষ হইলে নামাইয়া চিনি ২৪০ তোলা, বংশলোচন ৪৮ তোলা এবং আটসের মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিয়া সাবধানতার সহিত দুগ্ধ সেবন করিলে মেধা ও দর্শন শক্তির বৃদ্ধি, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ, শূল এবং ভগন্দর প্রভৃতি কঠিন কঠিন পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

চ্যবনপ্রাশ।

বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীরছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভুমি আমলকী, কিস্‌মিস্, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, লোধ, অশ্বগন্ধা, শঠী, মুথা, পুনর্নবা, মেদ (অভাবে কুড়) ছোটএলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কেউয়াঠুটী; এই

দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং কাঁচা আমলকী পাঁচ শত একত্র ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিয়া যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এস্থলে জানা হওয়া আবশ্যক যে আমলকীগুলি বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া অপরাপর ঔষধ দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর আমলকীর পুটুলী তুলিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিবে এবং অপর দ্রব্যগুলি বস্ত্রে ছাঁকিয়া ক্বাথ একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরে আমলকীগুলির বীজ ও শিরা পরিত্যাগ করিবে। তিল তৈল ৪৮ তোলা ও ঘৃত ৪৮তোলা এই উভয় স্নেহ পদার্থ একত্র একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নির উত্তাপ দিয়া আমলকীগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু ভর্জ্জন করিয়া লইবে। এই প্রকারে সন্তলন কার্য্য সম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথ জলে গুড়ে বাতাসা ছয়সের একপোয়া মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত আমলকীতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং সতর্কতার সহিত নাড়িবে যেন নীচে না ধরিয়া যায়। এই প্রকারে যখন দেখিবে যে লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তখন নামাইয়া কিম্বা উননের উপর থাকিতেই নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ সমস্ত উহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪৮তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। চূর্ণ দ্রব্য সমস্ত লিখিত হইতেছে যথা ;—বংশলোচন বত্রিশ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা এবং দারুচিনি দুইতোলা, ছোটএলাইচ দুইতোলা, তেজপত্র দুইতোলা ও নাগ-কেশর দুই তোলা ; এই ঔষধ চারিআনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন এবং শ্বাস ও কাসনাশক, বিশেষতঃ ক্ষতক্ষীণ ও বালাগণের অঙ্গবর্দ্ধক হইয়া মহোপকার দর্শাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থল সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, পিপাসা, মূত্র ও শুক্রদোষনাশক, মেধা ও স্মৃতিকর, কান্তি এবং স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, বল এবং ইন্দ্রিয় শক্তিজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, বর্ণ প্রসাদক বায়ুর অনুলোমনকারী এবং রতিক্রিয়ার উদ্দীপক। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া আহারের বাধা বা অগ্নিমান্দ্য বোধ হইলে ঔষধের মাত্রা হ্রাস করিয়া লইবে। এত-দ্ব্যতীত এই রসায়ন শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রভাবে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাতাতপাদি রহিত স্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জরা-জনিত জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নবযৌবন পরিগ্রহ করিতে পারে। এই

' চ্যবনঋষি ব্যবহার করিয়া জরাজীর্ণ হইতে পুনর্ব্বার নবযৌবন লাভ ন।

পিপ্পলী ঘৃত।

অর্দ্ধসের পিপুল ও অর্দ্ধসের ইক্ষুগুড় এবং ১৬ সের ছাগ দুগ্ধের সহিত চারিসের গব্যঘৃত যথোক্ত নিয়মানুসারে পাক করিয়া লইবে। উক্ত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে অগ্নিবর্দ্ধক হইয়া যক্ষ্মারোগীর বিশেষ উপকার হয়।

পরাশর ঘৃত।

ঘৃত ষোলসের, বামনহাটী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমস্তে ১২॥০ সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং আটভাগের একভাগ অর্থাৎ ১৬ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ১৬ সের কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমস্তে ৪ সের গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর গোদুগ্ধ ৬৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের ও ইক্ষুরস ১৬ সের ক্রমশঃ ঘৃতে প্রদান করিবে। এই পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা কিম্বা ততোধিক মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে একাদশ লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়।

ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা,—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গপর্ণী (মুগানী), মাষাণী (মাষপর্ণী), জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে তিন আনা করিয়া গ্রহণ করিবে এবং অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃত সহযোগে ষোলসের জলের সহিত পাক করিবে, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া সিটেগুলি ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর স্ত্রীজাতীয় নপুংসক ছাগলের সাড়ে বারসের মাংস ১২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে, তাহার পর পুনর্ব্বার ঘৃত পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। মাংস ও ঘৃতভোজী এই ঘৃত

চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে উহার বাতিক, পৈত্তিক এবং বাতপৈত্তিক রোগ, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, পার্শ্ব ও হৃদয়ের বেদনা, পথশ্রম জনিত ক্ষয় এবং স্ত্রীসংসর্গ জনিত ক্ষয়রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্য তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা;—রক্তচন্দন, বালা, পদ্মনখী, কুড়, যষ্টিমধু শৈলেয়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, ছোট এলাইচ, খট্টাসী, পদ্মকেশর, তেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কটকী, লবঙ্গ, অগুরু, কুমকুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং তাহাতে ১৬ সের দধির মাত প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। দধির মাত শেষ প্রাপ্ত হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া রাখিবে। পরে লাক্ষা ২ সের, জল ১৬ সের, অবশিষ্ট ৪ সের অর্থাৎ পাক পাত্রে জল রাখিবে এবং লাক্ষাগুলি একখানি নূতন বস্ত্রে করিয়া পুট্টলী বদ্ধ করিবে। এই পুট্টলী পাকপাত্রে এরূপভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে যে, যেন উহা পাকপাত্রের নিম্নপ্রদেশে সংলগ্ন না হয়, অথচ জলে ডুবিয়া থাকে। এই প্রকারে লাক্ষা সন্তাপিত হইলে জ্বাল দিতে থাকিবে এবং অবশিষ্ট ৪ সের জল থাকিতে নামাইয়া উক্ত লাক্ষারস তৈলে প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ পাক করিতে থাকিবে এবং পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বল ও বর্ণপ্রদ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক এবং অপস্মার, জ্বর ও উন্মাদরোগনাশক। চন্দনাদি তৈল যক্ষ্মা, কাস ও রক্ত পিত্তরোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ছাগমাংস, শর্করাযুক্ত ছাগদুগ্ধ এবং শর্করাযুক্ত ছাগঘৃত বিশেষ হিতকর। অপর ছাগলের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশনাদিরূপ সেবাও বিশেষ হিতজনক। এইরূপ কার্য্যে কৃষ্ণবর্ণের ছাগ প্রশস্ত।

উরঃক্ষত চিকিৎসা।

উরঃক্ষত রোগীকে চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত লাক্ষা প্রাতে পান করিতে দিবে।

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা;—যষ্টিমধু একসের। প্রথমতঃ যষ্টিমধু কুট্টিত করিয়া অল্প জলের সহিত ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, তদনন্তর বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, এই সমস্ত দ্রব্য-গুলি সমুদায়ে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে ক্বাথ শোষপ্রাপ্ত হইয়া আসিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে পাক সমাধার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা ততোধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে উরঃক্ষত, হৃদ্রোগ, শূল, রক্তপিত্ত, কাশ ও বাতরক্ত প্রশমিত হয়। সচরাচর এই ঘৃতটী উরঃক্ষত রোগেই ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃগাঙ্ক।

রস একভাগ, স্বর্ণ একভাগ, মুক্তা দুইভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং সোহাগা একভাগ এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। তাহার পর ঐ ঔষধপিণ্ড লবণপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক চারি প্রহর পাক করিবে, শীতল হইলে উক্ত ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মরিচের সহিত ইহার চারি রতি মাত্রায় সেবন করিবে। কিম্বা দশটী পিপুল ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লেহন করিবে, এই ঔষধ সেবন করিয়া লঘু মাংসের যূষ পথ্য করিবে। ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও অবিদাহী বস্তু ভক্ষণ করিবে, এই ঔষধ সেবন করিয়া বার্ত্তাকু, বিম্ব, তৈল, এবং কলা, এই সমস্ত দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে। স্ত্রীসঙ্গম ও ক্রোধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

রাজমৃগাঙ্ক রস।

রসসিন্দূর তিনভাগ, স্বর্ণভস্ম একভাগ, রৌপ্যভস্ম একভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল, প্রত্যেকে দুইভাগ, এই সমুদায় পদার্থ একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। তদনন্তর উহা কপর্দ্দকের গর্ভে নিহিত করিয়া ছাগদুগ্ধের দ্বারা পিষ্ট সোহাগাদ্বারা ঐ কপর্দ্দকের মুখবন্ধ করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে সংস্থাপন করিবে। অনন্তর সেই মৃৎপাত্রের মুখবন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ চারি রতি

পরিমাণে দশটী পিপ্পলী ও মধু অথবা মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ উল্লিখিত নিয়মে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কনকসুন্দর রস।

স্বর্ণ একভাগ, পারদ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে চারিভাগ সমস্ত দ্রব্য পরিস্কৃত জলে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাসক, বক, ঈষলাঙ্গলিয়া ও রক্তচিতা, ইহাদের রস দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে সাতবার ভাবনা প্রদান পূর্ব্বক পেষণ করিয়া পুনর্ব্বার আদার রসে সাতবার ভাবনা প্রদান করিবে। এই ঔষধ দ্বারা দুই রতি কিম্বা তিনরতি বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধু ও পিপ্পলী চূর্ণের সহিত অথবা ঘৃত মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। সন্নিপাতে আদার রসের সহিত গুল্ম ও শূল রোগীকে জয়পাল বীজের চূর্ণ সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল, লবণ, হিঙ্গু, তক্র (ঘোল) দধি, ও বিদাহী দ্রব্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। এবং ঔষধ সেবনান্তে বলকারক দ্রব্য পথ্য করা বিধেয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।

রস ও গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, সোহাগা দুইভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম, প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, স্বর্ণভস্ম একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া খলে পেষণ করত লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর ঐ পিণ্ড গজপুটে পাক করিয়া সুশীতল হইলে তাহার সহিত স্বর্ণের সমান তীক্ষ্ণলৌহ এবং তীক্ষ্ণলৌহের অর্দ্ধ হিঙ্গুল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার উত্তম সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর শুভদিনে রসের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে রাজযক্ষ্মা, বাতপিত্ত জ্বর, সুদারুণ সান্নিপাতিক রোগ, অর্শ, গ্রহণী, প্রমেহ, গুল্ম, ভগন্দর এবং বাত ও শ্লেষ্মজনিত নানা প্রকার পীড়া প্রশমিত হয়। এই ঔষধ পিপ্পলী চূর্ণ ও মধুর সহিত কিম্বা ঘৃতের সহিত অথবা পর্ণখণ্ড শর্করা ও আদার সহিত সেবন করিতে হইবে।

কাঞ্চনাভ্র রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে উত্তমরূপে জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং রোগীর দোষানুসারে অনুপান নিরূপণ করিয়া ব্যবহার করাইবে। এই ঔষধ প্রভাবে ক্ষয়রোগ, শ্লেষ্মপিত্ত জন্য কাসরোগ, প্রমেহ-রোগ, বায়ুপিত্ত.কফ জন্য নানাপ্রকার পীড়া বায়ুজনিত অশেষবিধ রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত বল, বীর্য্য, লিঙ্গের দৃঢ়তা, লাবণ্য ও পুষ্টি-বর্দ্ধন করে, ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস।

বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুইতোলা, নিশ্চন্দ্র অভ্র চারিতোলা কর্পূর অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ও তাম্র প্রত্যেকে একতোলা, লৌহ দুইতোলা, বৃদ্ধদারক বীজ জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, গুথশিম্বী, গোরক্ষচাকুলিয়া, জাতীফল, জইত্রী, সিদ্ধিবীজ এবং শ্বেতধুনা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, এই সকল পদার্থ যে পর্য্যন্ত একত্রিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। তাহার পর চারিরতি প্রমাণ বটী করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করাইবে।

রত্নগর্ভপোট্টলী রস।

রস, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র, মরিচ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শঙ্খ এবং তুঁতে এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তাহকাল চিত্রার রস বা কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। তাহার পর আতপে শুষ্কীকরণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া কপর্দ্দকের গর্ভে পূর্ণ করিবে এবং আকন্দের দুগ্ধের সহিত সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কপর্দ্দকের মুখ বন্ধ করিয়া ঐ কপর্দ্দক মৃত্তিকা পাত্রের মধ্যে স্থাপিত করিয়া সেই মৃৎপাত্রের মুখবন্ধ করত গজপুটে উত্তমরূপে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে এবং নিসিন্দার রসে সাতবার, আদার রসে সাতবার এবং রক্ত-চিতার রসে বিংশতিবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি রতি মাত্রায় সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য ক্ষয়রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়।

পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু কিম্বা মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে অষ্টবিধ মহারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও অতীসার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তবমন প্রশমিত হয়। ঐ গুড়িকা ধারণ করিলে ক্ষয় কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুর সহিত গুড়ূচীর রস পান করিলেও রক্তবমন দূরীভূত হয়।

রজতাদি লৌহ।

রৌপ্যভস্ম আটতোলা, অভ্রচূর্ণ আটতোলা, ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল, শুঁঠ) ইহারা ২৪ তোলা, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া) ইহারা ২৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত ঘৃতের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অতি শীঘ্রই, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, শ্বাস, কাস ও সকল প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট করে।

যক্ষ্মারোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, আলু, বেগুণ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, মুগ বা ছোলার ডাইলের ঝোল, ছাগ, হরিণ বা পক্ষীমাংসের যূষ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। যদি প্রবল জ্বর থাকে এবং কফপ্রধান ধাতু হইলে কিছুদিন অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া সুজি বা আটার রুটী খাইতে দিবেন।

কিস্‌মিস্, বেদানা, খেজুর, মোহনভোগ, আমলকীর মোরব্বা-ইত্যাদি জলখাবার খাইতে দিবেন। রাত্রিতে রুটী বা লুচি অল্পপরিমাণে ঘৃতপক্ক তরকারী, অল্প দুগ্ধ ও সুজির পায়স খাইবেন। ক্ষুধামান্দ্য বা উদরাময় থাকিলে যবের মণ্ড, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি আহার করা কর্ত্তব্য। স্নানযত অল্প হয় ততই ভাল। যদ্যপি বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গরমজলে স্নান করিতে পারেন।

অপথ্য।—লঙ্কার ঝাল রৌদ্র ও হিমলাগান, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, মাদকদ্রব্য সেবন এবং মৎস্য, দধি, কলাইয়ের ডাইল প্রভৃতি অপথ্য পরিত্যাগ করিবেক।

চিকিৎসা বিধি।

যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসাকালে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক মদ্য, জাঙ্গল পক্ষীর মাংস ও মৃগমাংস ব্যবস্থা করিবেন।

ব্যাঘ্র গৃধ্রাদির মাংস বিবিধ উপায়ে পাক করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবেন। বিশেষতঃ মাংসভোজী জন্তুগণের মাংস অত্যন্ত বলকারক, এই সমস্ত মাংস রোগীকে অন্য মাংস বলিয়া আহার করাইবে। যক্ষ্মারোগীর কফের আধিক্য থাকিলে রোগীকে স্বেদ প্রদান ও স্নেহপান করাইয়া স্নিগ্ধ পদার্থের দ্বারা এরূপ প্রকার বমন ও বিরেচন করাইবে, যেন রোগী দুর্ব্বল না হয়। এই প্রকারে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে বলকারক ও অগ্ন্যুদ্দীপক আহার ও ঔষধ প্রদান করিবে।

কাসরোগ।

মুখ নাসিকাতে ধুম এবং ধুলা প্রবেশ, অতিরিক্ত শ্রম এবং রুক্ষ অন্ন সেবন ইত্যাদি কারণ দ্বারা এবং বিমার্গ আহার দ্বারা এবং মল মূত্রাদি ও হাঁচির বেগধারণ দ্বারা কুপিত প্রাণবায়ু, উদান বায়ুর অনুগত হইয়া কাংস্যভগ্নবৎ শব্দের ন্যায় যথা দোষের অনুগামী হইয়া সহসা মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। এই প্রকার পীড়াকেই কাস রোগ কহে। এই কাস রোগ পাঁচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, উরঃক্ষত এবং ক্ষয়কাস। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র উপলক্ষিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বলবান হয় এবং ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম ফল যক্ষ্মা জানিবে; গলা ও মুখে ধান্যের অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত বোধ কণ্ঠদেশে কণ্ডূ এবং অনাহার ইত্যাদি সমস্ত কাস রোগের পূর্ব্বরূপ জানিবে।

কাসরোগ চিকিৎসা।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলীর ছাল ও গণিয়ারির ছাল এই দ্রব্যগুলি সমস্ত দুই তোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এবং উহা ছাঁকিয়া তাহাতে পিপুলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া মাংসের সহিত অন্নভোজী ব্যক্তি পান করিলে বাতজনিত কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাকড়াশৃঙ্গী, শঠী, পিপুল, বামনহাটীর মূল, পুরাতন গুড়, মুথা ও দুরালভা, এই দ্রব্যগুলি সমানভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা দিবসে দুইবার রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বায়ুজনিত কাসে বিশেষ ফল দেখাইয়া থাকে।

বামনহাটীর মূল, কিস্মিস্, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও শুঁঠ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া চারি আনা পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত বাত কাসরোগীকে লেহন করিতে দিবে। ইহাতে কাসরোগ অবিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিত্তকাস চিকিৎসা।

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও কিস্মিস্, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই কাথ পান করিলে পিত্তজনিত কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ও ইক্ষু, ইহাদিগের মূল এবং পিপুল, ও কিস্মিস্, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, পরে উক্ত কাথের সহিত অর্দ্ধসের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্ত জনিত কাস বিদূরিত হয়।

কাকোলী, মেদ, বৃহতী, মহামেদ, বাসক ও শুঁঠের সহিত মাংসের যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পাক করিয়া পিত্তকাস রোগীকে পান করিতে দিবে।

কিস্মিস্, আমলকী, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুল, ও মরিচ, এই দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া উহা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই চূর্ণ পদার্থ দুই আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে পিত্তকাস রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কফকাস চিকিৎসা।

প্রথমতঃ চিকিৎসক বলবান কফকাস যুক্ত রোগীকে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ সকল নিঃসারিত করিয়া দিবেন। তদনন্তর কফনাশক ঝাল রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের সহযোগে যবের মণ্ড প্রভৃতি রোগীর আহারার্থ ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পর পিপুল ও যবক্ষারযুক্ত কুলথের বা মূলকের যূষ কিম্বা কটু (ঝাল) দ্রব্যযুক্ত মাংস রসের সহিত লঘু অন্ন আহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এস্থলে বিশেষ রূপে জ্ঞান থাকা

আবশ্যক, যে দুগ্ধ বা ঘৃতাদি কফ জনিত বস্তু অতএব কাসরোগে কোন ক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। যে হেতু দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থে শ্লেষ্মা-বর্দ্ধক গুণ থাকায় মহান অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা।

দুই অথবা তিন তোলা পরিমাণ আদ্রার রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার করিয়া পান করিলে উহা কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় রোগে কফনাশক হইয়া মহোপকার সাধিত হয়।

কটফলাদি।

কটফল, গন্ধতৃণের মূল, বামনহাটীর মূল, মুথা, ধনিয়া, বচ, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু ইহাদিগের সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপৌয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত কাস, কণ্ঠরোগ, ক্ষয়, শূল, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বররোগ প্রশমিত হয়।

কণ্টিকারী দুইতোলা অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত পিপুলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতকী ঘৃতাক্ত করিয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ঘুইটার অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে যে পর্য্যন্ত উত্তমরূপে না অভ্যন্তরস্থ হরীতকী সুসিদ্ধ হয়। এই প্রকার সুপক্ক হরিতকী বীজ ছাড়াইয়া মুখে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, লবঙ্গ, কাকড়াশৃঙ্গী ও শতমূল এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং উহাদের এক ভাগের দ্বিগুণ বংশলোচন আর পিপুল হইতে বংশলোচন পর্য্যন্ত সমস্ত যে পরিমাণ চূর্ণ হইবে, তাহার চারিগুণ চিনি উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় ও তদুপযুক্ত মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে ক্ষয়কাস প্রশমিত হয়।

হরীতকী, শুঁঠ ও মুথা এই দ্রব্য তিনটী সমভাগে চূর্ণ করিবে, পরে ঐ সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষু গুড়ের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে।

উক্ত গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে অর্থাৎ চুষিয়া ভক্ষণ করিলে অতি প্রবল শ্বাস ও কাস নিবারিত হইয়া থাকে।

সমশর্কর চূর্ণ।

লবঙ্গচূর্ণ দুইতোলা, জাতীফল চূর্ণ দুইতোলা, পিপুল চূর্ণ দুইতোলা, মরিচ চূর্ণ চারিতোলা, শুঁঠ চূর্ণ চারিপল (৩২ তোলা) এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান চিনি উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ এক আনা করিয়া দিবাভাগে দুই কি তিনবার করিয়া সেবন করিবে, এই প্রকারে কিছুদিন ব্যবহার করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরীতক্যাদ্য মোদক।

হরীতকী, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ ; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষু গুড়ের সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সেবনে কাস ও তৃষ্ণা এবং অরুচি বিনষ্ট করে।

ব্যোষান্তিকা গুড়িকা।

তালীশপত্র, রক্তচিতার মূল, যমানী, চৈ, অম্লবেতস, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিবে। এবং দারচিনী, ছোট এলাইচ ও তেজপত্র এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের চূর্ণের চারিভাগের একভাগ লইয়া উহাদিগের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সম পরিমাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও পীনসরোগ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুথা, জীয়তাপুত্রাফল, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধের সহিত বাটিয়া বর্ত্তি (বরট) প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে এবং পানান্তে ইক্ষুগুড়ের সহিত দুগ্ধ পান করিবে। এইরূপ না করিলে ধূমের তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত ওজ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। উক্ত প্রণালীতে তিন দিবস ধূম পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আকন্দের মূলের ছাল এবং মনঃশিলা সমভাগ, উভয়ের অর্দ্ধ পরিমাণ ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ) এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে চূর্ণ করিয়া

অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নল দ্বারা ধূমপান করিয়া দুগ্ধ কিম্বা জল পান করিবে। দুগ্ধ বা জল পানান্তে তাম্বূল সেবন করা বিধেয়। এরূপ প্রণালীতে ঔষধ ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ নিবারিত হয়।

মরিচচূর্ণ, মনঃশিলা, আকন্দেরক্ষীর সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে বার্ত্তাকু আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিবে, এই প্রকারে সাতবার আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উহার ধূম পান করিলে সকল প্রকার কাস রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

দশমূল ঘৃত।

ঘৃত ৪ চারিসের। কল্কদ্রব্য বামনহাটীর মূল একসের, বামনহাটীর মূল গুলি কুট্টিত করিয়া চারিসের জল সহ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে দশমূল ৪ চারিসের ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে, ঐক্বাথ সহযোগে পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত মধ্যস্থ সিটে ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর কুক্কুট মাংস দুইসের এবং তিত্তিড়ির মাংস দুইসের, এই উভয় মাংস ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক সিকি হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রতিদিন কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বায়ুকফজনিত কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কণ্টিকারী ঘৃত।

ঘৃত চারিসের; কল্কদ্রব্য রাস্না, বেড়েলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, ইহাদিগের সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জল সহযোগে ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর কণ্টিকারীর রস ষোলসের উহাতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, কণ্টিকারীর রস তিন চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার ঘৃত পাক করিবে। এবং পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন একবার করিয়া পান করিলে পঞ্চবিধ কাসরোগ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা।

শোধিত রস, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ, মনঃশিলা, ক্ষারত্রয় (যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা) ধুস্তুরবীজ, মরিচ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর জয়ন্তী, চিতা, মাণ, থারকোলা, থানকুনি, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা ও নিসিন্দা ইহাদিগের প্রত্যেকের রস দুইতোলা ঐ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কলাই সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, যক্ষা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদররোগ, পাণ্ডু, কামলা, প্রভৃতি অশেষ প্রকার পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বল ও বর্ণ বর্দ্ধন করে।

লক্ষ্মীবিলাস রস।

বিশুদ্ধ রস ও হরিতাল প্রত্যেকে ১৬ তোলা, খর্পর, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, কাংস্য ও গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কেশরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে, পরে কিঞ্চিৎ দ্রবাবস্থায় ইহাদের সহিত এলাইচ, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ যমানী, জীরা ত্রিকটু ও ত্রিফলা এই সমস্ত চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে ইহাতে কাসরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া মৎস্য মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য পথ্য করিবে। ইহা সেবনে সজ্বর, অথবা বিষমজ্বর ক্ষয়কাস, শ্বাস হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ, ও অর্শ রোগ বিদূরিত হইয়া বল বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক, অম্ল, ভৃষ্টদ্রব্য ও অগ্নি উত্তাপ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শৃঙ্গাভ্র।

শোধিত কৃষ্ণাভ্র-চূর্ণ ১৬ তোলা কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারচিনী, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও

ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একসিকি, এলাচি, জাতীফল, ও গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা এবং পারদ অর্দ্ধতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে, এই প্রকার মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ইহার চারিটী বটী সেবন করিয়া আদা ও পান চর্ব্বণ করিয়া খাইবে, পরে শীতল জলপান করিবে, ইহাতে কোষ্ঠগত মন্দাগ্নি জনিত রোগ, জ্বর, উদরপীড়া, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়-রোগ, কাস, শ্বাস, শোথ, প্রমেহ, মেদোরোগ, ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা গুল্ম, পাণ্ডু, রক্ত পিত্ত, বিষজ রোগ, পীনস, প্লীহা, আমাশয়োত্থ রোগ সমস্ত এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক রোগ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধব্যক্তি তরুণবৎ হইয়া থাকেন। এই ঔষধ সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘৃতপক্ক মাংসের যুষ ও গব্যদুগ্ধ পথ্য করিবে। এই ঔষধের প্রভাবে কামী ব্যক্তি শতযুবতী ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক অম্ল পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ প্রভাবে কামদেবের ন্যায় কান্তি লাভ হইয়া থাকে।

কাসান্তক রস।

রস, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে একভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের সমান ভাগ মরিচ চূর্ণ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করত উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ চারি রত্তি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্রামৃত লৌহ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনিয়া চৈ জীরা এবং সৈন্ধব, এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে, তদনন্তর ইহাদিগের সহিত সমুদায় চূর্ণের সমান মনঃশিলা দ্বারা মারিত লৌহ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া নয় রত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে, এই ঔষধ প্রাতঃকালে শুচি হইয়া এক একটী বটী সেবন করিবে। রক্তোৎপল, নীলোৎপল অথবা কুলথ-কলায়ের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে, ত্রিদোষ জনিত বিবিধ কাস রোগ, বিষ জন্য ও বাতিক এবং পৈত্তিক রোগ সরক্ত অথবা নিরক্ত শ্বাস সমন্বিত জ্বর,

ভ্রমি, দাহ, তৃষ্ণা ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় এবং অন্নে রুচি হয়, জঠরাগ্নির দীপ্তি করে, শারীরিক বলবর্ণ বৃদ্ধি পায় এবং জীর্ণ জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

শ্রীচন্দ্রামৃত রস।

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, ও লৌহ ইঁহাদিগের প্রত্যেকে দুইতোলা, সোহাগা একপল (৮ তোলা), মরিচ চারিতোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধূনিয়া, জীরা, ও সৈন্ধব লবণ এই সমস্ত প্রত্যেকে একতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিবে, তদনন্তর নয় রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রাতঃকালে শুচি হইয়া অমৃতেশ্বরীকে চিন্তা করিতে করিতে এক একটী বটী সেবন করিবে। রক্তোৎপল নীলোৎপল অথবা কুলথ কলায়ের রস, ছাগীদুগ্ধ মণ্ড, অথবা কেশরাজের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবন করিলে বিবিধরূপ কাস, বাতরক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বাতিক ও পৈত্তিক জন্য অশেষ প্রকার পীড়া ও বিষদোষ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত প্রতিদিন রসক, গুড়ূচী, বামনহাটীর মূল, মুথা এবং কণ্টিকারী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহাদিগের কাথ পান করিবে।

কাস রোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মুগ মসূর ছোলা প্রভৃতি ডাইলের ঝোল পটোল বেগুন ডুম্বুর পক্ক ও পুরাতন কুষ্মাণ্ডের ঘৃতপক্ক তরকারী রাত্রিতে লুচি রুটী, অল্প পরিমাণে তরকারী, সুজির পায়স হিতকর। যদ্যপি অধিক জ্বর থাকে, তাহা হইলে অন্নাহার একেবারে বন্ধ করিয়া দুগ্ধ ও খই বা সাগু ব্যবহার করিবেন।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্যাদি, পাকা মৎস্য, লঙ্কারঝাল, শাক, অম্ল, দধি কলাইয়ের ডাইল, মাদকদ্রব্য পান, ধূমপানাদি মৈথুন রাত্রি জাগরণ সঙ্গীত অশ্বাদি যানে ভ্রমণ প্রভৃতি বিশেষ নিষিদ্ধ।

হিক্কা ও শ্বাস রোগ।

যে পীড়ায় প্রাণ ও উদান বায়ু মুহুর্মুহু হিক্‌ শব্দ করিয়া যকৃৎ প্লীহা এবং অন্ত্র সমস্ত যেন মুখে উঠাইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করত শব্দের সহিত ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়, তাহাকে হিক্কা কহা যায়। এই রোগে শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে, এই রোগ পঞ্চ প্রকার, যথা ;—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা, এবং মহতী, কণ্ঠ

ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, মুখের কষায়তা এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড় গুড় শব্দ হয়, এই সমস্ত লক্ষণ হিক্কা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্বাসরোগ। শ্বাসরোগ লক্ষণ ভেদে পঞ্চ প্রকার যথা; মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস এবং ক্ষুদ্র শ্বাস. প্রতমক নামক আর এক প্রকার শ্বাসরোগ আছে তাহাতে তমকশ্বাসের রূপান্তর মাত্র, তাহা উল্লিখিত কয়েক প্রকার শ্বাস রোগের মধ্য গণ্য নহে। বাতাধিক্য হেতু ক্ষুদ্র শ্বাস. কফাধিক্য হেতু তমকশ্বাস, কফবাতাধিক্য হেতু ছিন্ন শ্বাস এবং বায়ু সংসৃষ্ট হেতু মহা ও ঊর্দ্ধশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, শ্বাসরোগ হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে পীড়া, শূল, আধ্মান, আনাহ, মুখের বিরুদ্ধরস ও ললাট দেশে বেদনা উৎপন্ন হয়।

হিক্কা ও শ্বাস চিকিৎসা।

একবৎসর বা দুই বৎসরের কুলের আঁটীর বীজের শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও খৈ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা রোগ প্রশমিত হয়। পিপুল আমলকী শুঁঠ ও চিনী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কারোগ বিনাশ পায়।

মাছির বিষ্ঠা স্তন্যদুগ্ধের সহিত কিম্বা আলতার জলের সহিত অথবা স্তন্য দুগ্ধের সহিত চন্দন মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা টানিয়া গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ শান্তি হয়।

দুইতোলা গোঁড়ালেবুর সহিত ।০ আনা মধু ও সৌবর্চ্চল লবণ ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কা শান্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ দুইতোলা ছাগ দুগ্ধ ১ পোয়া ও জল একসের; এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ১ পোয়া দুগ্ধ মাত্র থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

চিনি, বামনহাটীর মূল, সৌবর্চ্চল লবণ, ও শুঁঠ এই সমস্ত পদার্থ সমানাংশে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পর ঐ চূর্ণদ্রব্য চারি আনা পরিমাণে যথা প্রয়োজন উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে হিক্কা ও শ্বাস উভয়বিধ রোগ প্রশমিত হয়।

হরিতকী ও শুঁঠ সমভাগে পেষণ করিয়া চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কারোগ প্রশমিত হয়।

বেল ছাল, সোণা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারির ছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমুদয়ে সমভাগে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুটিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত দুইআনা পরিমাণে কুড় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহা সেবনে শ্বাস ও কাসরোগ সদ্য বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, বাসক, বেলছাল, সোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, ও গণিয়ারির ছাল; এই পদার্থ কয়টী সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুটিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তাহার পর কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুথা, কুড় এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ পদার্থ দুই কি তিন আনা মাত্রায় লইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই প্রকার নিয়মে তিন দিবস পান করিলে অতি প্রবল শ্বাসরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন ইক্ষু গুড়, ও রাস্না, পিপুল ও শঠী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ঐ চূর্ণ তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে সুদারুণ শ্বাসরোগ প্রশমিত হইয়া যায়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিপুলের গুঁড়া একত্র করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস আশু শান্তি হইয়া থাকে।

বহেড়ার চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রবল হিক্কা ও শ্বাস তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

তেজোবত্যাদ্য-ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—চই দুইতোলা, হরীতকী ২ তোলা, কুড় দুইতোলা, পিপুল ২ তোলা, কটকী দুইতোলা, গন্ধতৃণ দুইতোলা, পলাশ দুইতোলা, রক্তচিতার মূল দুইতোলা, শঠী ২ তোলা, সৌবর্চ্চল লবণ ২ তোলা, ভূমি আমলকী (ভুঁই আমলা) ২ তোলা, সৈন্ধব দুইতোলা, বেলশুঁঠ দুইতোলা, তালিশপত্র দুইতোলা, জীবন্তী দুইতোলা, বচ দুইতোলা,

হিঙ্গু অর্দ্ধতোলা, এই দ্রব্যগুলি অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া ষোল সের জল সহযোগে জ্বাল দিতে থাকিবে। কিঞ্চিৎমাত্র জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে পাক সিদ্ধির লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে নামাইয়া কিঞ্চিদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতজনিত অর্শরোগ, গ্রহণী, হৃদয় ও পার্শ্বদেশের বেদনা আরাম হয়।

ভার্গীগুড়।

বামনহাটী সাড়ে ১২ সের এবং দশমূল সাড়ে বার সের লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া ১১৬ সের জল সহযোগে সিদ্ধ করিতে থাকিবে, এবং উহাতে একশত হরীতকী বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বাঁধিয়া দিবে। ২৯ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত সাড়ে ১২ সের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পুনঃ মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে হরীতকী গুলি পুটুলি হইতে বাহির করিয়া দিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে যখন লেহবৎ গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া উহার সহিত মরিচের চূর্ণ ৮ তোলা, পিপুলের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠের চূর্ণ ৮ তোলা, দারচিনির চূর্ণ ৮ তোলা, তেজপত্রের চূর্ণ ৮ তোলা ও সোরা চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ মধ্যস্থ হরীতকী একটী ও ঔষধ এক সিকি করিয়া সেবন করিলে ঘোরতর শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। অপর ইহাতে স্বর ও বর্ণপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক গুণও লক্ষিত হয়।

শ্বাস কুঠার।

সোহাগা, রস, গন্ধক, বিষ, মনঃশিলা, ত্রিকটু এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। অনন্তর ৫ রতি প্রমাণে বটিকা করিবে। উষ্ণ জল অথবা কণ্টিকারীর ক্বাথ অনুপানে এই বটী সেবন করিবে। ইহাতে পঞ্চবিধ কাস, শ্লেষ্মজন্য শ্বাস ও শিরোরোগ বিনাশ পায়। যেমন ইন্দ্রের বজ্র বৃক্ষ সমূহ নিপাত করে, সেইরূপ এই ঔষধ রোগ সমূহ বিনাশ করিয়া থাকে।

লৌহ পর্প্প টী।

রস দুইভাগ, গন্ধক দুই ভাগ এবং লৌহ একভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে দ্রবীভূত হইতে গোময়োপরি কদলীপত্র রাখিয়া তাহাতে ঐ দ্রবীভূত ঔষধ ঢালিয়া দিবে। অনন্তর তাহার উপরি অপর কদলীপত্র রাখিয়া গোময়দ্বারা চাপ দিবে। এইরূপ করিলে যে পর্পটী হইবে, তাহা পেষণ করিয়া বামনহাটী, মুণ্ডিরী, ত্রিফলা, বক, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক ও ঘৃতকুমারী ইহাদিগের রসে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর শুষ্ক হইলে তাম্রপাত্রে করিয়া গন্ধ নির্গমন পর্য্যন্ত পুট পাক করিবে। শীতল হইলে এই ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ বিশেষ বিশেষ অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বরোগ হরণ করে। তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিলে শ্বাস ও কাস হরণ করে। করবীর ক্বাথ ও পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। অম্ল, তৈল, বার্ত্তাকু ও কদলীফল এই সকল দ্রব্য ঔষধ সেবন করিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। আর ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মাংসরস পথ্য করিবে। বিশেষতঃ কফকারী পদার্থ ও স্ত্রী সম্ভোগ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ।

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলের আঁঠির শাঁস, যষ্টিমধু, শর্করা, বিড়ঙ্গ ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সমুদায় দ্রব্যের তুল্য পরিমাণে লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ত্রিরাত্র সেবন করিলে সুদারুণ ছর্দ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণা রোগ বিনাশ পায়।

শ্বাস কাস চিন্তামণি।

রস, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, মুক্তা অর্দ্ধভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং অভ্র দুইভাগ ও লৌহ চারিভাগ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া কণ্টিকারীর রস, ছাগীদুগ্ধ, যষ্টিমধুর রস ও পানের রস ইহাদিগের প্রত্যেক দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া পিপ্পলী চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে ইহাতে শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

হিক্কা ও শ্বাস রোগের পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মুসুর ছোলা প্রভৃতি ডাইলের ঝোল পটল, ডুমুর বেগুন প্রভৃতি দ্রব্যের ঘৃতপক্ব তরকারী, অম্লের মধ্যে পাতি-

লেবু। খর্জ্জুর, পানীফল, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, দাড়িম, বা হরীতকীর মোরব্বা জল খাবার খাইতে পারেন, রাত্রিতে রুটী, লুচি, অল্প পরিমাণে ঘৃত পক্ক তরকারী ও সুজির পায়স বিশেষ হিতকর।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্যাদি, পাকামৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্ল ও দধি, কলাইয়ের ডাইল, মাদক দ্রব্য পান, ধূম পানাদি, রাত্রি জাগরণ, সঙ্গীত, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ প্রভৃতি বিশেষ রূপে পরিত্যাগ করিবেন। শ্বাস রোগে প্রত্যহ রাত্রিকালে জাঙ্গি হরীতকীর গুঁড়ার ধূম্রপান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

চিকিৎসা বিধি।

প্রথমতঃ হিক্কা ও শ্বাস রোগীকে সৈন্ধব যুক্ত তৈল মালিস করাইয়া স্নিগ্ধ দ্রব্য দ্বারা সেক দিবে। যদ্যপি বলবান রোগী হয়, তাহা হইলে মৃদু বমন কারক ও বিরেচক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া রোগের মূলীভূত কারণ সকল নিঃসৃত করিবে। পরে আবশ্যক হইলে বমন ও বিরেচন উভয় ক্রিয়াই করা যাইতে পারে। রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দোষের পরিপাক করিবে। দুর্ব্বল রোগীকে বমন বা বিরেচন কোন ক্রিয়াই করিবে না।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা, সংন্যাস রোগ।

বাতাদি ত্রিদোষের দ্বারা সংজ্ঞাবহ নাড়ী সমস্ত আবৃত হইলে সহসা সুখ ও দুঃখ নাশক তমোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এইজন্য মনুষ্য কাষ্ঠের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়, এই পীড়াকে মূর্চ্ছা কহে। এই রোগ ছয় প্রকার যথা, বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, মদ্য এবং বিষ জনিত। এই ছয় প্রকারেই পিত্ত প্রধান জানিবে। সর্ব্ব প্রকার মূর্চ্ছা রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হৃৎপীড়া হাই শরীরের গ্লানি এবং জ্ঞানের দুর্ব্বলতা অনুভব হইয়া থাকে। বাতজনিত মূর্চ্ছা রোগে আকাশে নীল এবং কৃষ্ণ অরুণ বর্ণ দৃশ্য হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার শীঘ্র জ্ঞান লাভ হয়। পিত্তজনিত মূর্চ্ছারোগে আকাশ রক্ত হরিৎ বা পীতবর্ণ দৃশ্য হইয়া মূর্চ্ছা হয় এবং রোগী ঘর্ম্মযুক্ত হইয়া পুনঃজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। পিপাসা ও সন্তাপ চক্ষু পীত বা অরুণ বর্ণ, মলত্যাগ এবং পীতবর্ণ যুক্ত হয়। কফ জনিত মূর্চ্ছা রোগে আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন বোধ অথবা অন্ধকারাচ্ছন্নবৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা হয়, অধিক বিলম্বে জ্ঞান হয়, তদনন্তর মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। সন্নিপাত জনিত মূর্চ্ছা রোগে

সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং মৃগী রোগের ন্যায় রোগীকে ভূমিষ্ঠ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা মৃগী রোগের ন্যায় মুখেফেনা দন্ত সংঘট্টন, চক্ষু বিকৃত প্রভৃতি কোন লক্ষণ প্রকাশ হয় না, সন্নিপাত মূর্চ্ছা ও মৃগী রোগে এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট করিবে, রক্ত জনিত মূর্চ্ছাতে অঙ্গ ও চক্ষুর স্তব্ধতা এবং অস্পষ্ট শ্বাস নিঃসৃত হয়। মদ্যজ মূর্চ্ছাতে বুদ্ধি নষ্ট ও ভ্রম হয়, ও যাবৎ মদ্য পরিপাক না হয় তাবৎ রোগী নানা প্রকার বিলাপ করে ও মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া ইতস্ততঃ হাত পা ছুড়িতে থাকে। বিষ জনিত মূর্চ্ছা রোগে, কম্প, নিদ্রাবেশ এবং তৃষ্ণা হয়, অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ হয় এবং যে যেমন বিষ, তদনুসারে অতি তীব্রতর লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত বায়ু ও তমোগুণ হইতে ভ্রম জন্মে। যে পীড়ায় শরীর সর্ব্বদা চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হয়, এবং ভূমিতে পতিত হয় তাহাকে ভ্রম কহে। রজোগুণ বাত ও কফ হইতে তন্দ্রার এবং কফ ও তমোগুণ হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হয়। সংন্যাস রোগ প্রাণস্থান আশ্রিত অতি প্রবল প্রকুপিত দোষ শরীর বাক্য এবং মন চেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে মোহযুক্ত করে এবং কাষ্ঠ সদৃশ ভূমিতে পতিত হয়, চিকিৎসা না হইলে প্রাণত্যাগ করে।

মূর্চ্ছাদি রোগ চিকিৎসা।

বাত ও পিত্ত প্রভৃতি দোষ জনিত মূর্চ্ছা রোগে জ্বর চিকিৎসোক্ত বাতাদি দোষোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

রক্তজ মূর্চ্ছা রোগে, শৈত্য ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। মদ্যজনিত মূর্চ্ছা রোগে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উদরাভ্যন্তরস্থ মদ্য বমন করাইয়া ফেলিবে এবং রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে, বিষ জনিত মূর্চ্ছা রোগীকে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া মূর্চ্ছার অপনোদন করিবে।

কুলের আঁটীর বীজের শাঁস, পিপুল, বেণামূল, নাগকেশর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া শীতল জল সহযোগে পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে কিম্বা পিপুলের গুড়া মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবনে মূর্চ্ছা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টিকারী, কুড় ও পিপুল মূল, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে সমভাগে সমস্ত দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুটিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ

গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথে পিপুলের গুড়া দুই আনা বা এক সিকি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূর্চ্ছা রোগ প্রশমিত হয়।

ভ্রম চিকিৎসা।

শতমূল, বেড়েলা মূল ও কিসমিস, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একপোয়া দুগ্ধ ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনী মিশ্রিত করিয়া রোগী দুই তিনবার সেবন করিবে। অথবা দুইতোলা বেড়েলার বীজ উক্ত নিয়মানুসারে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ভ্রম রোগ শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এই পদার্থত্রয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ এক তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ঐই রোগে দুগ্ধ মহোপকারক এবং পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

মূর্চ্ছা রোগের সংন্যাসাদি অবস্থাতে নখের অভ্যন্তরে সূচীবেধ, উষ্ণ লৌহ শলাকা গাত্রে সংলগ্ন কেশ ও রোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে শূকশিম্বীর বীজ ঘর্ষণ করিলে রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে।

সংন্যাসরোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদ্যপি সূচীবেধ ও উত্তপ্ত লৌহশলাকাদির ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে রোগী নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করে। যেরূপ গভীর জল মধ্যে কোন একটী পাত্র নিমগ্ন হইলে যদি সেই পাত্রটী গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত পাত্রটী শীঘ্রই তলস্পর্শ করে, সেই প্রকার সংন্যাস রোগ উপস্থিত হইবামাত্র উহার চিকিৎসা না করিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জীবনের হানি সংঘটিত করিয়া থাকে।

সংন্যাস রোগপীড়িত ব্যক্তির যতক্ষণ চেতনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার মুখে নানাপ্রকার তীক্ষ্ণমদ্য এবং কটুরসযুক্ত তরল পদার্থ নিঃক্ষেপ করিতে থাকিবে। কটু অর্থাৎ ঝাল যুক্ত তরল পদার্থ এই প্রকার যথা, ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত শুঁঠ, মদ্য ও অম্ল কাঁজির সহিত সৌবচ্চল লবণ হিঙ্গু ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

রোগী চেতনা লাভ না করিলে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে, এবং আশ্চর্য্য

জনক নানাবিধ শ্রুতিসুখকর বাক্যদ্বারা মধুর গীতবাদ্যাদি দ্বারা এবং অপরাপর তৃপ্তিজনক শব্দ ও চিত্র দর্শনাদি দ্বারা রোগীর আনন্দ উৎপাদন করিবে। এতদ্ব্যতীত সংশমন, বমন, ধূম? অঞ্জন, কুল্লী, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম এবং উদঘর্ষণ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। যাহাতে রোগীর চিত্তবৈকল্য উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি চিকিৎসকের সর্ব্বদা মনোযোগ রাখা উচিত।

মূর্চ্ছাদি রোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে ও বিকালে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ডুম্বুর মানকচু, পটোল প্রভৃতির তরকারী; কলাই ডাইল, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মাখন, ঘোল দধি, আঙ্গুর, দাড়িম্ব, পেঁপে, আতা, ইক্ষু, নারিকেল এবং মোহনভোগ, সুজির পায়স প্রভৃতি সুপথ্য ব্যবহার করিবেন। এই রোগে স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক পানাহার ও উত্তম রূপ তৈল মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা সরোবরে স্নান বিশেষ হিতকর।

অপথ্য।—লঙ্কার ঝাল, ভাজা পোড়া দ্রব্যাদি, মাদক দ্রব্য সেবনী এবং চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, রৌদ্র লাগান, রাত্রিজাগরণ, উপবাস, রুক্ষ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষ রূপে পরিবর্জ্জন করিবে।

চিকিৎসা বিধি।

চিকিৎসক প্রথমতঃ মূর্চ্ছা রোগীকে শীতল অভিষেক, অবগাহন, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিগ্রথিত হারধারণ, গাত্রে উশীর চন্দনাদি লেপন, ব্যজন বায়ু এবং কর্পূর প্রভৃতি সদ্গন্ধযুক্ত সুশীতল পানীয় পানার্থে ব্যবহার করাইবেন, এই সমস্ত ক্রিয়ায় সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছারোগ প্রশমিত হয়।

দাহ চিকিৎসা।

কুল ও আমলকী পেষণ করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে কিম্বা ধান্যের কাঁজী শরীরে লেপন করিলে জ্বালার শান্তি হয়, এতদ্ব্যতীত কাঁজীতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিলেও জ্বালা প্রশমিত হইয়া থাকে।

বেণার মূল, সিক্তজল, শুক্ত এবং চন্দন গাত্রে লেপন করিলে কিম্বা চন্দন সিক্ত জল গাত্রে সিঞ্চন পূর্ব্বক তাল বৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিলে এবং রোগীকে পদ্ম পত্রের বা কদলী পত্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করাইলে গাত্র দাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণাতুর ও দাহ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে গাত্রে জল সিঞ্চন, অবগাহন বায়ু সেবন (তালের পাথার বাতাস সেবন) এবং শীতল জলপান বিশেষ হিতকর।

দুগ্ধ অশ্বথ অথবা বট বৃক্ষের ছালের ক্বাথের সহিত চন্দন সহযোগে পান ও গাত্রে সিঞ্চন করিলে অভ্যন্তরে জ্বালার শান্তি হয়। এই প্রকার অন্যান্য শীতল দ্রব্যও ব্যবহৃত হইতে পারে।

কুশাদ্য ঘৃত ও তৈল।

ঘৃত ৪ সের; কল্কদ্রব্য যথা. জীবক, ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি (অষ্টবর্গ) এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমুদায় এক সের গ্রহণ করিয়া স্বল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুশ, কাশ, নল, দর্ভ ও কাণ্ডেক্ষু, উহাদের মূল এবং বিদারি গন্ধাদিগণ, এই সকল দ্রব্য সমস্ত সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং ক্বাথের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে; এবং শেষ পাকের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গাত্র জ্বালা বায়ু ও পিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। এবং উক্ত জীবক ঋষভক দ্রব্যের সহযোগে তৈল পাক করিয়াও ব্যবহার করাইতে পারা যায়।

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণারমূল, বালাপাতা, নাগকেশর, তেজপত্র ও মুথা এই দ্রব্যগুলি সমস্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কালিয়া কাষ্ঠের ক্বাথ দ্বারা পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের জ্বালা প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদরোগ।

বিরুদ্ধ, দুষ্ট এবং অশুচি ভোজন, দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ, ভয় অথবা হর্ষমনোভিঘাত এবং অসাধ্য সাধন চেষ্টাদিদ্বারা উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উন্মাদরোগ ছয় প্রকার যথা বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, শোকজ এবং বিষজনিত। রুক্ষ অল্প ও শীতল অন্ন সেবন, বিরেচন ধাতুক্ষয় উপবাস ইত্যাদি করিলে বায়ু অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট করিয়া বাতজ উন্মাদ উৎপন্ন করে। এই বাতজ উন্মাদ রোগী অকারণে হাস্য ও রোদন করিয়া থাকে।

পৈত্তিক উন্মাদ।—অজীর্ণকারী কটু অম্ল ভর্জিত এবং উষ্ণ দ্রব্য সেবন জনিত হৃদয়স্থ সঞ্চিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের চিত্তকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক উন্মাদ উৎপন্ন করে। এই রোগে রোগী অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভীত ও সর্ব্বদা রাগান্বিত থাকে, নগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করে, শীতল ছায়ায় উপবেশন করে এবং পিপাসাতুর হয়।

শ্লৈষ্মিক উন্মাদ।—এই উন্মাদ সর্ব্বদা অলস চেষ্টা রহিত ও অতিরিক্ত আহারদ্বারা পিত্তের সহিত কফ প্রদূষিত হইয়া হৃদয় বুদ্ধি স্মরণশক্তি বিনষ্ট করিয়া পিত্তকে স্নেহযুক্ত করত শ্লৈষ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন করে। এই রোগে রোগী সতত নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে, অল্পভাষী ও স্ত্রী আশক্ত হয়, এবং সর্ব্বক্ষণ নিদ্রিত হইয়া থাকে ইহাতে ত্বক মূত্র ও নখাদি শুক্লবর্ণ হয়; অরুচি বমন ও মুখ হইতে লালাস্রাব হয়, এবং আহার করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সান্নিপাত উন্মাদ।—এই উন্মাদরোগ সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয় অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার মিলিত কারণদ্বারা উৎপন্ন হয়। এই উন্মাদরোগ অসাধ্য ইহাকে চিকিৎসক ত্যাগ করিবেন।

শোকজ উন্মাদ।—শত্রু কিম্বা অন্য কারণ হইতে, অত্যন্ত ভয়প্রাপ্ত হেতু এবং অর্থ ও বন্ধুনাশ কিম্বা অভিলষিত প্রিয়জন অপ্রাপ্তবশত মানবের মন অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হইলে উৎকট মানসিক বিকার জন্মিয়া এই শোকজ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী জ্ঞান শূন্য হইয়া নানাবিধ গোপনীয় কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলে।

বিষজ উন্মাদ।—এই উন্মাদে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়ের ও শরীরের দীপ্তিনাশ ও জ্ঞানশূন্য হয়। যে উন্মাদরোগে রোগী অধঃ অথবা উর্দ্ধবদন হইয়া থাকে মাংস ও বল ক্ষয় হয় এবং অনিদ্রা হয় তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার উন্মাদরোগ আছে তাহাকে ভৌতিক উন্মাদ কহে। এই উন্মাদ আট প্রকার দেবগ্রহ, অসুরগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ, যক্ষগ্রহ, প্রেতগ্রহ, ভুজঙ্গগ্রহ, পিশাচগ্রহ এবং রাক্ষসগ্রহ। ইহার এক একটী স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত হয় যথা দেবগ্রহের সন্তুষ্টচিত্ত ও শুদ্ধাচারী হয়; দেবতা ব্রাহ্মণ পূজা প্রিয় হয়। অসুরগ্রহে নির্ভয়তা ব্রাহ্মণ দেবতা ও গুরুজনের নিন্দাবাদ করে। গন্ধর্ব্বগ্রহে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, গীতবাদ্য ইত্যাদি রত হয়। যক্ষগ্রহে রক্তবস্ত্র পরিধান করে, অল্পভাষী হয়; এবং দ্রুতগামী হইয়া গমন করে, এবং দানশীলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। পিতা মাতা কিম্বা পূর্ব্ব পুরুষীয় প্রেত-

গ্রহে বামোত্তরীয় ধারণ কুশপত্র রচিত শয্যাতে জল ও পিণ্ডদান করে। ভুজঙ্গগ্রহে সর্ব্বদা সর্পবৎ গমন করে। রাক্ষসগ্রহে রোগী সর্ব্বদা মাংস রক্ত প্রভৃতি ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়; এবং লজ্জা রহিত ও নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হয়। এবং রাত্রিকালে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। পিশাচগ্রহে রোগী উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, সর্ব্বদা অশুচি ও সর্ব্ববিধ অন্নপানে লোভী হইয়া থাকে এবং নির্জ্জন বন মধ্যে বাস করে। সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে আর আরোগ্যলাভের আশা থাকে না।

উন্মাদরোগ চিকিৎসা।

তালের কোমল বাগুড়ার রস দুইতোলা গ্রহণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া উন্মাদরোগীকে পান করিতে দিবে। এই ঔষধ ১০ দিন কি ১২ দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ নিবারিত হয়। এতদ্ব্যতীত সর্ষপতৈল নস্য করিতে দিবে।

চড়াইপাখীর কাঁচা মাংস পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

উন্মাদরোগীকে সর্ষপতৈল মালিশ করাইয়া হস্ত পদাদি রুদ্ধ করিয়া রৌদ্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। ইহাতে স্রোত বিশুদ্ধ এবং শারীরিক ক্রিয়ার উত্তেজনা হইয়া রোগের উপশম হইয়া থাকে।

শ্বেত সর্ষপ, হিঙ্গু, বচ, নাটাকরঞ্জ ও ডহরকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, কটরিবৃক্ষের ছাল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষফল, হরিদ্রা, ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই সংযোগজ বিষনাশক ঔষধ পান নস্য ও মালিশরূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার, বিষ দোষ, উন্মাদ ও জ্বর প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। উল্লিখিত শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত যথাবিধি নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও উক্তরূপ ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষফলের বীজ, করঞ্জা বীজ ও শ্বেতসর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি চক্ষে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে উন্মাদ অপস্মাররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদরোগ অতিশয় প্রবল হইলে বমন কারক ঔষধদ্বারা রোগীর দোষ সংশোধন করিয়া মন বুদ্ধি ও স্মৃতির ভাবান্তর উৎপাদনের নিমিত্ত তাড়ন, তর্জ্জন, ত্রাসন দান, সান্ত্বন, হর্ষণ, ভয় প্রদর্শন ও বিস্ময়জনক ক্রিয়া করিবে।

এই সমস্ত ক্রিয়ারদ্বারা বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

কামজ, শোকজ, ভয়জ, ক্রোধজ, হর্ষজ, ঈর্ষ্যাজ ও লোভজ উন্মাদরোগ কারণের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা শান্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ কামজ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত রোগীকে অভিলষিত স্ত্রী সংঘটন করিয়া দিলে রোগের শান্তি হয়, এবং শোক হেতু যে ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে তাহাকে সর্ব্বদা সন্তোষজনক কার্য্যে রাখিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে।

অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তহেতু যাহার মনের বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে তাদৃশ বস্তু প্রদান, শান্তি ও আশ্বাসের দ্বারা বিকারের শান্তি করিবে।

এতদ্ব্যতীত প্রলেপ, চূর্ণ দ্রব্য গাত্রে ঘর্ষণ, তৈলাদি মালিশ ও ঘৃত পানের দ্বারা কিম্বা মহা কল্যাণ ও চৈতস ঘৃত এবং নারায়ণ ও মহা নারায়ণ তৈল দ্বারা উন্মাদরোগের শান্তি করিবে।

ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা; রাখালশসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোট এলাইচ মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম্বের খোসা, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং উহাতে আটসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং যোলসের গোদুগ্ধ ক্রমে ক্রমে উহাতে প্রদান করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। পরে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা কিম্বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

চৈতস ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ; বিল্বছাল, শোনাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারির-ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সূচীমুখীমূল ও শতমূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ষোলতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিতকরত ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে। তদনন্তর ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য যথা;—রাখালশসা, হরীতকী, আমলকি, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তালীশপত্র, বৃহতি, নূতন মালতিপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোটএলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের-খোসা ও পদ্মকাষ্ঠ এই ২৭ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। তিন কি চারিসের ক্বাথ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে, পাকের কার্য্য সম্পন্ন হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

শিবাঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বৃহতী, তগর পাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমের খোসা, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্যামালতা, রাখালশসা, শালপানী, প্রিয়ঙ্গু, নূতন মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, ছোট এলাইচ, এলবালুকা ও চাকুলে; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। তদনন্তর ক্লীনপুংসক শৃগালের মাংস ছয়সের এক পোয়া এবং দশমূল সমস্তে ছয়সের একপোয়া গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে এবং ছাগদুগ্ধ আটসের উহাতে প্রদান করিবে, জলীয়াংশ তিন চারিসের অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তাহার পর পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাকের কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দোষজ এবং আগন্তুক উভয়বিধ উন্মাদরোগের শান্তি হয়, এতদ্ব্যতীত অপস্মার, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ শোথ, উরঃক্ষত, কাস, পীনস, মদাত্যয়, মেহ মূত্রকৃচ্ছ্র জ্বর এবং অজীর্ণ রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে।

নারায়ণ তৈল।

তিল তৈল ১৬ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একপোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে, এবং মঞ্জিষ্ঠা একসের কুট্টিত করিয়া বালুকা ও কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে, তদনন্তর লোধ, মুথা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একপোয়া পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ৬৪ সের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। কিছুদিন পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, শ্বেতচন্দন, তগরপাদিকা, কুড়, ছোট এলাচি, শালপানি, চাকুন্দে, মুগানী, মাষানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও পুনর্ণবা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তাহার পর বেলছাল, গণিয়ারি ছাল, সোণাছাল, পারুল ছাল, পালিতামাদারের ছাল, গাঁধাইল, (গন্ধভাদুলী) অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বেড়েলার মূল, গোরক্ষচাকুলিয়া, গোক্ষুর ও পুনর্ণবা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮০ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ২৫৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে শতমূলের রস ১৬ সের তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উক্ত তৈলে ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, এইরূপ নিয়মে পাক করিতে করিতে পাক সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান কার্য্যে,

বস্তিকার্য্যে ও মালিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে উন্মাদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদ গজাঙ্কুশ রস।

প্রথমতঃ পারদ ধুস্তূর রসে তিনদিবস, বামনহাটীর রসে তিনদিবস, এবং কুচিলিয়া রসে তিনদিবস ভাবনা প্রদান করিয়া তাহার সমান ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিবে। তাহার পর পাক করিয়া যথা নিয়মে বন্ধন করিবে। তদনন্তর উহাদিগের সহিত ধুস্তূর বীজ, অভ্র, গন্ধক এবং বিষ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে এবং তিনদিবস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ভূত জন্য উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদ ভঞ্জনী বটীকা।

মনঃশিলা, সৈন্ধব, কটুকী, বচ, শিরীষ বীজ, হিং, শ্বেতসর্ষপ, করঞ্জবীজ, এবং পারাবতের মল, এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করত বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়ে ও নিশাকালে চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। প্রাতঃকালে মধুর সহিত, সন্ধ্যার সময় ঘৃতের সহিত এবং নিশাকালে জলের সহিত ঐ বটীকা ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে অপস্মার উন্মাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উন্মাদ ভঞ্জন রস।

ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল শুঁঠ) ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,) গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী মূল, বেণামূল, শজিনাবীজ, তেউড়ী, গোরক্ষচাকুলিয়া, বঙ্গ, রৌপ্য, তাম্র, প্রবাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সর্ব্ব দ্রব্য তুল্য লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এই সমুদয় একত্র করিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। এই বটী সেবনে উন্মাদ, অপস্মার, কৃশতা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

চতুর্ভুজ রস।

রসসিন্দুর দুইভাগ, স্বর্ণ ভস্ম, মনঃশিলা, কস্তূরী এবং হরিতাল এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর এরণ্ড পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া

তিনদিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তিনদিবসের পর ঐ ঔষধ ধান্য-রাশির মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ রসায়ন শ্রেষ্ঠ। ত্রিফলার কাথ ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনায় মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে বলী ও পলিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অপস্মার, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, হস্তপদ কম্প, শিরঃ কম্প এবং গাত্র কম্প, এই সমস্ত রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত ও কফ জন্য রোগও নিবারিত হয়।

উন্মাদরোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে ও বৈকালে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ডুমুর, মানকচু, পটোল প্রভৃতির ব্যঞ্জন; কলাইয়ের ডাইল, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মাখন, দধি, আঙ্গুর, দাড়িম, পেঁপে, আতা, ইক্ষু, নারিকেল প্রভৃতি ফল এবং মোহনভোগ, সুজিরপায়স, ইত্যাদি আহার করিবেন। এই পীড়ায় স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক পানাহার ও উত্তম তৈল মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা সরোবরে স্নান করিলে উপকার দর্শে।

অপথ্য।—লঙ্কার ঝাল, ভর্জ্জিত দ্রব্য, মাদক দ্রব্য সেবন এবং চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, রৌদ্র লাগান, রাত্রি জাগরণ, উপবাস, রুক্ষ ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে পরি-বর্জ্জন করিবে।

চিকিৎসা বিধি।

যদি বাতজনিত উন্মাদরোগ হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ রোগীকে স্নেহ দ্রব্য অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি পানদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। তদনন্তর কষায় বস্তি, স্নেহ বস্তি ও শিরোবিরেচনাদি ক্রিয়া করিবে। অস্থাপন ও অনুবাসন বায়ুরোগের একটী চিকিৎসা। যেহেতু, অস্থাপন ও অনুবাসন প্রথমে পক্কা-শয়ে যাইয়া রোগোৎপত্তির কারণ স্বরূপ বায়ুর মূলচ্ছেদন করিয়া থাকে।

যদ্যপি পিত্তজনিত বায়ুরোগ হয় তাহা হইলে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচন করাইবে। তদনন্তর স্নেহ পান ও তৈল মর্দ্দনাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বিরেচন পিত্তজনিত রোগের একটী প্রধান চিকিৎসা জানিবে। যেহেতু বিরেচক ঔষধ প্রথমে আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া রোগোৎপাদক কারণ পিত্তের মূলকে নিঃসারিত করিয়া দেয়।

কফজনিত বায়ুরোগ হইলে প্রথমতঃ রোগীকে বিধিপূর্ব্বক বমন করাইবে।

তাহার পর তৈলাদি মালিশদ্বারা চিকিৎসা করিবে বমন শ্লেষ্মা রোগের প্রধান চিকিৎসা। বমনকারক ঔষধ আমাশয়ে গমন করতঃ শ্লেষ্মার মূলীভূত কারণ নষ্ট করে। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগের দোষ দূষ্য একপ্রকার এবং অপস্মার রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার পর আর অপস্মার রোগের বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হইল না।

বাতব্যাধিরোগ।

রুক্ষ, শীতল, অল্প বা লঘু অন্নাহার, কিম্বা অনশন, অতিশয় স্ত্রী সংসর্গ, রাত্রি জাগরণ এবং উপচার অর্থাৎ অনিয়ম আচরণ, অতিশয় রক্তস্রাব অথবা বমনাদি নিঃস্রারক কার্য্য, লম্ফ দিয়া পতন, জলে সন্তরণ অথবা অতিশয় পথভ্রমণ, গজ, উষ্ট্র, অশ্ব বা অপর কোন দ্রুতগামী বাহক হইতে পতন, অসাধ্য ব্যায়ামাদির চেষ্টা, ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক, কিম্বা রোগ জন্য শরীরের অতি কৃশতা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, আমরসের সঞ্চয়, অভিঘাত অথবা মর্ম্ম স্থানের পীড়া ইত্যাদি কারণ সমূহ হইতে প্রবল বায়ু শরীরস্থ রিক্ত অর্থাৎ শূন্য স্রোত সকলকে পূর্ণ করিয়া ঐকাঙ্গিক অথবা সর্ব্বাঙ্গিক নানাবিধ বাতব্যাধি রোগ উৎপন্ন হয়।

আক্ষেপক। যে সময়ে প্রকুপিত বায়ু কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া ধমনী সমস্তকে প্রাপ্ত হয় তখন অতি শীঘ্র শরীরকে মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপিত করে, এই প্রকার আক্ষেপন হওয়াতে এই পীড়া আক্ষেপক নামে অভিহিত হয়। ইহা দুই প্রকার যথা অপতন্ত্রক ও অপতানক।

ধনুস্তম্ভ।—যে পীড়ায় শরীর ধনুর ন্যায় নমিত হয় তাহাকে ধনুস্তম্ভ রোগ কহে।

পক্ষবধ।—বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণপূর্ব্বক উহার শিরা ও স্নায়ু সকলকে শোষণ করিয়া এবং সন্ধিবন্ধ সকল বিমুক্ত করিয়া দেহের অন্যতম পক্ষকে নষ্ট করে। এই রোগে অর্দ্ধ অঙ্গের সমস্ত অংশ অকর্ম্মণ্য এবং চেতনা শূন্য হয়। ইহাকে এক অঙ্গ রোগ কেহ বা পক্ষবধ কহিয়া থাকেন।

অর্দ্দিত।—অত্যন্ত চিৎকার সহকারে ভাষণ, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, ভারবহন, জৃম্ভণ এবং অতিশয় উচ্চহাস্য কিম্বা বিষম শয়নদ্বারা প্রকুপিত বায়ু আস্যকে পীড়নপূর্ব্বক অর্দ্দিত রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগে মুখ এবং গ্রীবার অর্দ্ধাংশ বক্র হইয়া যায় ও মস্তক কম্পন এবং স্পষ্টরূপে বাক্য নিঃসৃত হয় না।

হনুগ্রহ।—জিহ্বা পরীক্ষা করিবার কালীন, কিম্বা শুষ্ক দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার কালীন এবং অভিঘাতের দ্বারা কখন কখন হনুমূলস্থিত কুপিত বায়ু হনুদ্বয়কে স্খলন করতঃ আস্যকে বিবৃতভাবে রাখে কখন বা সংবৃত্ত করে, এই রোগকে হনুগ্রহ কহিয়া থাকে। এই রোগে অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্য কথন করিয়া থাকে।

মন্যাস্তম্ভ।—দিবানিদ্রা কিম্বা আর্দ্র স্থানে শয়নাদিদ্বারা এবং বিবৃত চক্ষুর সহিত ঊর্দ্ধ দৃষ্টিদ্বারা বায়ু শ্লেষ্মাবৃত হইয়া মন্যাস্তম্ভ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে জিহ্বা স্তব্ধ হয় এবং বাক্য কথনে অসমর্থ হয়।

শিরোগ্রহ।—দূষিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিলে শিরোধারক শিরা সমস্ত রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হয় এই রোগকে শিরোগ্রহ কহিয়া থাকে।

গৃধ্রসী।—প্রকুপিত বায়ু সর্ব্ব প্রথমে নিতম্বকে আশ্রয় তৎপরে ক্রমশঃ কটি পৃষ্ঠ উরু জানু জঙ্ঘা এবং পদকে আশ্রয় করিলে ঐ সমস্ত স্থান স্তম্ভিত বেদনাযুক্ত ও মুহুর্মুহুঃ প্রকুপিত হয়। ইহাকে গৃধ্রসী কহে।

ক্রোষ্টুক শীর্ষক।—বাতরক্তজনিত অতিশয় বেদনাযুক্ত ও শৃগালের মস্তক সদৃশ স্থূলাকার শোথ জানু মধ্যে উত্থিত হইলে উহাকে ক্রোষ্টুক শীর্ষক কহে।

পাদদাহ।—রক্ত এবং পিত্ত সমন্বিত বায়ু পদদ্বয়েতে দাহ জন্মাইলে পাদদাহ কহিয়া থাকে।

আধ্মান।—যে পীড়ায় বায়ু নিরোধ হেতু পক্বাশয়েতে অত্যন্ত বেদনা বাত পূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় স্ফীততা এবং গুরগুর শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আধ্মান বলে।

বেপথু।—যে রোগে মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পান্বিত হয় তাহাকে বেপথু কহে।

বাতব্যাধি চিকিৎসা।

বায়ু আমাশয় আশ্রয় করিলে রোগীকে বমন করাইবেন এবং আহারার্থ পেয়াদি ব্যবস্থা করিবে। তদনন্তর বাতনাশক ষড়ধরণ নামক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় আমাশয়ে স্নিগ্ধ স্বেদও দেওয়া আবশ্যক। যেহেতু আমাশয় কফের স্থান বলিয়া লঘু আহার ও সেকদ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।

ষড়্‌ধরণ যোগ।

রক্তচিতার মূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটুকী, আতুষ ও হরীতকী, এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে সুশ্রুতোক্ত মানের নিয়মানুসারে ৬ মাষা ২ রতি করিয়া গ্রহণ

পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দ্রব্য সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যই একদিবসে সেবন করিবার বিধান আছে। কিন্তু এক্ষণে উক্তমাত্রায় ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দিবসে দুইবার উষ্ণ জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে সাতদিবস সেবিত হইলে মেদ ও কফাশ্রিত ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এবং আটতোলার দশভাগের একভাগকে ধরণ কহে। সুতরাং চিতার মূল প্রভৃতি পদার্থ ধরণ পরিমাণে গৃহীত হয়।

পক্বাশয়স্থ বাতের চিকিৎসা।

যদি পক্বাশয়ে বাতরোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে রোগীর পক্ষে স্নেহ বিরেচন বিশেষ হিতকর, অর্থাৎ তৈলাদি স্নিগ্ধ পদার্থদ্বারা দাস্ত করান উচিত। এতদ্ব্যতীত বিরেচক দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত ক্বাথ দ্বারা বস্তি কর্ম্ম (অর্থাৎ পিচকারী) করিবে এবং লবণোত্তর প্রাশ অর্থাৎ আহারীয় পদার্থে প্রচুর পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

বস্তিস্থানস্থ বাতের চিকিৎসা।

মূত্রাশয়ে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, বস্তি বিশোধন অর্থাৎ মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতের চিকিৎসা।

ত্বক ও মাংস, রক্ত এবং শিরাগত বাত উপস্থিত হইলে রক্ত মোক্ষণ অর্থাৎ নাড়ী যন্ত্রের সাহায্যে শিরা হইতে রক্তস্রাব করিবে। এ বিষয়ে অনেক ব্যক্তির মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা ত্বক, মাংস বা শিরাস্থ বাতে তৈল মালিশ, উপনাহ, মর্দ্দন প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। এবং রক্তস্থ বাতে রক্ত মোক্ষণ কর্ম্ম বিশেষ হিতকর।

যদ্যপি রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে দেখা উচিত, যে রোগী রক্তস্রাবের উপযুক্ত কি না। ক্ষীণব্যক্তি অল্প ভোজন প্রযুক্ত সর্ব্বদা শোথ বিশিষ্ট, পাণ্ডুরোগী, অর্শরোগী, উদরী, শোষী এবং গর্ভিণী; এই সমস্ত ব্যক্তিগণের শোথাবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করা উচিত নহে। অস্ত্র দ্বারা স্রাব ক্রিয়া দ্বিবিধ উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাদের একটীর নাম প্রচ্ছান ও অপরের নাম শিরাব্যধন। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, অনবগাঢ়, অনুত্তান ও সমানভাবে এবং শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্রপাত করিবে। কিন্তু অস্ত্রপাতকালীন ইহাও দেখা উচিত যে মর্ম্ম ও

সন্ধিস্থলের বিদারণ অথবা শিরা ও স্নায়ুর ছেদন না ঘটে। তাহাও আবার অসার বিদ্ধ হইলে, শীত ও বাতের সময়ে অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে এবং ভোজনের পূর্ব্বে বা ভুক্তমাত্র রক্ত স্রাবিত হইলে শোণিতের গাঢ়তা প্রযুক্ত রক্তস্রাব হয় না, হইলেও অতি অল্প স্রাব হইয়া থাকে। যে সমস্ত রোগী মূর্চ্ছা ও পরিশ্রম জনিত ক্লান্ত, বায়ু, মল ও মূত্র যাহাদের রুদ্ধ, নিদ্রাভিভূত ও ভীত, এই সকল ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয় না। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অত্যুষ্ণকালে, স্নাতি ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় বা যাহাকে অধিক স্বেদ দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা অতি বিদ্ধ হইলে অধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অধিকমাত্রায় রক্তস্রাব হইলে মস্তক বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, ধাতুক্ষয়ে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ বিকার, পিপাসা, গাত্রজ্বালা, হিক্কা, কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে। এমন কি এইরূপ ঘটিলে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব সূর্য্যতাপাদিদ্বারা অধিক তাপিত হয় নাই এবং অল্প পরিমাণে স্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ কালে প্রথমে যবাগূ পান করাইয়া শোণিতস্রাব করিবে। রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে যখন দৃষ্ট হইবে যে বিশুদ্ধ শোণিতস্রাব হইতেছে, তখন শুদ্ধ বলিয়া জানিবে এবং যে সময় দেখিতে পাইবে যে, রক্ত নিঃসৃত হইতে হইতেই স্রাব বন্ধ হয়, তখন সম্যক্ বিস্রাবিত বলিয়া জানিবে। এতদ্ব্যতীত শরীরের লঘুতা, বেদনার শান্তি, রোগীর বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্নতাও সম্যক্ স্রাবের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই সমস্ত ক্রিয়াতে যদি রক্তস্রাব না হয় তাহা হইলে কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদি, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ গৃহধূম, হরিদ্রা, আকন্দের অঙ্কুর (কুঁড়ি) ও ডহর করঞ্জা; এই সমস্ত দ্রব্য যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিন চারিটী বা সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যকরূপে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধুনা, রসাঞ্জন, শাল্মলী পুষ্প, শঙ্খ শুক্তি, মাসকলাই, যব এবং গোধূম, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অঙ্গুলিতে করিয়া ক্ষতস্থানে অতি সাবধানে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, অরিমেদ, কাকড়াশৃঙ্গী, খদির ধয়নবৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে কিম্বা পট্টবস্ত্র দগ্ধ

করিয়া তাহার ভস্ম, সমুদ্রফেন ও লাক্ষা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন দ্রব্য উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর রোগীকে শীতল আচ্ছাদন, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল গৃহে বাস, শীতল বস্ত্রর পরিষেক ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। বলকরণ জন্য রোগীকে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতি বলকারক দ্রব্যের কাথ শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে কিম্বা কৃষ্ণসারমৃগ, হরিণ, উরভ্র, শশক, মহিষ ও শূকরের রক্তসহ দুগ্ধ, যূষ বা স্নিগ্ধ মাংসরস সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত রোগীর কোনপ্রকার উপদ্রব থাকিলে দোষানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হেতু ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত রোগীর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় এবং বায়ুরও অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটে। সুতরাং এমতাবস্থায় রোগীকে যত্নপূর্ব্বক নাতি শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট বা অম্লরস বিহীন আহার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্নায়ু ও সন্ধ্যাদিপ্রাপ্ত বাতের চিকিৎসা।

তৈলাদি মর্দ্দন, অগ্নিকর্ম্ম (দগ্ধ) বন্ধন এবং মর্দ্দনদ্বারা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিগত বাতের চিকিৎসা করিবে। স্নায়ুগত, সন্ধিস্থ ও অস্থিগতরোগে গুড় বা স্নেহ দ্রব্যদ্বারা অগ্নিকর্ম্ম অর্থাৎ দগ্ধ করিতে হয়। গুড়, মধু বা ঘৃতাদি বস্ত্র খণ্ডে মাখাইয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত অগ্নি সংযুক্ত বস্ত্র পীড়িত স্থানে অধিক কাল সংলগ্ন করিয়া রাখিতে নাই। উহা সংলগ্ন করিবামাত্রই তুলিয়া লইতে হয়। রোগ বিশেষে বিবেচনা করিয়া তিন কি চারি বা তাহার অধিকবার সংলগ্ন করিতে হয়। চলিত ভাষায় এইপ্রকার করাকে "ছেঁকা" দেওয়া কহে। শরৎ, গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত সমস্ত ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি অগ্নিসাধ্য রোগ শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অতিশয় প্রবলতর হইয়া উঠে, তাহা হইলে শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুর বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্য ক্রিয়া করিয়া অগ্নিকর্ম্ম করিবে। এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম করিবে না, যথা;—পিত্তপ্রকৃতি, রক্তপিত্ত, অতীসার রোগগ্রস্ত, যাহাদিগের শরীরস্থ শল্যনির্গত হয় নাই, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, বহুসংখ্যক ব্রণপীড়িত এবং স্বেদ্য ব্যক্তিদিগকে অগ্নিকর্ম্ম করিবে না।

ত্বগাশ্রিত বাতের চিকিৎসা।

ত্বগাশ্রিত অর্থাৎ রসগত বাতে স্বেদ তৈলাদি মালিশ অবগাহন স্নান ও হৃদ্য অন্ন বিশেষ হিতকর।

রক্তস্থ বাতের চিকিৎসা।

রক্তাশ্রিত বাতরোগে শীতল প্রলেপ ও দাস্ত করাইয়া রোগীর চিকিৎসা করিবে। যদ্যপি এই উপায়ে রোগীর কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণ করিয়া রোগের শান্তি করিবে। কিন্তু রোগী রক্ত মোক্ষণের উপযুক্ত কি না ইহা সকল স্থানেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মাংসদাহ বাতের চিকিৎসা।

বিরেচন, নিরূহবস্তি ও সংশমন বস্তু দ্বারা মাংস ও মেদস্থ বাতের চিকিৎসা করিবে।

বাতনাশক ঘৃতাদি পান ও তৈলাদির মালিশ দ্বারা অস্থি মজ্জাগত বাতের চিকিৎসা করিবে।

শুক্রস্থ বাতের চিকিৎসা।

মনের হর্ষজনক ক্রিয়া এবং বলকারক ও শুক্র বর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয় দ্বারা শুক্রস্থ বাতের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু শুক্রের পথরুদ্ধ হইলে বিরেচন করান আবশ্যক।

গর্ভস্থ বাতের চিকিৎসা।

বাত রোগে গর্ভ শুষ্ক হইলে এবং গর্ভিণী ক্রমে কৃশতা প্রাপ্ত হইলে যষ্টি-মধু একতোলা ও গাম্ভারী ফল একতোলা গ্রহণ করিয়া একপোয়া দুগ্ধ ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ইহাতে গর্ভস্থ সন্তান ও গর্ভিণী পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

শিরোগ্রহের চিকিৎসা।

মস্তক প্রদেশে শিরোগ্রহ নামক বাতরোগ হইলে বাতজনিত শিরো-রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

হনুগ্রহ চিকিৎসা।

মুখ বিস্তৃত হইয়া থাকিলে হনুদ্বয়ে পুরাতন ঘৃতাদি মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক চাপিয়া নামাইবে।

অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসা।

মাখনের সহিত মাষকলাই অর্দ্দিত রোগীকে আহারার্থে ব্যবস্থা করিবে। রোগী প্রথমতঃ পিষ্টক ভক্ষণ করিবে। পিষ্টক ভক্ষণান্তে দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। তদনন্তর দশমূলের কাথ পান করিবে। তৈলাদি মর্দ্দন, শিরোবস্তি, পান ও নস্যপরায়ণ ব্যক্তি ভোজনানন্তর কালীয় ঘৃত পান দ্বারা রোগের শান্তি করিবে।

মন্যাস্তম্ভ রোগের চিকিৎসা।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা এই নিয়মে দশমূলের কাথ প্রস্তুত করিতে দিবে। ইহাতে মন্যাস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই রোগে রুক্ষ স্বেদ ও নস্য দ্বারাও উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

মাষবলাদি।

মাষকলাই, বেড়েলার মূল, শূকশিম্বীর মূল, গন্ধ তৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও ভেরেণ্ডার মূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথে হিং একরতি কিম্বা দুইরতি ও সৈন্ধবলবণ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সায়ংকালে নাসিকাদ্বারা পান করিতে দিবে। যদি রোগী নাসিকাদ্বারা পান করিতে না পারে তাহা হইলে মুখদ্বারা পান করিবে। ইহাতে সপ্তাহের মধ্যে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, কর্ণনাদ ও অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বেড়েলার মূলের রস, অথবা পালিতামাদারের মূলের রস, কিম্বা আলকুশীর মূলের রস, অথবা মাংস রস ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে নাসিকা দ্বারা প্রতিদিন পান করিলে একমাসের মধ্যে বাতরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বজ্রের ন্যায় শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা।

মাষকলাই, আলকুশীরমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলারমূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত

সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে হিং একরতি বা দুই রতি ও সৈন্ধবলবণ দুইআনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পক্ষাঘাত নিবারিত হইয়া থাকে।

বাহুশোষ চিকিৎসা।

রোগী পথ্যভোজী হইয়া আহারান্তে উন্মাদরোগোক্ত মহাকল্যাণ ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাহুশোষ প্রশমিত হয়।

আক্ষেপক চিকিৎসা।

অপতন্ত্রক চিকিৎসা।—হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও অম্লবেতস এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অপতন্ত্রক রোগের শান্তি হইবে।

অপতানক চিকিৎসা।—অম্লদধি একপোয়া, বচচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও মরিচ-চূর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে অপতানক রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বাতব্যাধিরোগোক্ত অন্যপ্রকার উপায়েও এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আধ্মান চিকিৎসা।

লঙ্ঘন, উদরে হস্ত উষ্ণ করিয়া সংলগ্ন করা, ফলবর্ত্তি, অগ্নুদ্দীপক ও পাচক ঔষধ এবং শোধন বস্তি দ্বারা আধ্মানের শান্তি হইয়া থাকে।

গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গু চিকিৎসা।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শাল-পাণী, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেড়েলারমূল, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে কিঞ্চিৎ এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও পঙ্গুতা নিবারিত হয়।

বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল ও গণিয়ারিছাল গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামা-

ইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে; এবং ত্রিবৃদ্‌ঘৃত কিম্বা তেউড়ীরচূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গৃধ্রসী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

আদার রস, মাতুলুঙ্গীর রস, চক্র ও ইক্ষু গুড়, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কটী, উরু, পৃষ্ঠ ও ত্রিক স্থানের বাত, গৃধ্রসী, গুল্ম, শূল ও উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

এরণ্ড তৈল গোমূত্রের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে গৃধ্রসী ও উরু প্রদেশের বেদনা প্রশমিত হয়।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ চিকিৎসা।

বিশ্বচী, খঞ্জ, পঙ্গু, পাদদাহ, পাদহর্ষ, ও ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে শিরাব্যধ বিধি অনুসারে পীড়িত স্থানের শিরা বিদীর্ণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগে রোগীর গুল্‌ফ মর্ম্মের চারি অঙ্গুল উপরিভাগে জঙ্ঘাস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। গৃধ্রসীরোগে পাদদেশের যে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। বিশ্বচীরোগেও সেই শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। এই কার্য্যে মণ্ডলাগ্র বা উৎপল পত্র নামক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বাতব্যাধিরোগের মধ্যে কতকগুলি রোগে স্বেদেরদ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কোন কোন ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্বেদ ক্রিয়া নিষিদ্ধ তাহাই লিখিত হইতেছে। যথা—অণ্ডকোষ, হৃদয়, ও চক্ষুতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে না। উল্লিখিত স্থানগুলিতে স্বেদের নিতান্ত আবশ্যক হইলে মৃদু স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। মদ্যপায়ী, গর্ভিনী, রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত, পিত্ত প্রধান, অতিসারী, রুক্ষ ব্যক্তি, দগ্ধ ব্যক্তি, নাড়ী ব্রণরোগী, মদাত্যয়রোগী, ক্লান্ত ব্যক্তি, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, স্থূল ব্যক্তি, পিত্তমেহী, তৃষিত, ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, কামলারোগী, উদররোগী, ক্ষতরোগী, কৃশ ব্যক্তি ও চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বাতব্যাধিরোগে যে কয়েক প্রকার স্বেদ আছে তাহাদের নাম লিখিত হইতেছে; স্বেদ ত্রয়োদশ প্রকার যথা; শঙ্কর স্বেদ, প্রস্তর স্বেদ, নাড়ী স্বেদ,

পরিষেক স্বেদ, অবগাহ স্বেদ, জেন্তাক স্বেদ, অশ্মঘ্ন স্বেদ, কর্ষূ স্বেদ, কুটী স্বেদ, ভূ স্বেদ, কুম্ভী স্বেদ, কূপ স্বেদ, হোলাক স্বেদ।

শঙ্কর স্বেদ।—ঔষধ দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পুরিয়া পুটুলী বদ্ধ ও উষ্ণ করিয়া স্বেদ দেওয়াকে শঙ্কর স্বেদ কহে।

প্রস্তর স্বেদ।-রোগীর গাত্রে উত্তমরূপে তৈল অথবা ঘৃত মাখাইয়া প্রস্তরে ছাগাদি রোমজ বস্ত্র, কিম্বা কম্বলে শয়ন করাইয়া অথবা ভেরেণ্ডা বা আকন্দ পত্রের উপর শয়ন করাইয়া শূকধান্য শমীধান্য কিম্বা পুলক্ ধান্য সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা বেশবার, পারস, তিলক বা মাষকলাইদ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকদ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দেওয়াকে প্রস্তর স্বেদ কহে।

নাড়ী স্বেদ।—স্বেদযোগ্য দ্রব্যের ফল, মূল ও পত্র এবং উষ্ণ স্বভাবযুক্ত পশু ও পক্ষীর মাংস, মস্তক ও পদাদি গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্তরূপ অম্লদ্রব্য ও সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত তৈলাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া কিম্বা মূত্র ও দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী বড় হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া উত্তমরূপে মুখবন্ধ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। কিছুকাল দেওয়া হইলে, শরপত্র, বংশপত্র করঞ্জাপত্র বা আকন্দপত্রের কোন একপ্রকার পত্র গ্রহণপূর্ব্বক হস্তীশুঁড়ের ন্যায় নল প্রস্তুত করিয়া ঐ নলের ছিদ্র সকল বায়ুনাশক পত্রের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহা দ্বারা উক্ত হাঁড়ী হইতে ধূম গ্রহণপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে লাগাই-বেক। ধূম লাগাইবার পূর্ব্বে রোগীর শরীরে বায়ুনাশক তৈলাদি মালিশ করিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম নাড়ী স্বেদ।

পরিষেক স্বেদ।—বায়ুনাশক দ্রব্যের যথোপযুক্ত ফল, মূল, পত্র ও পত্র-কোরক গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্বাথ অল্প উষ্ণ থাকিতে কলসীতে বা ঘটির মধ্যে রাখিবে এবং ঔষধ তৈল রোগীর গাত্রে মাখাইয়া এবং বস্ত্রদ্বারা গাত্র আবরণ করিয়া উক্ত ঈষৎ উষ্ণ ক্বাথ রোগীর শরীরে অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ সেচন করিবে।

অবগাহ স্বেদ।—বায়ুনাশক দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত এবং মাংসরস মিশ্রিত করিয়া উষ্ণা-বস্থাতেই টবের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে এবং রোগীকে ঔষধ তৈল মালিশ করাইয়া টবে অবগাহন করিতে দিবে।

জেন্তাক স্বেদ।—এই স্বেদ দিতে হইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। উক্ত ভূমি নদী দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিমতীরের

সাত বা আট হাত অন্তরে অবস্থিত হওয়া উচিত। সেই ভূমির উপরে পূর্ব্ব দ্বারী বা উত্তর দ্বারী একখানি গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার ষোল হাতের ন্যূন বা অধিক না হয়, এবং গৃহের অভ্যন্তরে এক হস্ত বিস্তৃত ও একহস্ত উন্নত একটী আল্ প্রস্তুত করিয়া লইবে; এবং মধ্যস্থলে চারি হস্ত প্রশস্ত এবং সাতহস্ত উচ্চ কন্দুর অর্থাৎ পাঁউরুটীর উনানের ন্যায় বহু ছিদ্র সম্পন্ন ও আবরণযুক্ত একটী উনান প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই উনানে খদির অশ্বত্থ কাষ্ঠ জ্বালাইবেক, যখন সেই কাষ্ঠগুলি জ্বলিয়া অঙ্গারবৎ ধূমশূন্য হইবে এবং যখন সেই গৃহের অভ্যন্তর ভাগ স্বেদ যোগ্য উষ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবেক, সেই সময়ে রোগীকে বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃতেরদ্বারা সিক্ত করিয়া বস্ত্রাবৃত গাত্রে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইবেক এবং সেই সময়ে রোগীকে এইরূপে অনুশাসন করিবে যে, "সৌম্য!" তুমি কল্যাণ এবং আরোগ্যের জন্য এই ঘরে প্রবেশ করিতেছ, প্রবেশ করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া এপার্শ্ব এবং ওপার্শ্বে তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয়, সেইরূপ ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান, যেন অতিশয় ঘর্ম্মাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও এই পিণ্ডিকা পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহা হইলে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ বিয়োগ হইবে; অতএব কদাচ পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিও না। এই প্রকার স্বেদ গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন রোগী সমুদায় স্রোত বিমুক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্রান্ত হইবেক, এবং ক্লেদকারী দোষ নির্গত হইবেক এবং নিজের শরীর লঘু, স্তব্ধতা, বিবন্ধ, অসাড় বোধ, এবং বেদনা শূন্য বোধ হইবেক, তদনন্তর চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য তাহাতে সহসা শীতল জল সেবন করিবে না। কিছুকাল পরে রোগীর সেকজনিত ক্লান্তি দূর হইলে অল্পোষ্ণ জলে স্নান করিয়া যথোপযুক্ত আহার প্রদান করিবে।

অশ্মঘ্ন স্বেদ।—রোগীর প্রমাণানুরূপ এক খানি প্রস্তর বায়ু নাশক কাষ্ঠাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত করিয়া পরে ঐ সকল অঙ্গার প্রস্তর হইতে নিক্ষিপ্ত করতঃ ঐ প্রস্তর উষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করিয়া রোগীকে ঘৃত অথবা তৈল মাখাইয়া তদুপরি শয়ন করাইবেক এবং রোগীর গাত্রে উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া দিবেক।

কর্ষূ স্বেদ।—* কর্ষূ স্থান বিভাগজ্ঞ বৈদ্য সর্ব্ব প্রথমে রোগীর শয়ন যোগ্য মৃত্তিকাতে গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ গর্ত্ত ধূম শূন্য জলন্ত অঙ্গার দ্বারা পরি-

* কর্ষূ স্থান—অভ্যন্তর বিস্তীর্ণ ও অল্প মুখবিশিষ্ট।

পূর্ণ করিবেক। তদনন্তর গর্ত্ত উত্তপ্ত হইয়াছে জানিয়া উহা হইতে সমস্ত অঙ্গার উঠাইয়া ফেলিয়া উহাতে কম্বলাদির শয্যা করত রোগীকে শয়ন করাইবেক।

কুটী স্বেদ। অতিশয় উচ্চ না হয় এবং অতিশয় বিস্তীর্ণ না হয় এরূপ জানালা শূন্য গোলাকার একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কুড় প্রভৃতি ঔষধ দ্রব্য দ্বারা ঐ কুটীরের ভিত্তিলেপন করিবে। তদনন্তর কুটীরের চতুর্দ্দিকে অগ্নি পূর্ণ হাঁড়ী সকল রাখিয়া কুটীরের মধ্যে ছাগাদি রোমজ বস্ত্র অথবা কম্বলের দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে তৈল অথবা ঘৃত মাখাইয়া ঐ শয্যাতে শয়ন করাইবেক।

ভূস্বেদ।—অশ্মঘ্ন স্বেদ যে প্রকার ভূস্বেদও সেই প্রকার জানিবে।

কুম্ভী স্বেদ।—একটী বৃহৎ হাঁড়ীতে বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথ পূর্ণ করিয়া বায়ু শূন্য ভূমিতে ঐ হাঁড়ীটীর অর্দ্ধভাগ অথবা তিনভাগ পুতিবে। তৎপরে হাঁড়ীর উপরে অতিশয় ঘন না হয় এবং অতিশয় সূক্ষ্ম না হয় এরূপ একখানি আসনে রোগীকে পাতলা কাপড় পরাইয়া বসাইবেক এবং লৌহখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড উত্তমরূপে গরম করিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থ কাথে নিক্ষেপ করিবে। ইহার দ্বারা হাঁড়ী হইতে যে বাষ্প নির্গত হইবে, তাহার দ্বারাই রোগীর স্বেদ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক।

কূপ স্বেদ।—বায়ু শূন্য স্থানে রোগীর প্রমাণানুযায়ী শয্যার দ্বিগুণ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ হস্তী, অশ্ব, গো এবং উষ্ট্রের বিষ্ঠা শুষ্ক করিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিবেক, পরে ঐ সমস্ত শুষ্ক বিষ্ঠা অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া গর্ত্ত উত্তপ্ত হইলে অঙ্গার উঠাইয়া গর্ত্ত মধ্যে ছাগাদি লোমজ বস্ত্রের শয্যা করতঃ রোগীকে বাতঘ্ন ঘৃত তৈলাদি মাখাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া উহার মধ্যে শয়ন করাইবে। তাহা হইলে স্বেদ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবে।

হোলাক স্বেদ।—রোগীর শয্যা তুল্য বৃহৎ একখানি পিত্তল পাত্রের উপর পূর্ব্বোক্ত হস্তী প্রভৃতির শুষ্ক বিষ্ঠা রাখিয়া দগ্ধ করিবে। পরে উহাতে অগ্নি উঠাইয়া ঐ পাত্রের উপর ছাগাদি লোমজ বস্ত্রের শয্যা করিয়া রোগীকে ঘৃত তৈলাদি মাখাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ উহার উপর শয়ন করাইবে।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। অশ্বগন্ধা ৮ সের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোল-

সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং একসের অশ্বগন্ধা ঘৃতে প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর দুগ্ধ ষোলসের ঘৃতে প্রদান করিবে। এই প্রকারে জাল দিতে দিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে জাল দিতে থাকিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধক হয় এবং বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দশমূল ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্কদ্রব্য যথা; জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই পদার্থগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। পরে বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী ছাল; পাকলছাল, গণিয়ারিরছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্ত ৮ সের গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে চারিসের দুগ্ধ প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। এই প্রকারে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী মুগাণি, মাষাণি ও জীবন্তী, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে পাঁচতোলা পাঁচ আনা গ্রহণ করিবে এবং যষ্টিমধু দশতোলা দশআনা গ্রহণ করিবে, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। অপর স্ত্রীনপুংসক ছাগলের মাংস ছয় সের একপোয়া এবং দশমূল ছয় সের একপোয়া পরিমাণে গ্রহণ করত ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে এবং শতমূলের রস চারিসের ও দুগ্ধ চারিসের ঘৃতে প্রদান করিবে। তদনন্তর

জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অর্দ্দিত কর্ণশূল, বাধির্য্য, বোবা, মিন্মিন, জড়তা, গদগদস্বর, পঙ্গু, খঞ্জ, গৃধ্রসী, কুব্জ, অপতানক ও অপতন্ত্রক রোগ ইহাদ্বারা প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে। কল্কদ্রব্য,—লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বাবলাপাতা; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং সৈন্ধব লবণ ১৬ তোলা, শুঁঠ চল্লিশ তোলা, পিপুলের মূল যোলতোলা, রক্তচিতার মূল ১৬ তোলা ও ভেলাবীজ বিংশতিটী; এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁজী ৩২ সের তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে গৃধ্রসী, উরুগ্রহ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পমাষ তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রা কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া অল্প জলে সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তৎপরে লোধ,

মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ারি মূল বা বচ, বালা-পাতা; এই দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। অনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে গুলি বাদ দিবে এবং এক সের পরিমাণ সৈন্ধব লবণ তৈলে দিবে। পরে আটসের মাষকলাই ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ তৈলে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে পাক কার্য্য শেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শিরঃসঙ্কোচন রোগে মালিশ করিতে দিবে এবং বাহু ও মস্তকে বাতরোগ জন্মিলে তাহাতে নস্য ও পানীয়রূপে প্রয়োগ করিবে।

মহামাষ তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন হইলে নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কুট্টিত করিয়া অল্প জলে সিক্ত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন রাখিয়া দিবে। পরে উক্ত তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং আলকুশী বীজ, ভেরেণ্ডার মূল, শুলফা, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চই, রক্তচিতার মূল, কট্‌ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, পিপুল মূল, রাস্না, দেবদারু, শুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ছয়সের একপোয়া ও স্ত্রী নপুংসক ছাগলের মাংস তিনসের তিনপোয়া; এই ত্রিবিধ পদার্থ ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং দুগ্ধ ষোলসের উহাতে প্রদান করিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পানীয়রূপে ও মালিশ ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বাধির্য্য, হনুগ্রহ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাত-রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

বাতগজাঙ্কুশ।

রসসিন্দুর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারি এবং সোহাগা; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করতঃ মুণ্ডিরীর রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিবে এবং দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বাত রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিপুল চূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজের রস সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সপ্তাহ কাল সেবনে গৃধ্রসী, সুদারুণ সন্নিপাত, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ, ঊরুস্তম্ভ, হনুগ্রহ ও পক্ষঘাতাদি সর্ব্ববিধ রোগ বিনাশ হইয়া থাকে।

বাতনাশন রস।

রস, স্বর্ণ, হীরক, তাম্র লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, নীলাঞ্জন, তুঁতিয়া, সমুদ্রফেনা ও পঞ্চ লবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র) এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবস সিজের দুগ্ধে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ভূধর-যন্ত্রে পাক করিয়া একমাষা পরিমাণে আদার রসের সহিত লেহন করিয়া সেবন করিবে। পিপ্পলী মূলের ক্বাথে পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া অনুপানার্থ ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ সেবনে আক্ষেপাদি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বাতারি রস।

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, ত্রিফলা তিনভাগ, চিতা চারিভাগ এবং গুগ্‌গুল পাঁচভাগ। প্রথমতঃ এরণ্ড তৈলে গুগ্‌গুল মর্দ্দন করিয়া পরে তাহার সহিত পারদ প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমুদায় দ্রব্য এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দুইতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া এই ঔষধ সেবন করিয়া শুণ্ঠী ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ

পান করিতে হইবে এবং পৃষ্ঠ দেশে এরণ্ড তৈল মাখাইয়া মাষকলাই কিম্বা অন্য কিছু দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কোষ্ঠ হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য পথ্য করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া নির্ব্বাত-স্থানে উপবেশন করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অনিলারি রস।

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র করিয়া এরণ্ড মূল ও নিসিন্দার রসে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এই ঔষধ তাম্রপাত্রে বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপনপূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে গোময়াগ্নি সন্তাপে পুটপাক করিতে হইবে। অনন্তর নিসিন্দার রসে সাতবার, এরণ্ড মূলের রসে সাতবার এবং চিতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া তিনরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধবের সহিত কিম্বা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত ঘৃতের সহিত অথবা ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিন্তামণি রস।

রসসিন্দুর দুইতোলা, অভ্র দুইতোলা, লৌহ একতোলা এবং স্বর্ণ অর্দ্ধ-তোলা এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনায় ঔষধের অনুপান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। ইহা সেবনে শ্লেষ্ম জন্য ও পিত্ত জন্য বাতরোগ, হৃল্লাস, অরুচি, দাহ, বমন, ভ্রমি, শিরোরোগ, প্রমেহ, কর্ণনাদ, জড়তা, মূকত্ব, বধিরতা, গর্ভিণীরোগ, সূতিকারোগ, অশ্মরী, প্রদর, শোথরোগ, যক্ষ্মা এবং জ্বর বিনাশ পায় এবং রোগীর বল, বর্ণ, অগ্নি, কান্তি এবং পুষ্টিবৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখ রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, ও অভ্র এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে চারিভাগ এবং স্বর্ণ একভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া খলে নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহা এরণ্ডপত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া দিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া ত্রিফলার কাথের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ একটী প্রধান রসায়ন, ইহা সর্ব্ব রোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া ইহার

মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করিলে বলিপলিতাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রভাবে পুষ্টি, বল, আয়ু প্রদান করিয়া থাকে। এই ঔষধদ্বারা পুত্রোৎপাদন হয়। এই ঔষধ সেবনে একাদিশ প্রকার ক্ষয়রোগ, পঞ্চপ্রকার কাস, একাদশ প্রকার কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শূল, শ্বাস, হিক্কা, মন্দাগ্নি, অম্লপিত্ত, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শ ও চর্ম্মরোগ এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

বাতব্যাধিরোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে ও বিকালে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, কই প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ডুমুর, মানকচু, পটোল প্রভৃতির তরকারী, কলাইয়ের ডাইল; ধারোষ্ণ দুগ্ধ, মাখন, ঘোল, দধি, আঙ্গুর, দাড়িম, পেঁপে, আতা, ইক্ষু, নারিকেল প্রভৃতি ফল এবং মোহনভোগ, সুজির পায়স ইত্যাদি পথ্য করিবেন। এই পীড়ায় স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক পানাহার ও উত্তমরূপ তৈল মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা সরোবরে স্নান বিশেষ হিতপ্রদ।

অপথ্য।—লঙ্কার ঝাল, ভাজা পোড়া দ্রব্য, মাদক দ্রব্য সেবন এবং চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, রৌদ্র লাগান, রাত্রি জাগরণ, উপবাস, রুক্ষ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষরূপে পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

কফ রোগ চিকিৎসা।

শ্লেষ্মকালানল রস।

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, বিষ চারিভাগ, ত্রিকটু চূর্ণ আটভাগ, এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কুড়, যমানী, অজগন্ধিকা, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, চৈ, পঞ্চলবণ, লবঙ্গ, তেউড়ী এবং দন্তী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া তুলসীর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মজন্য পীড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, যমানী, কুড়, আদা, গেরিমাটী, যবক্ষার, কট্‌ফল, গজপিপ্পলী, জয়িত্রী, যমানী, ত্রিফলা, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তুর বীজ, আকন্দ বীজ, কট্‌ফল এবং চৈ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। পরে বিল্বমূল, আকন্দ, চিতা, ত্রিফলা, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ভাঙ্গ, কণ্টিকারী, ধুস্তুরবীজ, কৃষ্ণজীরা, পালিধামাদার, গজপিপ্পলী,

ইহাদিগের প্রত্যেকের ক্বাথে সাতবার করিয়া মর্দ্দন করত আদার রসে সাতবার ভাবনা দিবে। তাহার পর দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেই বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে বিংশতি প্রকার শ্লেষ্ম রোগ, সান্নিপাত রোগ অষ্টবিধ উদর রোগ অর্শ সুদারুণ বাতরোগ পঞ্চবিধ পাণ্ডু, ক্রিমি ও স্থৌল্য প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস।

অভ্র চূর্ণ আটতোলা, গন্ধক চারিতোলা, বঙ্গ ভস্ম দুইতোলা, পারদ এক তোলা, হরিতাল একতোলা, তাম্র ভস্ম অর্দ্ধতোলা, কর্পূর একতোলা, জাতীফল, জইত্রী, বৃদ্ধদারক বীজ এবং ধুস্তূর বীজ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, এবং স্বর্ণ ভস্ম অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। গল রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতিসার প্রভৃতি সুদারুণ রোগ সমস্ত ইহার প্রভাবে দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্লীপদ, নাড়ী ব্রণ, অর্শ রোগ, ভগন্দর, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, স্থৌল্য, দৌর্গন্ধ, আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলগ্রহ, উদরী এবং কর্ণ, নাসা ও চক্ষু রোগ জড়তা, সকল প্রকার শূল অর্থাৎ পরিণাম শূলাদি, শিরঃশূল ও স্ত্রীরোগ, এই সমস্ত রোগও এই ঔষধ সেবন করিলে প্রশমিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মাংস, পিষ্টক, দুগ্ধ, দধি, সজল অন্ন এবং সুরা প্রভৃতি অনুপান করিবে। ইহা সেবনে ঔষধ সেবী ব্যক্তি কামদেবের ন্যায় রূপবান হইয়া থাকে। ইহা সেবনে কখন কাহারও শুক্র ক্ষয় হয় না, লিঙ্গের শৈথিল্য বা কেশের পকতা হয় না। ইহার প্রভাবে প্রতিদিন শত স্ত্রী সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রমশালী হইতে পারে। এমন কি দুই লক্ষ যোজন পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি সঞ্চার হয়, মহাত্মা নারদ এই মহাযোগ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ঔষধ কয়েকটী সর্ব্ববিধ কফ রোগে প্রয়োগ করিবেন।

পিত্তরোগ চিকিৎসা।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ।

গুড়ূচী সার (গুলঞ্চ চিনী) ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিজাত (মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল) এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, সমুদয়ের তুল্য লৌহ চূর্ণ,

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রোগী ও রোগ বিবেচনায় মাত্রা নির্ণয় পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে দিবে; ইহাতে বাত রক্ত ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী চূর্ণ আটপল (৬৪ তোলা), লৌহ ৩২ তোলা এবং যষ্টিমধুর চূর্ণ ১৬ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য খলে মর্দন করিয়া আমলকীর ক্বাথে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। অনন্তর প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহা শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ পূর্ব্বক ঘটে স্থাপন করিতে হইবে। এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে তিনবার ভক্ষণ করিবে। দিবসের মধ্যে তিনবার ইহা ভক্ষণ করিয়া দোষানুসারে পথ্য করিবে। ভোজনের আদিতে ভক্ষণ করিলে পিত্তকৃত দোষ বিনাশ পায়। ভোজনের মধ্যে সেবন করিলে আনহি ও বিষ্টম্ভ এবং অন্তে সেবন করিলে রক্তপিত্ত জন্য রোগ সকল নিঃসংশয় রূপে বিনাশ পায়।

পিত্তান্তক রস।

জাতীফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণ মাক্ষিক, লৌহ, অভ্র এবং মনঃশিলা এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ, সর্ব্ব সমান রৌপ্য ভস্ম। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পিত্তরোগ সমস্ত বিনাশ করে, এককোষ্ঠাশ্রিত ও শাখাশ্রিত পিত্তরোগ, শূল, অম্লপিত্ত, পাণ্ডু, হলীমক, দুর্ণাম, ভ্রম ও বমন, অতি শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া থাকে। উক্ত পিত্তান্তক রসে যে সমস্ত দ্রব্য লিখিত হইল তাহাতে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ প্রয়োগ করিয়া উল্লিখিত প্রকারে ঔষধ প্রস্তুত করিলে মহা পিত্তান্তক রস হইয়া থাকে। উক্ত উল্লিখিত ঔষধগুলি পিত্তজনিত রোগানুসারে যথা বিহিতানুপানে প্রয়োগ করিবে।

বাতরক্ত রোগ।

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং অজীর্ণকারী দ্রব্য আহার, জলজাত কচ্ছপাদি, বরাহাদির ক্লিন্ন ও শুষ্কমাংস ভক্ষণজনিত তিলকল্ক, কুলত্থ, শূকশিম্বী শাকাদি, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঞ্জী ও মদিরা আসবাদির অতিরিক্ত সেবনাদির দ্বারা এবং বিরুদ্ধ আহার ও অতিরিক্ত আহারাদির দ্বারা ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি কারণাদি দ্বারা রক্ত প্রকুপিত হয়।

যে মানব হস্তি বা অশ্ব অথবা উষ্ট্র পৃষ্ঠে গমন করে ও দাহজনক দ্রব্য ভক্ষণ করে এবং যে ব্যক্তির অন্ন পরিপাক হইয়া দগ্ধবৎ হয়, তাহার শরীরস্থ সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত ও কুপিত হইয়া অধোগমন করত পদদ্বয়ে সঞ্চিত হইয়া থাকে, তদনন্তর দুষ্ট বায়ুর সহিত মিলিত হয়। এই রোগে বায়ুর অতিশয় প্রাধান্য হয় বলিয়া এই জন্য ইহাকে বাতরক্ত কহে। ঘর্ম্মরোধ, চর্ম্ম বিবর্ণ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শজ্ঞান শূন্য হয়, শরীরের কোন অংশে ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিশৈথিল্য, আলস্য ও অঙ্গাবসাদ, জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, অংশ, হস্তপদে এবং সন্ধি সমূহে সূচিবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, ভঙ্গবৎপীড়া, ভারবোধ ও সন্তপ্ততা, সন্ধিসমূহ বারবার বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনা শূন্য হয়, চর্ম্মের উপরি চক্রাকার মণ্ডলের উৎপত্তি এবং রোগীর সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতরক্ত চিকিৎসা।

গুলঞ্চ, ধনিয়া ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে।

গুলঞ্চ দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত কাথে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

বাসক, গুড়ূচী, সোনালুফলের মজ্জার কাথ সহ এরণ্ডতৈল পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ প্রসরণশীল অশেষ প্রকার বাতরক্তবিকার নষ্ট হয়।

নবকার্ষিক।

ত্রিফলা, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুড়ূচী ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় নবকর্ষ দ্রব্যের কাথ পান করিবে। ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল এবং কষ্টসাধ্য কপালিককুষ্ঠ নিবারণ করে। পঞ্চরক্তিক পরিমিত মাষানুসারে নবকর্ষ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এবম্বিধ পরিমাণানুসারে কাথ প্রস্তুত করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীঘৃত।

গুড়ূচীর কাথ কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে উক্ত

ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত এবং সুদারুণ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদ্যঘৃত।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, বেড়েলা, বাসক, সোনালু, শ্বেত-পুনর্ণবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূল, পিপ্পলী, গাম্ভারীফল, রাস্না, তালমাখনা, এরণ্ডমূল, বৃদ্ধদারক, মুথা ও নীলোৎপল এই সমস্ত কল্ক ত্রিগুণ জল ও তুল্যাংশ আমলকীর রস সহ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। ঘৃত পাক সমাধা করিয়া উক্ত ঘৃত পানীয় সহ ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে উত্তান, গম্ভীর, ত্রিক, জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত, বহুদোষ সমন্বিত বাতরক্ত ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মহৎ শূলরোগ, সুদারুণ আমবাত, বাতরোগ সম্বন্ধীয় দুস্তর বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, প্রমেহ, বিষমজ্বর, কফান্বিত বাতরক্ত প্রভৃতি রোগসমূহ নিবারিত হয়।

কৈশোর গুগ্‌গুলু।

উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলু দুইসের, ত্রিফলা দুইসের ও গুড়ূচী চারিসের চৌষট্টিসের জল সহ পাক করিবে এবং বারম্বার দর্ব্বিসঞ্চালন করিবে। অগ্নিসন্তাপে অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত গুগ্‌গুলু পুনঃ মিশ্রিত করিয়া হিমোপলাক্ত লৌহপাত্রে পুনর্ব্বার পাক করিবে; ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ত্রিফলাচূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ ৬ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ও দন্তীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা ও গুড়ূচীচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যুষ শীতলজল বা সদ্যান্ধজল পান করিবে। ইচ্ছাবিহারীর সর্ব্বদাই এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহা একজ, দ্বন্দ্বজ বা চিরোত্থিত শুষ্ক কিম্বা পরিস্রাবী এবং আজানুস্ফুটিত শরীর নাশক বাতরক্ত, ব্রণ, কাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, পাণ্ডু, শূল, মন্দাগ্নি, বিবন্ধ, প্রমেহ ও পীড়কা প্রভৃতি সদ্য নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সতত সেবন করিলে কালক্রমে সমুদায় রোগই বিনষ্ট হয়। ইহাতে জরা হইতে কৈশোর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাতরক্তান্তক রস।

গন্ধক, পারদ, লৌহ, মনঃশিলা, হরিতাল, অভ্র, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া পৃথক করিবে এবং শ্বেত অপরাজিতা, দারু-

হরিদ্রা, সোমরাজী, রক্তচিতা, পুনর্ণবা, দেবদারু, ত্রিফলা, ত্রিকটু এবং বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবে। তদনন্তর সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলা ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তাহার পরে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন নিম্নলিখিত অনুপানে একটী করিয়া বটী সেবন করিবে। নিমের পত্র পুষ্প ও বল্কল প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃতের সহিত অনুপান করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার ও মহা ঘোরতর গম্ভীর দোষজনিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

বাতরক্তের পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, ঠটেকলা, মানকচু, ঝিঞা, উচ্ছে প্রভৃতি তরকারীর ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি, অম্লের মধ্যে পাতি লেবু। রাত্রিতে রুটি বা লুচী ও তরকারী, অল্পদুগ্ধ খাইতে পারেন। ঘৃত সহগত ব্যবহার করিবেন।

অপথ্য।—নূতন চাউলের অন্ন, ভাজা পোড়া দ্রব্যাদি, অধিক মৎস্য, মাংস, মাদকদ্রব্য সেবন, গুড়, দধি, মাষকলাই, বিলাতি কুমড়া, রসুন, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ লাগান, দিবানিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

চিকিৎসা বিধি।

বাতরক্ত দ্বিবিধ; উত্তান ও গম্ভীর। ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান কহে এবং মেদ প্রভৃতি অন্তর্বর্ত্তিবাত ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর বাতরক্ত কহে। প্রলেপ, মালিশ, সেক ও উপনাহ দ্বারা উত্তান বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে এবং বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীরাখ্য বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শিঙ্গা, সূচী, অলাবুযন্ত্র বা জলৌকা দ্বারা উভয়বিধ বাতরক্ত রোগেই রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে। বাতরক্তরোগ গতিশীল বলিয়া উহাতে শিরাবেধ বা মর্দ্দন দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল, রুক্ষ বা বাতপ্রধান হইলে রক্ত মোক্ষণ করিবে না। বাতরক্ত রোগে অড়হর, ছোলা, মুগ, মসুর ও বনমুগের যূষ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা করিবে এবং পুরাতন যব, গোধুম, উড়িধান্য, শালি ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন এবং গব্য, মাহিষ ও ছাগদুগ্ধ প্রশস্ত।

শূল ও পরিণামশূল।

শূলরোগ ছয় প্রকার যথা ;—বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সান্নিপাতিক, আমজ, দ্বন্দ্বজ। সর্ব্বপ্রকার শূলরোগে প্রায় বায়ুর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাতজশূল প্রায় পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক এবং বস্তিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, রোগী বাত এবং বদ্ধমল দ্বারা সূচীবেধের ন্যায় বেদনা এবং ভেদনি তুল্য পীড়াতে আক্রান্ত হয়। এই বাতজশূল আহারীয় দ্রব্য পরিপাক কালে, মেঘাগমে এবং শীত দ্বারা রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও স্বেদ ক্রিয়া, অভ্যঞ্জন, মর্দ্দনাদি ও স্নিগ্ধ অথবা উষ্ণদ্রব্য ব্যবহার দ্বারা শান্তি হয়।

পৈত্তিকশূল।—এই পিত্তজ শূলে রোগী পিপাসা, মূর্চ্ছা, দাহ, ঘর্ম্ম, মোহ, ভ্রম এবং পেষণবৎ পীড়াক্রান্ত হয়। দিনের মধ্যভাগে, অর্দ্ধরাত্রে, অন্নের পরিপাক সময় এবং শীত ও শরৎকালে রোগ বৃদ্ধি হয়, শীতক্রিয়া ও সুস্বাদুযুক্ত শীতল ভোজনাদি দ্বারা প্রশমিত হয়।

কফজশূল।—এই কফজশূল আমাশয়ে উৎপন্ন হয়, ইহাতে কোষ্ঠের স্তৈমিত্য, মস্তকের গুরুতা, হৃল্লাস কাস মুখপ্রসেক অবসাদ ও অরুচি উৎপন্ন করে। আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকালে, শিশির এবং বসন্তকালে বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত বাতাদি ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণযুক্ত শূলকে সান্নিপাতিক শূল বলিয়া জানিবে। সান্নিপাতিক শূল অতিশয় কষ্টসাধ্য ও বিষ এবং বজ্র তুল্য ; ইহাকে চিকিৎসক ত্যাগ করিবেন।

আমজশূল।—এই আমজশূল কফজশূল রোগের সমান লক্ষণযুক্ত জানিবে।

দ্বন্দ্বজশূল।—বস্তি হৃদয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে যে শূল উৎপন্ন হয় তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক শূল কহে। বাতপৈত্তিকশূল, বায়ুপিত্তজনিত শূল রোগের নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে উৎপন্ন হয়। ইহাতে জ্বর ও দাহ উৎপন্ন হয়। পিত্ত-শ্লৈষ্মিক শূল কুক্ষি ও হৃদয় এবং নাভিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিণামশূল।—এই শূল ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে উপস্থিত হয় এবং ইহাকেই পরিণামশূল কহে। প্রকুপিত বায়ু যখন কফ এবং পিত্তকে দূষিত করিয়া বলবান হয় তখন পরিণামশূল উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষযুক্ত হইলে সান্নিপাতিক পরিণামশূলে পরিণত হয়। এই সান্নিপাতিক পরিণামশূলে রোগীর অগ্নিবল এবং মাংসের ক্ষীণতা হইলে ইহা অসাধ্য জানিবে।

শূলরোগ চিকিৎসা

কুলত্থকলাই ৪ তোলা ও লাবমাংস ৪ তোলা, দুই সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১২ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তাহার পর উক্ত ক্বাথ হিংযুক্ত ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ সমস্তে দুইতোলা প্রদান করিয়া এবং তাহাতে দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া বাতজ শূল-রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গু, আতুষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বচ, সৌবর্চ্চল লবণ ও হরীতকী; ইহাদিগের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশূল নিবারিত হয়।

বিস্তাড়কবীজ, বিটলবণ, শজিনাবীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুড়ী ও অশ্বগন্ধা; ইহাদিগের চূর্ণ মদ্যের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ প্রশমিত হয়।

শুঁঠ অর্দ্ধতোলা ও এরণ্ডমূল দেড়তোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও যব; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ-পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও কুড়চূর্ণ কিম্বা হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।

ভেরেণ্ডার মূল ও যব; এই উভয়বিধ পদার্থ সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ করত কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজশূলরোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তশূল চিকিৎসা।

আমলকীর রস বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত-জনিত শূলরোগ সদ্য প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চলতা ও কিস্‌মিস্, এই উভয় পদার্থ সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ চিনী মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

শতমূলের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে জ্বালাশূল এবং পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশেরমূল, কেশেরমূল ও থাগড়া-মূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে পিত্তজনিত দুঃসহ শূলরোগ সদ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও শোনালুর আটা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে দাহ ও শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

দুইতোলা যষ্টিমধু গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত শূলরোগ ও পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মজশূল চিকিৎসা।

পিপুল, পিপুলেরমূল, চৈ, রক্তচিতারমূল ও শুঁঠ দ্বারা ষড়ঙ্গক্বাথ দ্বারা যবের সহযোগে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উহা অগ্ন্যুদ্দীপক হইয়া কফজ শূলরোগ শান্ত হইয়া থাকে।

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, রক্তচিতার মূল ও শুঁঠ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ-জনিত শূল সদ্য প্রশমিত হয়।

বচ, মুথা, রক্তচিতার মূল, হরীতকী ও কট্‌কী ইহাদিগের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিলে অথবা দশমূল সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফজশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

আমশূল চিকিৎসা।

হিং, ধনিয়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রক্তচিতার মূল, হরীতকী, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ এক সিকি পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে উহা আমপাচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্রাশ্রিত অনিল ও শূলরোগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

রক্তচিতার মূল, পিপুল মূল, এরণ্ড মূল, শুঁঠ ও ধনিয়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত হিং, বিটলবণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল, আনাহ ও বিবন্ধ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যমানী, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবল শূল আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজনিত শূল চিকিৎসা।

বৃহতি, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশের মূল, কেশের মূল ও থাগড়ার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতপৈত্তিকশূল প্রশমিত হয়।

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও নিমছাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ

করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, বমন, গাত্রজ্বালা ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

মধুর সহিত রসোন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ শূল বিনষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশ্বাদি।

শুঁঠ, ভেরেণ্ডার মূল, নিম্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একতোলা এবং যব একতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ ও কুড়চূর্ণ একসিকি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদয় পার্শ্ব ও কটিদেশের শূল, জ্বর ও গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক শূল চিকিৎসা।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস দুইতোলা এবং দাড়িমের রস দুইতোলা গ্রহণ করিয়া তাহাতে মরিচচূর্ণ চারি আনা, পিপুলচূর্ণ চারি আনা, শুঁঠচূর্ণ চারি আনা এবং সৈন্ধবলবণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত, অর্থাৎ সান্নিপাতিক শূলরোগ প্রশমিত হয়।

এরণ্ডফল ও মূল, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, মুগাণি, মাষাণি, সুহদেবা, সিংহপুচ্ছী ও ইক্ষুরালিকা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৃথক্ দোষজ এবং ত্রিদোষজ শূলরোগ প্রশমিত হয়।

শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

লৌহ ভস্ম দুইতোলা চারি আনা, হরীতকী চূর্ণ একতোলা, আমলকী চূর্ণ একতোলা ও বহেড়া চূর্ণ একতোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ ৪ রতি পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূলরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

লৌহ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। উল্লিখিত প্রকারে শোধিত লৌহ চূর্ণ একতোলা, হরীতকী চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পরিণাম শূল চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গের শাঁস, মরিচ, পিপুল, শুঠ, তেউড়ী মূলের ছাল, দন্তীমূলের ছাল ও রক্তচিতার মূল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র করিবে এবং সমস্ত চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুণ ইক্ষুগুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া লইবে। উক্ত মোদক প্রাতঃকালে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণাম শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা দুই সের গব্য দুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পরিণাম শূলের শান্তি হয়।

শামুক ভস্ম উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল বিষ্ণু কর্ত্তৃক আহত অসুরের ন্যায় আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উহা পান করিবার প্রাক্‌কালে মুখগহ্বরে ঘৃত লেপন করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা চুণে মুখ দগ্ধ হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

তিল, শুঁঠ, হরীতকী ও শামুক ভস্ম এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত মোদক প্রাতে সেবন করিয়া শীতল জল ও দুগ্ধ পান করিবে এবং উক্ত ঔষধ বৈকালে সেবন করিয়া যূষ পান করিবে। এই প্রকারে ঔষধ ভক্ষিত হইলে দুর্জ্জয় পরিণাম শূলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার সৌবর্চ্চল লবণ, রোমক লবণ, বিট লবণ, দন্তীমূল, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, তেউড়ী মূলের চূর্ণ ও ওল কচু চূর্ণ এই দ্রব্য-

গুলি সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধ, এই পদার্থত্রয় সমস্ত চূর্ণের চারি গুণ গ্রহণ করিয়া উক্ত চূর্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া লইবে। উহা এক সিকি পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে নাভি ও যকৃত প্রদেশের শূল, প্লীহা, বিদ্রধি, অষ্ঠীলা এবং সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নারিকেল লবণ।

সুপক্ক নারিকেল মধ্যে সৈন্ধবলবণ প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এবং মুখ রুদ্ধ করিয়া কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আবৃত করিয়া আতপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া লইবে, তাহার পর উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে শীতল হইলে উহার অন্তর্গত লবণ বহিষ্কৃত করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত লবণ এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। পিপুল ৮ সের ৬৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ এবং পিপুল এক সের ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শূল ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরী মণ্ডূর।

মণ্ডূর একসের, শতমূলের রস একসের, দধি একসের, দুগ্ধ একসের ও ঘৃত অর্দ্ধসের; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অগ্নি সন্তাপে জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর গাঢ় হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও পরে সেবন করিলে পরিণাম শূল, বাত ও পিত্তজনিত শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

খণ্ডামলকী।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শস্য ছয়সের একপোয়া গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ড শস্য শুষ্ক করিয়া লইবে। উক্ত শুষ্ক কুষ্মাণ্ড শস্য দুইসের ঘৃতে সন্তলন করিয়া লইবে এবং আমলকীর রস ৪

সের ও কুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের একত্র করিয়া উহাতে চিনি ছয়সের একপোয়া মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, জীরার চূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ ২ তোলা, ধনিয়া চূর্ণ ৮ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ২ তোলা ও মুথার চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। উক্ত পদার্থ শীতল হইলে মধু ২ সের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, বমন রোগ, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, অরুচি, হৃদয় শূল ও রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নারিকেল খণ্ড।

সুপক্ক নারিকেল শস্য পেষণপূর্ব্বক নিষ্পীড়ন করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত নারিকেল শস্য অর্দ্ধসের গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত অর্দ্ধপোয়ার সহিত সন্তলন করিয়া লইবে। তদনন্তর ডাব নারিকেলের জল ৪ সের গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিনী অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে ধনিয়া, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং দারুচিনী, তেজপত্র, ছোট এলাচী ও নাগকেশর, প্রত্যেকের চূর্ণ দুইআনা পরিমাণে উহাতে প্রদানপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমনরোগ নিবারিত হয় এবং এই সুখপ্রদ মনোহর নারিকেল খণ্ড দেহের মহোপকার সাধিত করিয়া থাকে।

চতুঃসম লৌহ।

অভ্র, তাম্র, পারদ এবং গন্ধক এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল এবং লৌহ চারিপল, এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ পল ঘৃত ও দ্বাদশ পল দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। অনন্তর ঘন বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রক্তচিতা এবং ত্রিকটু ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকে একপল মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। অনন্তর আপনার চন্দ্রতারাদি যে দিবস বিশুদ্ধ থাকিবে সেই দিবস আদিত্য ও গুরুর অর্চ্চনা করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া এই ঔষধ ভক্ষণ করিবে। প্রথম দিবসে এক মাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিতে হইবে। তৎপর দিবস এক

মাষা বৃদ্ধি করিয়া আট মাষা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। নারিকেল জল ও দুগ্ধ ইহার অনুপান করিবে। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে রক্তশালির অন্ন, মুগের যুষ ও মাংস রস ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পথ্য করিবে। ইহাতে সদ্য শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল, আমবাত, গুহ্যশূল ও শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলরাজ লৌহ।

কান্তলৌহ দুইতোলা, অভ্র ৮ তোলা, শর্করা ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা এবং ঘৃত ৮ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে ইহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চৈ, রক্তচিতা ইহাদিগের চূর্ণ একতোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শিশিরের জল অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্ব দোষজনিত শূল, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অম্লপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী দোষ, প্রমেহ এবং বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধাত্রী লৌহ।

অর্দ্ধসের যব চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে বিশুদ্ধ মণ্ডুর অর্দ্ধসের, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, আমলকীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ৬৪ তোলা, ভুমি কুষ্মাণ্ডের রস ৩২ তোলা এবং ইক্ষুরস ৩২ তোলা দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইয়া আসিলে জীরা, ধনিয়া, ত্রিজাত, দারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র এবং গজপিপ্পলী, মুথা, হরীতকী, অভ্র, লৌহ, ত্রিকটু, রেণুকা, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগকেশর, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা এবং রক্তচন্দন, ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ একতোলা পরিমাণে ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে সেবন করিবে। দুগ্ধ ইহার অনুপান জানিবে। এই ঔষধ সেবনে সাধ্যাসাধ্য শূল, পরিণাম শূল প্রভৃতি শূলরোগ নিবারিত হয়।

শূল গজকেশরী।

পারদ একভাগ এবং গন্ধক দুইভাগ একত্র করিয়া এক প্রহর উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ইহার সহিত তাম্র তিনভাগ মিশ্রিত করিয়া পুট মধ্যে রুদ্ধ করিয়া মৃৎপাত্র মধ্যে স্থাপন করিবে। তাহার পর ঐ পুটের উর্দ্ধে ও

অধোদেশে লবণ প্রদান করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুইরতি পরিমাণে পর্ণখণ্ডের সহিত ভক্ষণ করিবে। শূলরোগী উক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিয়া হিঙ্গু, জীরা, শুণ্ঠী, বচ ও মরিচ ইহাদিগের চূর্ণ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা সেবনে অসাধ্য শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলরোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ঘৃতপক্ক তরকারী, অন্নের মধ্যে পাতিলেবু। রাত্রিতে খই দুগ্ধ, বা বার্লি আহার করিবেন। জল খাবার কুমড়ার মিঠাই, আমলকী ও হরীতকীর মোরব্বা বিশেষ হিতকর।

অপথ্য।—গুরুপাক, ভাজাপোড়া দ্রব্যাদি, ডাইল, মৎস্য, দধি, রুক্ষ ও অম্ল দ্রব্য লঙ্কার ঝাল ও মাদক দ্রব্য সেবন করিবেন না।

চিকিৎসা বিধি।

শূল রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসক রোগীকে প্রথমতঃ বমন, লঙ্ঘন, সেক, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার চূর্ণ ও গুড়িকা ব্যবহার করাইবে। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে শ্লেষ্মাধিক বেদনায় বমন এবং বাত ও শ্লেষ্মাজনিত বেদনা রোগে সেক বিশেষ ফলপ্রদ। শূলরোগ অজীর্ণতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হয় এই জন্য আম.পাকার্থ লঙ্ঘন বিশেষ প্রয়োজন। সেক প্রদান করিতে হইলে পায়স, তিলবাটা, স্নিগ্ধ পিষ্টক সেকই বিশেষ হিতকর।

পরিণাম শূলে রোগীকে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন ও বিরেচন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে বস্তি কর্ম্ম অর্থাৎ পিচকারী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে অবস্থা বিশেষে লঙ্ঘনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। অর্থাৎ দোষ আমাশয়ে অবস্থিত হইলে বমন ও লঙ্ঘন এবং দোষ পচ্যমানামাশয়ে অবস্থিত হইলে দাস্ত ও নিরূহবস্তি এবং দোষ পক্কাশয়ে অবস্থিত হইলে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গুল্ম রোগ।

মিথ্যা আহার বিহারাদির দ্বারা দোষ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে অর্থাৎ আমাশয়াদির মধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম উৎপন্ন করে। এই গুল্মের পাঁচটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে যথা, উভয় পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি। বাত, পিত্ত,

শ্লেষ্মা, সন্নিপাতিক, এবং রক্তজ ভেদে গুল্ম পঞ্চ প্রকার। তন্মধ্যে চারি প্রকার গুল্ম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে; রক্ত গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকদিগের হয়। উদ্গারের বাহুল্যতা, মলরোধ, আহারে অনিচ্ছা, দৌর্ব্বল্য অন্ত্র কূজন, আটোপ অর্থাৎ পেটে গুড় গুড় শব্দ, আধ্মান ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক। এই সমস্ত লক্ষণ গুল্ম প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়া থাকে। অরুচি, বাত মল ও মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, অন্ত্র বি-কূজন, আনাহ এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি এই সমস্ত গুলি গুল্মের সামান্য লক্ষণ জানিবে। রক্ত গুল্ম স্ত্রীলোকদিগের এই নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে হইয়া থাকে, যথা—নব-প্রসূতী, আম গর্ভ অর্থাৎ পূর্ণ গর্ভের পূর্ব্বে প্রসব এবং ঋতুকালে অহিত ভোজনশীল স্ত্রীদিগের বায়ু কর্তৃক শোণিত গৃহীত হইয়া দাহ এবং বেদনা যুক্ত গুল্ম উৎপন্ন হয়। যে গুল্মে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ আর্ত্তবের অদর্শন, স্তন মুখাদি কৃষ্ণ বর্ণ ও দোহদাদি লক্ষণ প্রকাশ হয় এবং ভ্রূণ হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা নিঃশূল স্পন্দন না হইয়া গর্ভাশয় বেদনাযুক্ত পিণ্ড স্পন্দন বোধ হয়, তাহাকে রক্ত গুল্ম কহে। রক্ত গুল্ম অধিকাংশ যুবতী স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে, বৈদ্য দশম মাস অতীত হইলে ইহার চিকিৎসা করিবেন, যেহেতু রক্তগুল্ম পুরাতন হইলে সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

গুল্ম চিকিৎসা।

বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতার মূল ৭ ভাগ ও যমানী ৫ ভাগ; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শ, শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ।

হিং, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আকনাদ, হবুষা, হরীতকী, শঠী, যমানী, বনযমানী, তিন্তিড়ী, অম্ল বেতস, দাড়িম, কুড়, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, চিতার মূল, বচ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ ও চৈ; এই সমস্ত দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ দ্রব্য

একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত আহারের পর সেবন করিলে, পার্শ্ব, হৃদয় ও মুত্রাশয়ের শূল, বাত কফজ গুল্ম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মলদ্বার ও যোনি প্রদেশের শূল, গ্রহণী, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, অরুচি, উরু বিবন্ধ, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও গলগ্রহ রোগ প্রশমিত হয়। এই চূর্ণ ঔষধ ছোলঙ্গ লেবুর রসের দ্বারা সপ্তাহ কাল ভাবনা প্রদান করিয়া অর্দ্ধ-তোলা বা একতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে চূর্ণ অপেক্ষা অধিক গুণকারী হইয়া থাকে।

নাটা করঞ্জা, তেজপত্র, গোরক্ষ কর্কটী, চিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একটী মৃৎ পাত্রের মধ্যে এইরূপে স্থাপন করিবে যে, পাত্র মধ্যে প্রথমতঃ নাটা করঞ্জা ও তেজ-পত্র প্রভৃতির কিয়দংশ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি সৈন্ধবলবণ রাখিবে, তদুপরি পুনঃ অবশিষ্ট নাটা করঞ্জাদি স্থাপন করিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিবে এবং উক্ত পাত্রটী চুল্লির উপরে চাপাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকার জ্বাল দিতে দিতে পাত্রস্থ পদার্থ সমস্ত দগ্ধ হইলে নামাইয়া পাত্র মধ্যস্থ অঙ্গার বৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে। তাহার পর উক্ত পদার্থ সমস্ত উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূল সপ্তাহকাল মধ্যে প্রশমিত হয় ও অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

পিপুল, পিপুলের মূল, চিতার মূল, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভূমি জম্বুকা, কুড়চি, আকন্দমূল, সজিনাছাল, বৃহতী, সিজ, বিল্বমূল, ভেলা, কণ্টিকারী, পলাশ, পালিধা মাদারের মূল, আপাঙ, কদম্ব বৃক্ষের মূল, চিতার মূল, বাসক, ঘণ্টাপারুলী, পারুলছাল ও সৈন্ধব লবণ, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একটী মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। এবং উক্ত

পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া চুল্লির উপরে চাপাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই প্রকারে জ্বাল দিতে দিতে পাত্র মধ্যস্থ পদার্থ দগ্ধ হইলে নামাইয়া অঙ্গারবৎ দগ্ধ পদার্থ গ্রহণ করিবে। উক্ত দগ্ধ অঙ্গার আটসের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে, তদনন্তর ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে উক্ত ক্ষার জল একুশবার ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত বিশুদ্ধ ক্ষার জল দুই তোলার সহিত নিম্নলিখিত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাংস, ঘৃত বা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, উদর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ আহার দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। কারণ ঔষধের তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত একমাত্র ক্ষার জল প্রয়োগে ওজঃ ক্ষয়ের সম্ভাবনা লক্ষিত হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।

হিং এক তোলা, বচ ২ তোলা, বিট লবণ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪তোলা, কৃষ্ণজীরা ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা ও কুড়, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ এক শিশি পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকা রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঞ্চনক্ষীরী, চামরকষী আলু, নীলবুহ্না, বচ, পলালতা, হবুষা, কট্‌কী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপুল, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধ তোলা বা এক তোলা মাত্রায় গোমূত্র, উষ্ণ জল বা মাংস রসাদির কোন একটীর সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শ ও শোথ দূরীভূত হয়।

কাঙ্কায়ণ গুড়িকা।

শঠী আট তোলা, কুড় আট তোলা, দন্তীমূল ৮ তোলা, চিতার মূল ৮ তোলা, আড়র ৮ তোলা, বচ ৮ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, হিঙ্গ ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ধনিয়া ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা, ও বনযমানী ৪ তোলা, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত মাত্রায় চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা (বটীকা) প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটীকা একটী বা দুইটী কিম্বা তিনটী কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত কিম্বা

অম্লদ্রব্য মদ্য মাংস যূষের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শ, হৃদরোগ, ও ক্রিমি রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে। উক্ত বটীকা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে দীর্ঘকাল জাত কফগুল্ম, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্ত গুল্ম, মদ্যের সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, ত্রিফলা ও গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ গুল্ম নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ২ সের। কাথ্য দ্রব্য। কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, পিণ্ড খর্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পরুষফল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুইসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে।

উক্ত কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে আমলকীর রস দুইসের, ইক্ষুরস দুইসের ও দুগ্ধ দুইসের প্রদান করিবে। অনন্তর হরীতকী অর্দ্ধসের ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃতের সহিত চিনি একপোয়া ও মধু একপোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত পিত্তজনিত গুল্ম ও পিত্তজ সমস্ত রোগের শান্তি করিয়া থাকে।

রক্ত গুল্ম চিকিৎসা।

শুলফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামনহাটীর মূল ও পিপুল। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্ত গুল্ম প্রশমিত হয়।

পুরাতন গুড়, মরিচ পিপুল, শুঁঠ, হিং ও বামনহাটীর মূল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্ত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

গুল্মবজ্রিনী বটিকা।

রস, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা এবং হরিতাল, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একপল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অতি যত্নে মর্দ্দন করিবে। অগ্নি ও

বল অনুসারে মাত্রা স্থির করিয়া রক্ত গুল্ম প্রশান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গুল্ম, প্লীহা, উদরী, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, শূল ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্ম কালানল রস।

পারদ, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক ও যবক্ষার এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, মুথা, মরিচ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বঁচ এবং কুড় এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা। এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুণ্ঠী, অপামার্গ ও হাতিশুঁড়া ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিতে হইবে এবং পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার গুল্ম নিবারণ করে। হরীতকী অনুপানে চারিরতি প্রমাণ এই ঔষধ ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, ত্রিদোষ, দ্বন্দ্বজ ও শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগ বিনষ্ট করে।

গুল্ম শার্দ্দূল রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগ্‌গুলু, অশ্বথ মূল, তেউড়ী, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, শঠী, ধনিয়া এবং জীরা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একপল ও জয়পাল অর্দ্ধপল, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ছয়রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার দুইটী বটী ভক্ষণ করিয়া আদা ও উষ্ণ জল অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, উদরী, শোথ এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রুধির সম্ভব গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মরোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন চাউলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, অম্লের মধ্যে পাতিলেবু, রাত্রিতে খই দুগ্ধ, যবের সাগু বা বার্লি আহার করিবেন। জলখাবার কুমড়ার মিঠাই, আমলকী ও হরীতকীর মোরব্বা প্রভৃতি হিতকর।

অপথ্য।—গুড়, শাক, অম্ল, মৎস্য, গুরুপাক দ্রব্যাদি, লঙ্কার ঝাল, কলাই-য়ের ডাইল, মদ্যপান মৈথুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

চিকিৎসা বিধি।

গুল্মরোগের চিকিৎসা কালে লঘু আহার দ্রব্য এবং অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও বলকারক দ্রব্য সমস্ত গুল্মরোগীকে ব্যবস্থা করিবেন।

গুল্মরোগীকে ঘৃত পানদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া গুল্মস্থানে সেক দেওয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সেকদ্বারা স্নিগ্ধ ব্যক্তির স্রোত সকল মৃদু, বায়ু সরল এবং দোষের বিবদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। কুম্ভী সেক এবং পিণ্ড সেক ও ইষ্টকের সেকই গুল্মরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণ গুল্মরোগে উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শাম্বব প্রভৃতির প্রলেপও হিতকর। এই সমস্ত উল্লিখিত ক্রিয়াদিতে যদি বিশেষ উপকার না দর্শে, তাহা হইলে বায়ু সন্ধির কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশস্থ শিরা অল্পরূপে বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করিবে। রক্ত গুল্ম ও গর্ভ এই উভয় গুল্মই প্রায় সমান লক্ষণযুক্ত, এই জন্য গুল্ম ভ্রমে গর্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তজ্জন্য গর্ভকাল দশমাস অতীত হইলে রক্ত গুল্মের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসিতব্য গুল্মরোগীকে প্রথমতঃ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। তদনন্তর গুল্ম স্থানে সেক প্রদান করিবে। সেক কার্য্য সমাধা হইলে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন ও মদ্যপান এবং অতিশয় সঙ্গম দ্বারা, সর্ব্বদা অশ্বাদি আরোহণ, জলজমাংস ভক্ষণ, অধ্যাশন ও অজীর্ণ দ্বারা মানবদিগের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার যথা ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজনিত, পুরীষজ, অশ্মরীজাত এবং শুক্রজ। বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও শিশ্নে অত্যন্ত বেদনা হয় ও অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ হইয়া কখন পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হয়। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্র পিচ্ছিল এবং শিশ্নে ও বস্তিদেশে শোথ ও ভার বোধ হয়। সান্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণযুক্ত হয় ইহা অসাধ্য। শল্যজনিত মূত্র অতিশয় ভয়ানক হয় এবং বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণযুক্ত হয়। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ু কুপিত হইয়া আধ্মান শূল এবং মূত্র রোধ হয়। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রথমত পাথরী উৎপন্ন হয় পরে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়। শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্র দূষিত হইয়া বস্তি ও শিশ্নে শূল উৎপন্ন হইয়া শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে।

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর এই দ্রব্য গুলি সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ সেবনে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রকৃচ্ছ্র জনিত শূলরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইকড়ের মূল; এই ক্বাথ পান করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয় এবং বস্তি বিশোধিত হয়। উল্লিখিত পঞ্চ মূল দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে লিঙ্গনাল স্থিত রক্ত নিবারিত হয়।

শতমূল, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্য, ইক্ষুমূল ও কেশুর এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও চিনী মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, উক্ত বীজচূর্ণ চাউলের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়।

আমলকীর রস ও মধুর সহিত দারুহরিদ্রার চূর্ণ সেবন করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

ছোট এলাচি চূর্ণ গোমূত্র বা মদ্যের সহিত কিম্বা কদলীমূলের রসের সহিত পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হইয়া থাকে।

বৃহতী, কণ্টিকারী, আকনাদ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এবং বাতশ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে রোগীকে বাতশ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

শুক্ররোধ যনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীকে মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ছোট এলাচির চূর্ণ ও হিঙ্গু ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রের দোষ দূরীভূত হইয়া শুক্রদোষ নিবারিত হয়।

শতাবরীঘৃত ও ক্ষীর।

ঘৃত চারিসের, কল্কদ্রব্য—শতমূল, কেশেমূল, কুশমূল, কণ্টিকারী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল; আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া যথাবিধি নিয়মানুসারে পাক সমাধা করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, এই ঘৃত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।

রসসিন্দূর, হরিতাল, রক্তচিতা এবং তুঁতিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শতমূলীর রসে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ গোলাকার করিয়া সর্ষপ তৈল লেপন পূর্ব্বক এক প্রহর পাক করিবে, অনন্তর ইহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত চারিরতি পরিমাণে সেবন করিবে, এই ঔষধ ভক্ষণ মাত্র নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তুলসী, তিলের তৈল ও বিল্বমূল ইহাদিগের দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাথ করত অনুপান করিবে। অথবা সুরার সহিত সৌবর্চ্চল লবণ পান করিবে।

প্রমেহ রোগ।

অতিশয় শয়ন ও উপবেশন দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গচালনার অভাবহেতু গ্রাম্য, জলজ বা অনুপজাত মৎস্য মাংসের অতি সেবনদ্বারা এবং দধি পায়স নূতনান্ন জল শর্করাদি শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য সেবনদ্বারা প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়। প্রমেহ বিংশতি প্রকার যথা ;—কফজনিত দশ প্রকার সাধ্য, পিত্তজনিত ছয় প্রকার যাপ্য, বাতজনিত চারি প্রকার অসাধ্য। প্রমেহরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ এই নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ হইয়া থাকে, যথা ;—দন্ত, জিহ্বা ও তালাদিতে অধিক পরিমাণে মলা সঞ্চিত, হস্তপদের দাহ, চর্ম্ম চিক্কণ অর্থাৎ তৈলাক্তবৎ দৃষ্ট এবং রোগীর তৃষ্ণা ও মুখে মিষ্ট রস বোধ হয়। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে সামান্য লক্ষণ এই মাত্র দৃষ্ট হয় যে রোগী অধিক পরিমাণে ঘোলা মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। বিংশতি প্রকার মেহের নাম কথিত

হইতেছে যথা ;—উদক মেহ ; ইক্ষু মেহ ; সান্দ্র মেহ ; সুরা মেহ ; পিষ্ট মেহ ; শুক্র মেহ ; সিক্ত মেহ ; শীত মেহ ; শনৈ মেহ ; লালা মেহ ; নীল মেহ ; ক্ষার মেহ ; কাল মেহ ; হরিদ্রা মেহ ; মঞ্জিষ্ঠা মেহ ; রক্ত মেহ ; বসা মেহ ; মজ্জা মেহ ; ক্ষৌদ্র মেহ ; হস্তি মেহ।

প্রমেহ চিকিৎসা।

পালিতা মাদারের ক্বাথ, জয়ন্তীর কাথ, নিমছালের ক্বাথ, চিতামূলের ক্বাথ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথ, অগুরু ও আকনাদ এই উভয় পদার্থের ক্বাথ, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, এই উভয় পদার্থের ক্বাথ ও ছাতিমছালের ক্বাথ ; এই আট প্রকার ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যথাক্রমে উদক মেহ ও ইক্ষু মেহ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ পালিতামাদারের ক্বাথে উদক মেহ, জয়ন্তীর ক্বাথে ইক্ষু মেহ, নিমেরক্বাথে সুরা মেহ, চিতার ক্বাথে সিক্ত মেহ, খদিরের ক্বাথে শনৈ মেহ, অগুরু ও আকনাদের ক্বাথে লবণ মেহ, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রার ক্বাথে পিষ্ট মেহ ও দাড়িমের ক্বাথে সান্দ্র মেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাঘাস, কেশুর, নাটাকরঞ্জা, পানা, মুথা ও শৈবাল এই দ্রব্যগুলি সম-ভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ পান করিলে শুক্র মেহ নিবারিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শোনালু ফল ও কিস্‌মিস্ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ফেনা মেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা, খদির ও শল্লকী ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া শ্লেষ্মজনিত মেহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অশ্বথ ছাল দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে নীল মেহ নিবারিত হয়।

শোনালুর ছাল বা ফল দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হরিদ্রামেহ প্রশমিত হয়।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, অর্জ্জুন, জম্বুকদম্ব, পিয়াল মধুক বৃক্ষ, রোহিণী বঞ্জুল, বদর, গাব, শল্লকী, লোধ, ভল্লাতক, পলাশ ও নন্দী বৃক্ষ; এই পদার্থগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শুক্রমেহ (কালমেহ) নিবারিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষারমেহ প্রশমিত হয়।

মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দন; এই উভয় পদার্থ সমভাগে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মঞ্জিষ্ঠামেহ প্রশমিত হয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর, গাম্ভারীফল, গাবের বীজ ও গুলঞ্চ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ঐ ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত মেহ প্রশমিত হয়।

লোধ কাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত মেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিমছাল, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এবং উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজনিত প্রমেহ শান্তি হইয়া থাকে।

আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত প্রমেহ প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ একতোলা ও চিতার মূল একতোলা, এই উভয় দ্রব্য কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অপর আকনাদ, কুরচি ছাল, হিঙ্গু, কট্‌কী ও কুড় এই পদার্থগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে এবং এই চূর্ণ পদার্থ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্পি মেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিট্‌খদির ও সুপারি এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ সেবন করিলে ক্ষৌদ্র মেহ নিবারিত হয়।

গণিয়ারি ছাল দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাথ প্রস্তুত করিবে। এবং উক্ত কাথ সেবনে বসা মেহ প্রশমিত হয়।

আকনাদ, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বা, পলাশ, গাব ও কদবেল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ সেবন করিলে হস্তীমেহ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুথা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ বিদূরিত হয়।

ন্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ।

বট, যজ্ঞডুমুর, শোনা, শোনালু ফল, আম্রবীজ, জামবীজ, কদবেল, পিয়াল, অর্জ্জুন ছাল, খদির, মধুকসার, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণ পালিতা মাদার, পটোল, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, অড়হর ডাল, করঞ্জা ফল, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, কুড়চি ও ভেলা; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই চূর্ণ পদার্থ মধুর সহিত সেবন করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। ইহাতে মূত্র পরিষ্কৃত এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ প্রশমিত হয়।

ধান্বন্তর ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য দশমূল, নাটা করঞ্জার ফল, ডহর করঞ্জার ফল, দেবদারু, হরীতকী, শ্বেত পুনর্ণবা, বরুণ, দন্তী, চিতামূল, রক্ত পুনর্ণবা, শিজের মূল, নীপ, কদম্ব, বিল্ব, ভেলা, শঠী, কুড় ও পিপুলমূল; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা; এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ১৯২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং যব ২ সের, কুল ২ সের ও কুলথকলাই ২ সের বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বদ্ধ করিয়া উহাতে দিবে। পরে ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর হিজ্জল বীজ, আমলকী, বহেড়া, বামনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, আর্দ্রক, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুড়ি এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, শোথ, বাতরক্ত, প্লীহা, উদর, অর্শ, বিদ্রধি, পীড়কা, অপস্মার ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

ত্র্যূষণাদি গুড়িকা।

মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ২ তোলা, আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা ও গুগ্গুল ১২ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে এবং গোক্ষুর ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ পদার্থে প্রদানপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে উহাতে সপ্তাহ কাল গোক্ষুরের ক্বাথ প্রদত্ত হইলে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি

রোগ প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ এই গুড়িকা সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইচ্ছানুরূপ পথ্য করিতে পারা যায়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গের শাঁস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া যে পরিমাণ চূর্ণ দ্রব্য হইবে, সেই পরিমাণ লৌহ ভস্ম উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক আনা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ ও মূত্রবিকার নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ সেতু।

পারদ ও অভ্র; এই উভয় দ্রব্য বটের দুগ্ধে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া মুষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুট পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিয়া তিনরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিফলার চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়।

মেহ মুদ্গর রস।

রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দারুহরিদ্রা, বিল্ব, গোক্ষুর, দাড়িম, চিরতা, পিপ্পলী-মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী এবং লৌহ চূর্ণ; এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা এবং গুগ্‌গুল একপল (৮ তোলা) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ছাগী দুগ্ধ অথবা জল অনুপান করিবে। ইহাতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী, পাণ্ডু, কামলা, মূত্রাঘাত, অরুচি, অর্শ, ব্রণ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও ভগন্দর রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস।

বঙ্গ ভস্ম, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর এবং অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেকে দুই মাষা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশরাজের (কেশুরিয়ার) রসে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর দুইরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর পরাজিত হয় এবং হলীমক, রক্তপিত্ত, বাতপিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি ও অরুচি এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সোমরোগ বিনষ্ট হয় এবং বিবিধ বহুমূত্র, সুদারুণ মূত্রমেহ, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশ করে। আর এই ঔষধ প্রভাবে

ক্ষীণ ব্যক্তির পুষ্টি বর্দ্ধন হয়। ইহা তেজস্কর, বল ও বর্ণকর, রুচিজনক ও শুক্র-বর্দ্ধক। এই ঔষধ সেবন করিয়া দোষের বলাবল বিবেচনায় ছাগীদুগ্ধ অথবা দধি অনুপান করিবে। এই ঔষধ বালক ও বৃদ্ধ উভয়ের পক্ষেই সমান রসায়ন।

বঙ্গ ভস্ম ও অভ্র অথবা সীসক ও অভ্র কিম্বা সীসক ও বঙ্গ শিলাজতুর সহিত ভক্ষণ করিবে, ইহাদ্বারা প্রমেহ প্রশমিত হয়।

মেহ বজ্র।

রসসিন্দুর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকুটু, ত্রিফলা, বিল্ব, জীরা, কদ্বেল এবং হরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে ত্রিশবার ভাবনা দিবে এবং অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবন করিয়া মহা নিম্বের বীজ তিনতোলা, তণ্ডুল জল একপল এবং ঘৃত দুইতোলা অনুপান করিবে। ইহাতে চিরজাত প্রমেহ রোগ নিবৃত্তি পায়।

মেহ কেশরী।

মৃত বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজ-পত্র এবং নাগেশ্বর; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া দুই মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য করিবে। কেশরী যেমন করীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ এই ঔষধ প্রমেহ রোগকে বিনষ্ট করিবে। তিন দিন মাত্র এই ঔষধ সেবন করিলে শুক্র মেহ শান্তি হয় ও চিরজাত মধু মেহ বিনষ্ট হয়।

কিঞ্চিৎ লবণের সহিত ঘৃতকুমারীর রস পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সকল প্রকার মেহ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, ঝিঙ্গা, মোচা, ঠোটেকলা প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, মুগ, মসূর ও ছোলার ডাইল, ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, অম্লের মধ্যে পাতি ও কাগজি লেবু। রাত্রিতে সহ্যমত রুটী বা লুচী তরকারী অল্প দুগ্ধ, জলখাবারের মধ্যে মোহনভোগ, ইক্ষু, পানিফল, কিস্‌মিস্, বাদাম, খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি। অপথ্য।—অধিক মিষ্ট, দধি, দুগ্ধ এবং লঙ্কার

ঝাল, শাক্‌, অম্ল, কলাইয়ের ডাইল, দধি, মদ্য, পিষ্টক, মৈথুন, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ ইত্যাদি বিশেষ অনিষ্টজনক।

প্রমেহ রোগে চিকিৎসা বিধি।

যদ্যপি মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যায়াম অবলম্বন করেন তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রকার মেহ রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। যেহেতু, ব্যায়ামে কফ ও মেদের হ্রাস হইয়া শরীরের কোমলতা দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, এইজন্য মেহ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না, কোমল শরীরেই উহার প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি চর্ম্মপাদুকা ও আতপত্রবিহীন মুনিবৎ সংযতেন্দ্রিয় এবং ভিক্ষো-পজীবী হইয়া নীবারধান্যাদি ও আমলকী ভক্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর শতযোজন বা ততোধিক পথ পরিভ্রমণ করে সেই ব্যক্তি বল পূর্ব্বক প্রমেহ রোগ জয় করিতে পারেন।

সোম রোগ (বহুমূত্র রোগ) চিকিৎসা।

তালকেশ্বর রস।

হরিতাল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্য তুল্যপরি-মাণে গ্রহণ করিয়া একত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। বহুমূত্র রোগ প্রশান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া পক্ক ডুমুরের ফল চূর্ণ দুইতোলা লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে, এই প্রকার অনুপান করিলে রোগীর সুখানুভব হইয়া থাকে।

সোমনাথ রস।

লৌহ দুইতোলা, পারদ, গন্ধক, এলাচি, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িম্ব, [illegible]গা, চন্দন, গুগ্‌গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুনবৃক্ষ এবং রসাঞ্জন এই সমুদায় দ্রব্য [illegible]কে একতোলা সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণ করত দশরতি [illegible]ণ বটী প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ সেবন করিলে বহুবিধ সোম রোগ, প্রদর, শূল ও বহুমূত্র রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৃহৎসোমনাথ রস।

হিঙ্গুলোথ পারদ, পালিধা মাদারের রস এবং গন্ধক; ইন্দুরকানি পানার [illegible]ন করিয়া ঐ শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক

কজ্জলী করিবে, পরে উক্ত কজ্জলী এবং তাহার দ্বিগুণ লৌহ এবং অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধ পরিমাণে গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ কজ্জলী ও লৌহ এই দুই দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত অভ্র প্রভৃতি মিশ্রিত করিবে এবং পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ইন্দুরকানি পানার রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর দুইরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সোম রোগ শান্তির নিমিত্ত মধুর সহিত সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, সোমরোগ, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুদোষান্বিত বহুবিধ মেহ, ইক্ষুমেহ, লালামেহ এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সোমরোগ ও বহুমূত্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহুমূত্র রোগে পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, ঝিঙ্গা, মোচা, প্রভৃতির তরকারী, মুগ ও মসুরের ডাইল, মাখনতোলা দুগ্ধ, মাংসের যূষ এবং রক্তক্রিয়া প্রভৃতি হিতপ্রদ। গুরুপাক অন্ন দধি, দুগ্ধ, অধিক মিষ্টমাত্রেই, লাউ, অধিক জলপান, সুরা, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, চিন্তা ইত্যাদি বিশেষরূপে পরিবর্জ্জন করিবেন।

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসাকালে যদি রোগ অত্যন্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে চিকিৎসক রোগীকে অন্নবন্ধ করিয়া দিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে গমের আটার রুটী, ছাগমাংস ও পক্ষী মাংসের যূষ ও পটোল, ডুমুর, ঠোটে-কলা মোচা প্রভৃতির তরকারী ও মাখনতোলা দুগ্ধ খাইতে দিবেন, আবশ্যক বুঝিলে পুরাতন সুরাও অল্প পরিমাণে ব্যবহার করাইতে পারেন।

উদরী রোগ।

উদর রোগ অজীর্ণকর ও দোষজনক বিরুদ্ধ অন্ন আহারাদি অথবা কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, চলাচলে অশক্ত, শোথ, আধ্মান, বাত ও পুরীষের বদ্ধতা, অঙ্গাবসাদ দাহ ও তন্দ্রা এবং নিদ্রা এই সমস্ত উদর রোগের সামান্য লক্ষণ। উদর রোগ অষ্টবিধ যথা ;— বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, প্লীহোদর, বদ্ধ, ক্ষত এবং উদক উদর।

উদররোগ চিকিৎসা।

পিপুল, সৈন্ধবলবণ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতজনিত উদররোগীকে চিকিৎসক পান করিতে দিবেন।

চিনী, মরিচ চূর্ণ ও তক্র পিত্তোদরীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে উদর রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যমানী, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ সহযোগে মধু মিশ্রিত তক্র কফোদর রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে কফজ উদররোগ প্রশমিত হয়।

মধু, তৈল, বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্যগুলি তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্লীহোদর রোগীকে পান করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত তক্র জলোদরীকে পান করিতে দিবে। ইহা পান করিলে জলোদর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ধনিয়া, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবযুক্ত তক্র বদ্ধোদরীকে পান করিতে দিবে।

পিপুল ও মধু মিশ্রিত তক্র ক্ষতোদরীকে পান করিতে দিলে উল্লিখিত উদররোগ প্রশমিত হয়।

দেবদারু, পলাশবীজ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শজিনা ও অশ্বগন্ধা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কুক্ষিতে ক্রমে ক্রমে লেপন করিবে। এবং চিকিৎসক অষ্টমূত্র উদরে সিঞ্চন ও পানার্থ ব্যবস্থা করিবেন। অষ্টমূত্র যথা;—মেষ, ছাগ, গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দ্দভ; এই অষ্ট প্রকার পশুর মূত্র।

পিপুল সীজের দুগ্ধদ্বারা সাতবার ভাবনা প্রদান করিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত পিপুল প্রত্যহ দুইটী বা তিনটী করিয়া দুগ্ধের সহিত এতদিন পর্য্যন্ত উদরী সেবন করিবে, যতদিনে এক সহস্র পিপুল সেবিত না হয়।

পটোলাদ্য চূর্ণ।

পটোল মূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে দুইতোলা, কমলা গুড়ি চারিতোলা, নীলবুহ্না ছয়তোলা ও তেউড়ী আটতোলা; এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উল্লিখিত দ্রব্য সমুদায়ের চূর্ণ গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের

সহিত সেবন করিলে উদর রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া জাঙ্গল প্রাণীর মাংস রসের সহিত লঘুপাক অন্ন সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ, কামলা, পাণ্ডু ও শোথরোগ নিবারিত হয়।

পুনর্ণবাষ্টক।

পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটকী, হরীতকী, দেবদারু ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদর, কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মানখণ্ড।

পুরাতন মান কচুর চূর্ণ একভাগ ও চাউলের গুড়া দুইভাগ গ্রহণ করিয়া তদুপযুক্ত জলের সহিত মণ্ড পাক করিয়া উদরী রোগীকে আস্বাদার্থ প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্য কোন প্রকার অন্ন বা ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা দ্বারা বাতাদির শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহার উপকারিতা দর্শনে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৈশ্বানরী বটী।

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, তাম্র, লৌহ এবং শিলাজতু; এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ, বিষ দুইভাগ, ত্রিকটু, রক্তচিতা, কাকোলী, নিসিন্দা, তালমূলী এবং রক্তযমানী; এই সমস্ত দ্রব্য যথা সম্ভব চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিমের ও এরণ্ড মূলের রস দ্বারা একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। অনন্তর সমুদয় দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ শ্লেষ্মজন্য উদরী রোগ বিনষ্ট করে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দেবদারু ও রক্তচিতার মূল সমভাগে পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত অনুপান করিবে। অনন্তর লেবীদুগ্ধ ও কুলথের যূষের সহিত অন্নাদি পথ্য করিবে।

জলোদরারি রস।

পিপ্পলী, মরিচ, তাম্র, ধনিয়া এবং হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক

এক ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবস সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে; পরে ইহার সহ জয়পাল বীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সদ্যই জলোদর বিনাশ করে। সর্ব্বপ্রকার বিরেচনেই দধ্যন্ন বিরেচন স্তম্ভন করে, অতএব এই ঔষধ সেবনের পরও দিনান্তে দধ্যন্ন অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

মহাবহ্নি রস।

পারদ চারিভাগ, গন্ধক আট ভাগ, হরিদ্রা, ত্রিফলা এবং মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে তিনভাগ, দন্তী, ত্রিকটু এবং জীরা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে আটভাগ, সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। পরে জয়ন্তীর রস, সিজের দুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজের রস, চিতার রস ও এরণ্ড তৈল; ইহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে; এই ঔষধ দুই রতি প্রমাণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিয়া বিরেচন হইলে সৈন্ধবের সহিত ঘোল পান করিবে এবং দিনান্তে অন্নাদি পথ্য করিবে। এই ঔষধ সেবনে শীতল জল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ ও মূঢ়বাত বিনষ্ট করে।

উদরারি রস।

পারদ, শুক্তিভস্ম, জয়পালবীজ এবং পিপ্পলী; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক শোনালু ফলের মজ্জা ও সিজের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। অনন্তর একমাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে স্ত্রীগণের উদররোগ বিনষ্ট করে। এই ঔষধ সেবন করিয়া তেঁতুলের রস ও দধির সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া জলোদর নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ইচ্ছাভেদী রস।

শুণ্ঠী, মরিচ, পারদ, গন্ধক এবং সোহাগা; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ এবং জয়পালবীজ দুই ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুইরতি প্রমাণ শর্করার সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া যত গণ্ডূষ জল পান করিবে, ততবার বিরেচন হইয়া থাকে।

উদর রোগে পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুণ, পুনর্ণবা শাক, সজিনার ডাঁটা,

প্রভৃতির তরকারী, দুগ্ধান্ন, উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান, মধু ও তিক্ত দ্রব্য হিতকর।

অপথ্য।—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, শীতল জল পান, অধিক তৈল মর্দ্দন, দিবানিদ্রা প্রভৃতি অনিষ্টকারক।

প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা রোগ চিকিৎসা।—যমানী, রক্তচিতার মূল, যবক্ষার, পিপুলের মূল, দন্তীমূল ও পিপুল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে উষ্ণ জল দধির মাত সুরা বা আসবের সহিত পান করিলে প্লীহা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভেলা, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক পাক করিয়া লইবে, উক্ত মোদক সাতদিবস সেবন করিলে অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহারোগের শান্তি হয়।

শজিনাছাল দুইতোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত কাথে সৈন্ধবলবণ, চিতারমূলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহারোগীকে সেবন করিতে দিবে, অথবা পলাশক্ষারোদকের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্লীহা-নাশার্থ প্রয়োগ করিবে, কৃষ্ণতিলের সহিত সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহা-রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শরপুঙ্খারমূল পেষণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে অথবা একমাত্র পেয়া ভোজন করিয়া শরপুঙ্খারমূল চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগের শান্তি হয়।

প্লীহারোগীকে দধি দ্বারা অন্ন ভোজন করাইয়া প্লীহানাশার্থ রোগীর বাম-বাহুস্থ শিরাবিদ্ধ করিয়া দিবে এবং যকৃৎনাশার্থ দক্ষিণবাহুর মধ্যস্থ শিরাবিদ্ধ করিয়া দিবে। শিরাবিদ্ধ করণান্তর দূষিত রক্ত স্রাবিত হইবার নিমিত্ত প্লীহা ও যকৃত স্থান গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে।

প্লীহারোগোক্ত সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা যকৃৎ রোগের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃত রোগের চিকিৎসার কোন প্রভেদ নাই, এই জন্য আর যকৃত রোগ চিকিৎসা বলিয়া স্বতন্ত্র উল্লেখ হইল না।

লোকনাথ রস।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিবে, পরে ইহার সহিত পারদের তুল্য পরিমাণ অভ্র মিশ্রিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক মর্দ্দন করিবে। অনন্তর পারদের দ্বিগুণ লৌহ, লৌহতুল্য তাম্র এবং তাম্রের দ্বিগুণ কপর্দ্দকভস্ম মিশ্রিত করিয়া পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অনন্তর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে ভক্ষণ করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, গুল্ম ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু কিম্বা গুড় ও হরীতকী অথবা গোমূত্র বা গুড় ও জীরারচূর্ণ অনুপান করিবে।

বৃহৎ লোকনাথ রস।

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ এই উভয় দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ইহার সহিত অভ্র একভাগ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে ইহার সহিত তাম্র দুইভাগ ও লৌহ দুইভাগ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ইহার সহিত পারদের দ্বিগুণ গন্ধক ও কপর্দ্দকভস্ম মিশ্রিত করিবে এবং জম্বিরের রসে মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে, এই গোলক একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অপর একটী শরাদ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং মৃত্তিকা, ভস্ম ও লবণ দ্বারা উভয় শরার সন্ধিস্থান লেপন করতঃ শরাদ্বয়ের সন্ধি বদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে তাহা উদ্ধার করিয়া লইবে এবং পুনর্ব্বার পেষণ করতঃ ছয়রতি প্রমাণে বটী করিয়া উত্তম ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া গোমূত্র অথবা মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ কিম্বা গুড় ও হরীতকী অথবা জীরা ও গুড় তুল্যপরিমাণে অনুপান করিবে; ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং বাতষ্ঠীলা, কমঠী, কাংস্যক্রোড়, অগ্রমাংস, শূল, ভগন্দর, মন্দাগ্নি ও কাশরোগ নিবৃত্তি পায়।

যকৃদরি লৌহ।

লৌহ চারিতোলা, অভ্র চারিতোলা, তাম্র দুইতোলা, কাগজীনেবুর মূলের বল্কল আটতোলা ও মৃগচর্ম্মভস্ম আটতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া নয়রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, এই ঔষধ সেবনে প্লীহা,

উদরী, কামলা? হলীমক, কাস, শ্বাস এবং জ্বর বিনাশ পায় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয় লৌহ।

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে একভাগ লৌহ দুইভাগ, তাম্র চারিভাগ, ক্ষারদ্বয় (স্বর্জিক্ষার ও যবক্ষার), সোহাগা, বিটলবণ, কপর্দ্দক (কড়ি), শঙ্খ, রক্তচিতা, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌কী, হিঙ্গু, রোহিতক (কয়লা) তেউড়ী, তেঁতুলবল্কলভস্ম, গোরক্ষচাকুলিয়া, খদির, কাণাওকড়া, অপামার্গ, তাল-জটা, তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জয়পাল, তুঁতিয়া, এবং রসাঞ্জন; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসে সাতবার, গুড়ূচীর রসে সাতবার ভাবনা দিবে এবং মধুদ্বারা ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। রোগী, রোগ ও দোষের বলাবল বিবেচনায় অনুপান স্থির করিয়া প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ব-রোগ বিনষ্ট হয় এবং প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, কাস, বিষমজ্বর, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ এবং চিরজাত ও কৌলিক রোগ নিবারণ হয়। এই ঔষধ পূর্ব্বকালে স্বয়ং ধন্বন্তরি আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্লীহাশার্দ্দূল রস।

পারদ, গন্ধক এবং ত্রিকটু এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ, সর্ব্ব-সমান তাম্রভস্ম এবং মনঃশিলা, কপর্দ্দক, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী রোহি-তক, যবক্ষার, সোহাগা সৈন্ধব, বিটলবণ, রক্তচিতা এবং জয়পাল এই সমু-দায় দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের সমান, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ী, রক্তচিতা, পিপ্পলী ও আদা এই সকলের রসদ্বারা ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, এই বটী ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়, অথবা মধু ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত দুইরতি প্রমাণ এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, উদরী, শোথ, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

প্লীহারি রস।

লৌহ চারিতোলা, তাম্র দুইতোলা, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেকে দুইতোলা, মৃগচর্ম্ম ভস্ম আটতোলা এবং নেবুর মূলের বল্কল আটতোলা। এই সমস্ত

দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া নয়রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মরোগ সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৃহৎ গুড় পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, কুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেনা, চৈ, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটা ভস্ম, কুষ্মাণ্ডলতা ভস্ম, অপামার্গ ভস্ম এবং তেতুলের বল্কল ভস্ম এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাদিগের সহিত সর্ব্বতুল্য পুরাতন গুড় এবং গুড়ের তুল্য পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া দৃঢ় পাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রতিদিন এক একটী ভক্ষণ করিবে দুষ্টস্তর প্লীহা, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, গুল্ম, জীর্ণজ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়।

প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগে পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মুগ মসুর বা ছোলার ডাইলের যোল পটোল বেগুণ প্রভৃতির তরকারী কই মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল বকাদুগ্ধ বিশেষ হিতকর। রোগী দুর্ব্বল হইলে কপোত কুক্কুট বা ছাগ মাংসের যুষ হিতকর; রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে সুজির রুটী, দুগ্ধসাগু, এরারুট, খাইতে পারেন। মিছরি, খেজুর, কিসমিস পানিফল প্রভৃতি জল খাবার খাইতে পারেন।

অপথ্য।—গুরুপাক দ্রব্য, ভাজা পোড়া দ্রব্য, শাক, অম্ল, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শৈত্যসেবন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন।

উপদংশ রোগ।

নখ প্রভৃতি দ্বারা লিঙ্গে অভিঘাত হইলে অথবা উহাকে অপরিষ্কার রাখিলে এবং অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ বা দূষিত যোনি গমন করিলে এবং অন্যান্য নানা প্রকার অপচার হইতে লিঙ্গে পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ উৎপন্ন হয়; যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ; বাতিক উপদংশে কৃষ্ণ বর্ণ স্ফোটক এবং অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, পৈত্তিক উপদংশে পীতবর্ণ এবং দাহ ও অতিশয় ক্লেদযুক্ত স্ফোটক লক্ষিত হইয়া থাকে। কফজনিত উপদংশে স্ফোটক শুক্লবর্ণ বৃহদাকার শোথ ও কণ্ডুযুক্ত হয় ও ঘনস্রাব নির্গত করে। সান্নিপাতিক উপদংশ নানা প্রকার বেদনা ও স্রাবযুক্ত হয়; ইহা

অসাধ্য। রক্তজ উপদংশে স্ফোটক মাংস পিণ্ডের ন্যায়, তাম্রবর্ণ অথবা কৃষ্ণ বর্ণ হয়, রক্ত সংযুক্ত থাকে এবং, রক্তস্রাব হয়, এবং ইহার অপরাপর লক্ষণ পৈত্তিক উপদংশের ন্যায় জানিবে।

উপদংশ চিকিৎসা।

পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, ও গুলঞ্চ এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত শোধিত গুগ্গুল ও ত্রিফলা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গুগ্গুল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদংশ রোগ নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, রাস্না, কুড়, পুনর্ণবা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, ও দেবদারু এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান ও সেবন করিলে বাতজনিত উপদংশ রোগ প্রশমিত হয়।

গেরিমাটি, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ও নীলোৎপল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া ব্যাধি-স্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে পিত্তজনিত উপদংশ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বত্থছাল, কদম্বছাল, এবং আম, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের ছাল, ইহাদের ক্বাথ, প্রলেপ ও চূর্ণ পিত্তজ উপদংশ রোগে বিশেষ হিতকর।

ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ও ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা উপদংশ জনিত ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। এইরূপ করিলে উক্ত রোগ শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; সম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া লৌহ কটাহে করিয়া দগ্ধ করিবে। উক্ত দগ্ধ পদার্থ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপদংশ জনিত ক্ষত স্থানে লেপন করিলে ব্রণ সত্বরই পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

শিরীষ ও গুলঞ্চের সহিত রসাঞ্জন কিম্বা মধুর সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া উপদংশ জনিত ক্ষত স্থানে লেপন করিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সুপারি জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বা শ্বেত করবীর মূল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে উহা শুষ্ক হইয়া থাকে।

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। চিরতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোল পত্র, ডহরকরঞ্জা, জাতী, খদির ও পীতশাল; এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ রোগ প্রশমিত হয়।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। নাটা করঞ্জার মূল, নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, পীতশাল, জাম এবং বট প্রভৃতি ক্ষীর বৃক্ষের ছালের ক্বাথ ও কল্ক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন ও মালিশ করিলে উপদংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আগার ধূমাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক সমাধা করিবে। কল্কদ্রব্য, গৃহধূম ১০ তোলা ৫ মাষা তিন রতি, হরিদ্রা ২০ তোলা ১০ মাষা ৬ রতি, সুরাবীজ ৩০ তোলা ১৫ মাষা ৯ রতি; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল প্রদান করিতে থাকিবে; পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগে উপদংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উপদংশে পথ্যাপথ্য।

পুষ্টিকর, লঘু ও সারক দ্রব্য আহার, মুগ ও ছোলার ডাইল, পটোল, উচ্ছে, বেগুণ, ডুমুর, ঝিঙ্গা প্রভৃতির ঘৃত পক্ক তরকারী, দুগ্ধ, খেজুর, কিস্‌মিস্, ডাড়িম, আঙ্গুর প্রভৃতি রাত্রিতে লুচি বা রুটী, খৈয়ের মণ্ড বার্লি বা সাগু প্রভৃতি বিশেষ হিতকর।

অপথ্য।—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বিলাতি কুষ্মাণ্ড, দধি, গুড়, মৎস্য লঙ্কার ঝাল, মাদক দ্রব্য সেবন, তৈল পক্ক ব্যঞ্জনাদি, রাত্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ লাগান মৈথুন ও উপবাসাদি অহিতকর।

অম্লপিত্তরোগ।

অম্লপিত্তরোগ দুইপ্রকার; অধঃ ও উদ্ধগত। বিরুদ্ধ দূষিত, ভাজাপোড়া ও পিত্তজনক অন্ন সেবনকারী ব্যক্তিদিগের এবং বর্ষাকালীয় জলাদিদোষ জনিত পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কুপিত হইয়া অম্লপিত্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অপাক, অরুচি, বিবমিষা, তিক্তাম্লোদগার, ক্লান্তিবোধ, গাত্রগুরুতা এবং বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

তুষ রহিত যব, বাসকপত্র ও আমলকী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত দারুচিনী চূর্ণ, ছোট এলাচী চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অম্ল-পিত্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং আহারার্থ মুগের যূষ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

শুঁঠ একতোলা ও পটোলপত্র একতোলা; এই উভয় দ্রব্য একত্র অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই পাচক ও অগ্নিদীপক ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা, বমি, জ্বর, বিস্ফোট ও গাত্রজ্বালা নিবারিত হয়।

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধনিয়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে কণ্ডূ, পামা, পিত্তশ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে শূল, ভ্রম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, গাত্রজ্বালা, জ্বর ও বমন নিবারিত হয়।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোলপত্র; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ছুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্তরোগ নিবারিত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র ও কটুকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ছুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ চিনী, যষ্টিমধু ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বর, বমি ও অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

অম্লপিত্তান্তক রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ ও হরীতকী; এই সমুদায় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া একমাষা পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত-রোগ শান্তি হইয়া থাকে।

লীলাবিলাস রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র এবং লৌহ; এই সমুদায় তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে আমলকী ও বহেড়ার কাথে তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গ-রাজের রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে ছয়রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে অম্লপিত্ত, ছর্দ্দি, শূল ও হৃদয়ের যাবতীয় রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

পানীয়ভক্ত বটীকা।

তেউড়ী, মুথা, ত্রিফলা এবং ত্রিকটু; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে একপল, পারদ, ও গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা, লৌহ, অভ্র এবং বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ছইপল এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিয়া তক্র অনুপান করিবে। ইহা সেবনে শূল, পার্শ্বশূল, উদর, বস্তি, অর্শরোগ, শ্বাস, কাশি, গ্রহণী ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অম্লপিত্ত রোগের পথ্যাপথ্য শূলরোগের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে।

চিকিৎসা বিধি।

অম্লপিত্ত রোগে বমন ও মৃদু বিরেচন হিতকর। সম্যক বমন ও বিরেচনান্তে রোগীকে স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পিচকারী ব্যবস্থা করিবে। দীর্ঘকালোৎপন্ন অম্লপিত্ত নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক ঊর্দ্ধগ, কফ প্রধান অম্লপিত্তে বমন দ্বারা এবং অধোগ বিরুদ্ধযুক্ত অম্লপিত্ত বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে তিক্ত দ্রব্যের সহযোগে আহার ও পানীয় দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে।

স্ত্রীরোগ।

(প্রদর রোগ।)

বিরুদ্ধ আহার, অধ্যশন, অজীর্ণ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, পদ ব্রজে অশ্ব দোলাদিতে অতি ভ্রমণ, শোক অভিঘাত কিম্বা ভারাদি বহন, উপবাসাদি জনিত ধাতু ক্ষয় এবং দিবা নিদ্রাদি কারণ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাতপিত্ত কফ এবং সন্নিপাতজ ভেদে প্রদর রোগ লিখিত আছে। সর্ব্ব প্রকার প্রদরেই বেদনা এবং অঙ্গমর্দ্দের সহিত অতিশয় রক্ত, নিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, প্রলাপ, বাতজনিত আক্ষেপকাদি তৃষ্ণা, দাহ এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্ম প্রদর।—এই প্রদর পিচ্ছিল, আম গন্ধি, পাণ্ডু বর্ণ অথবা মাংস ধৌত জল সদৃশ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রদর?—এই রোগ পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ রক্ত, চিমি চিমি বেদনার সহিত অত্যন্ত বেগে নির্গত হয়।

বাতজনিত প্রদর।—ইহাতে অরুণ বর্ণ ফেনাযুক্ত রুক্ষ মাংস ধৌত জলবৎ অল্প অল্প রক্ত বিদ্ধনবৎ বেদনার সহিত নির্গত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতিক প্রদর।—এই সন্নিপাতিক প্রদরে মধু এবং ঘৃত মিশ্রিতবৎ অথবা মজ্জা সদৃশ হরিতাল বর্ণ শবগন্ধী রক্ত ত্যাগ হয়. এই পীড়া অসাধ্য এবং চিকিৎসার অযোগ্য।

প্রদর চিকিৎসা।

অশোকছাল দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত

ক্বাথের সহিত অর্দ্ধসের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। পরে অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে অতি তীব্র রক্ত প্রদর প্রশমিত হয়।

দারুহরিদ্রা, বাসক, মুথা, বেলশুঁঠ, চিরতা, ভেলা ও কুমুদ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত রসাঞ্জন এক আনা মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পান করিলে শূলযুক্ত অতি প্রবল নানা প্রকার প্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে।

কাঁটা নটীয়ার মূল একতোলা পরিমাণে পেষণ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা বামন হাটীর মূল ও শুঁঠ সমভাগে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বাত ও পিত্তজনিত সর্ব্ব প্রকার প্রদর রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

কুশের মূল গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে প্রদর বিনষ্ট হয়।

বেড়েলার মূল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত মধুর সহযোগে পান করিলে রক্ত প্রদর শান্তি হইয়া থাকে।

পুষ্যানুগ চূর্ণ।

আকনাদ, জামের আঁটীর শাঁস, আমের আঁটীর শাঁস, মনঃশিলা, মোদ, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী, মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতুষ, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গৈরিক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, কিস্‌মিস্, রক্ত চন্দন, কুড়চি, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল; এই দ্রব্যগুলি পুষ্যা নক্ষত্রে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধুর সহযোগে সেবন করিলে রক্ত প্রদর, অতি স্রাব, রক্ত স্রাব, জ্বর দোষ, রজো দোষ, পীত, নীল, শ্বেত ও অরুণ বিশিষ্ট স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শিত কল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কহ্লার্থ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারী, গোরক্ষচাকুলে, নীলোৎপল, তালের মাথি, ভুঁই

কুমড়া, শতমূলী, শালপানি, জীরক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তরমুজ বীজ ও কচি কদলী ফল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ষোলসের ও জল আটসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনর্ব্বার ঘৃত পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকারে পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রদর, রক্তপিত্ত, রক্তগুল্ম, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, অরুচি, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ, মদরোগ ও ভ্রমরোগ প্রশমিত হয় এবং বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

প্রদরান্তক লৌহ।

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কপর্দ্দক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপ্পলী, নাভিশঙ্খ, বচ, ধনিয়া, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি এবং বৃদ্ধদারক; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্রে চূর্ণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে, এই ঔষধ শর্করা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাতে রক্ত, শ্বেত, পীত, নীল প্রদর, কুক্ষিশূল, কটীশূল, যোনি-শূল, মন্দাগ্নি, অরুচি, পাণ্ডু, কৃচ্ছ্ররোগ, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদরান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, খর্পর ও কপর্দ্দক এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, লৌহ তিন তোলা সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একদিবস ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এই ঔষধ দুইরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রদর শান্তি হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু, হরিদ্রা চূর্ণ ও বঙ্গ ভস্ম প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া একত্রে আকন্দপত্রের রসের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে দুস্তর প্রদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর রোগের পথ্যাপথ্য।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, ডুমুর, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা প্রভৃতি ঘৃত পক্ব তরকারী, কই, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতির ঝোল, মাংসের যূষ অন্নের মধ্যে পাতিলেবু। রাত্রিতে রুটী বা লুচি ও তরকারী বা সুজির পায়স এবং

অল্প দুগ্ধ। জলখাবার মধ্যে মোহন ভোগ প্রভৃতি ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি, খেজুর দাড়িম, পানিফল, ইক্ষু, কিস্‌মিস্‌, সিঙ্গরি প্রভৃতি। স্নান যত যত অল্প হয় ততই ভাল, যদি স্নান নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা হয় তাহা হইলে গরম জলে স্নান করিবেন।

অপথ্য।—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যাদি, কলাইয়ের ডাইল, শাক, অম্ল, দধি, মৎস্য লবণ, বিলাতি কুমড়া, অধিক দুগ্ধ, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ লাগান, রাত্রি জাগরণ, নিত্যস্নান, বিশেষতঃ মৈথুন অত্যন্ত বিরুদ্ধ।

মূঢ় গর্ভ চিকিৎসা।

যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রথম মাসের গর্ভ-স্রাব নিবারিত হয়।

পাষাণ ভেদী, কৃষ্ণ তিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে দ্বিতীয় মাসের গর্ভস্রাব প্রশমিত হয়।

পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল ও অনন্তমূল এই দ্রব্যগুলি সম-ভাগে একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে তৃতীয় মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটী ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পান করিলে চতুর্থ মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

বৃহতী, কণ্টিকারী, গাম্ভারী ফল ক্ষীরবৃক্ষের শুঙ্গ ও ছাল এবং মৃণাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে পঞ্চম মাসের গর্ভস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

মুগানী, মাষানী, বেড়েলার মূল, সজিনার ছাল, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে ষষ্ঠ মাসের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা নিবারিত হয়।

শিঙ্গারা, মৃণাল, কিস্‌মিস্‌, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তম মাসের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা নিবারিত হয়।

কদ্‌বেলের মূল, বিল্বমূল, পটোলমূল, বৃহতী মূল, ইক্ষু মূল ও কণ্টিকারীর মূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ-একপোয়া ও

জল একসেরের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে গর্ভবতী আট মাসের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীর কাকোলী ও শ্যামালতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ একপোয়া ও জল একসেরের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ পান করিলে নবম মাসের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা নিবারিত হয়।

শুঁঠ দুইতোলা, দুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে দশমাসের গর্ভবতী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারু; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ একপোয়া ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে গর্ভজনিত বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

কুশের মূল, কেশের মূল, ভেরেণ্ডার মূল ও গোক্ষুর মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ একপোয়া ও একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করত পান করিলে গর্ভিণীর শূল প্রশমিত হয়।

জরায়ু সঙ্কোচক রোগ।

আকনাদ, লাঙ্গলীবিষ, বাসক, আপাঙ্গের মূল, এই সমস্ত পদার্থের কোন একটী পদার্থ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ প্রদান করিলে সুখে প্রসব করিয়া থাকে।

গৃহধূম (ঝুল) কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আপনা হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে।

ছোলঙ্গলেবুর মূল যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে সুখে প্রসব সম্পাদিত হয়।

কৃষ্ণ সর্পের খোলস অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া উক্ত দগ্ধ পদার্থ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কজ্জলরূপে প্রদান করিলে গর্ভবতী স্ত্রী নিরুপদ্রবে প্রসব করিয়া থাকে।

যোনিশূল চিকিৎসা।

কৃষ্ণজীরা ও পিপুল চূর্ণ মদ্য ও সৌবর্চ্চল লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়।

সূতিকারোগ চিকিৎসা।—ঝিন্টি, কুড়, বেতস মূল, কুঁইচ ও দেবদারু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে. উক্ত ক্বাথের সহিত সৈন্ধবলবণ ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বর ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

বেলছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, গণিয়ারি ছাল, পারুল ছাল, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির রোগ বিনষ্ট হয়।

সূতিকা ও গর্ভিণীরোগে পথ্যাপথ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, সুমৎস্যের ঝোল, আলু, বেগুন, পটোল, ডুমুর, মানকচু, কাচকলা প্রভৃতির তরকারী, মুগ ও মসূরের ডাইল. সর্ব্বপ্রকার সুমিষ্ট ফল ইত্যাদি হিতকর; গর্ভাবস্থায় পীড়া হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ বিরেচন, লঙ্ঘন ও তীক্ষ্ণ ক্রিয়া করিবে না।

অপথ্য।—দুষ্পাচ্য ও গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন, ভারবহন, অধিক দূর ভ্রমণ, উচ্চস্থানে গমনাগমন, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, উপবাস ও মৈথুন নিষিদ্ধ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রীতি বর্দ্ধক উপায়।

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন প্রদান পূর্ব্বক শ্বেত বেড়েলার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিয়া আহারের পূর্ব্বে স্ত্রীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হয়।

শিশুরোগ চিকিৎসা।—কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রাহ্মীশাক ও স্বর্ণভস্ম, এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শিশুর বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ যুক্তি পূর্ব্বক লঘু পাক করিয়া শিশুকে পান করিতে দিবে।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ স্তন দুগ্ধের সহিত পান করিলে শিশুর কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা দূরীভূত হয়।

বালরস।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে একপল, স্বর্ণমাক্ষিক চারিতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর শিলাময় পাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ এক একটী করিয়া পানের রসের সহিত ভক্ষণ করিলে ত্রিদোষজাত সুদারুণজ্বর, চিরজাত শোথ এবং শূল প্রভৃতি শিশুরোগ বিনষ্ট হয়।

শিশুরোগের পথ্যাপথ্য।

বালকদিগের পীড়ায় বিশেষতঃ উদরাময় থাকিলে গাধার দুগ্ধ বিশেষ উপকারক কিম্বা অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক গব্য দুগ্ধ কয়েকখানি বেল শুঁঠ সহ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবিশেষ থাকিতে নাগাইয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবেন। অজীর্ণ বা দুধ তোলা থাকিলে দুগ্ধসহ চারি পাঁচ ফোঁটা চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবেন। শিশুদিগের পীড়াতে স্তন্যদায়িনীকে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালন করিতে হইবে। যদ্যপি ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হয়, তাহা হইলে অন্য ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধ সেবন করিতে দিবে।

বাজীকরণ চিকিৎসা।

ধ্বজভঙ্গ রোগ চিকিৎসা।—ছাগলের অণ্ডকোষ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া গোদুগ্ধ হইতে জাত ঘৃত দ্বারা ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিলে শত সংখ্যক স্ত্রীগমনের শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ছাগলের অণ্ডকোষ যে পরিমাণে গ্রহণ করিবে, উহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল গ্রহণ করিয়া একত্র সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। উক্ত দুগ্ধের দ্বারা তিল সাতবার ভাবনা দিয়া গ্রহণ করিবে। উক্ত দ্রব্য যে ব্যক্তি সেবন করে, সেই ব্যক্তি শত শত স্ত্রীগমনে সক্ষম হয়।

আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার আমলকীর রস ৭ বার প্রদত্ত হইলে উহা গ্রহণ করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থায় থাকিতে পারা যায়।

আলকুশীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ চিনির সহিত সেবন করিলে ও চিনি ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে শুক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

দধিরসর, চিনি, মধু, মরিচ চূর্ণ, বংশলোচন, ছোট এলাচি চূর্ণ ও ঘৃত যুক্ত ষষ্টিক ধান্যের চাউল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটী মৃৎপাত্রে রাখিবে। তদনন্তর উহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বর্ণ, স্বর ও বল বৃদ্ধি হয় এবং শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রতিবল্লভ মোদক।

সিদ্ধি বীজ চূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির ক্বাথ ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ—আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, দারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁঠির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনিয়া, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলি, ক্ষীরকাকোলি, পিণ্ড খর্জ্জুর, কুলেখাড়া বীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব যমানী, বন-যমানী, জীবন্তী, গজপিপ্পলী, প্রত্যেকে ২ তোলা। পাক শেষ হইলে মধু ষোলতোলা, এবং সদগন্ধার্থ যথা প্রয়োজন মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাতে রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয় এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত চারিসের। কল্কার্থে—শতমূল একসের কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে, এবং উহাতে ঘৃতের দশগুণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই প্রকার পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এবং চিনী মধু, পিপুল এই পদার্থত্রয় সমভাগে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবেক। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় অর্থাৎ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধা তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূল, কুড়, জটামাংসী, ও বৃহতীফল এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া

তৈলে দিবে এবং উহাতে ঘোলসের দুগ্ধ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দিয়া বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই-রূপে পাক করিতে করিতে পাক কার্য্য সমাধা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল স্তনে, লিঙ্গনালে এবং কর্ণপালিতে মালিশ করিলে উহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মন্মথ রস।

পারদ, গন্ধক, প্রত্যেকে দুইতোলা, অভ্র চারি তোলা, কর্পূর অর্দ্ধতোলা, বঙ্গ দুইতোলা, তাম্র একতোলা, লৌহ দুইতোলা, বৃদ্ধদারক, জীরা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, আলকুশী, গোরক্ষচাকুলিয়া, জয়িত্রী, জাতীফল, লবঙ্গ, ভাঙ্গেরবীজ, শ্বেতধুনা এবং যমানী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ সেবন করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শত স্ত্রী সম্ভোগেও লিঙ্গ শৈথিল্য বা শুক্রক্ষয় অথবা বলের হ্রাস হয় না এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও ষোড়শবর্ষীয় যুবাবৎ কামরূপী দিব্য দেহ হইতে পারে।

কামদেব রস।

পারদ একপল, গন্ধক দুইপল এই উভয় দ্রব্য রক্ত কার্পাসের রসের সহিত মর্দন করিয়া কাচকূপীর মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে স্থাপনপূর্ব্বক পাককুশল বৈদ্য অগ্নিতে অহোরাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখিতে পাইবে। তখন উহা গ্রহণপূর্ব্বক একমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কুষ্মাণ্ড, শর্করা, খর্জ্জুর ও মধু প্রভৃতির সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। ত্রিফলা ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে চিরকালীয় পিত্তরোগ; নিসিন্দার রসের সহিত সেবন করিলে বাতবেদনা প্রশমিত হয় এবং রোগী ব্যক্তির শরীর নূতনবৎ হয়। যদি অর্দ্ধ পল দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করে, তাহা হইলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হইতে পারে। পারদই স্বয়ং কামদেবের স্বরূপ। ইহা কামীগণের কামপ্রদ, ইহার প্রসাদে মানব বলবান ও রমণীয় কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই কামদেব রস সেবনে শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ধ্বজভঙ্গাদিরোগে পথ্যাপথ্য।

সুপচ্য শালিতণ্ডুলের অন্ন, আলু, কপি, পটোল প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, ঘৃত, মাখন, মাংসের যূষ, রোহিত মৎস্য, মুগ ও ছোলার ডাইল, জলখাবারের মধ্যে আঙ্গুর, খেজুর, বাদাম, পেস্তা, নারিকেল, আম্র এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি হিতকর, স্নান সহ্যমত করিবেন।

অপথ্য।—দুষ্পাচ্য ও রুক্ষখাদ্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক অম্ল, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ লাগান, রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন, অনুচিত শুক্রব্যয়, মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম প্রভৃতি বিশেষ অনিষ্টজনক।

সম্পূর্ণ।